গবেষক

কবিরাজ—

শ্রীগিরিজা শঙ্কর শর্ম্মা সান্যাল ভট্টাচার্য্য

তত্বনিধি কবিভূষণ

প্রথম সংস্করণ।

আশ্বিন—১৩৪২

মূল্য ১৲ টাকা।

কঠোর সাধনায়ও শান্তির আধার চিরসত্য ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই, মূঢ়জ্ঞানবিনাশিনী এই বেদ গবেষণা শারীর তত্ত্বের সহিত সেই নিত্য সত্যের প্রত্যক্ষ সন্ধান দানে জীবন্মুক্ত করিয়া ইহকালে ও পরকালে তাহাদের স্বর্গসুখের কারণ হইতে সমর্থ হইবে। এই সাধকের সম্মুখে অব্যক্ত ব্রহ্ম স্বরূপ বা ব্যক্তভাব ধারণ করায় অব্যক্তের গবেষণা যাহা চির-অব্যক্ত কল্পনামাত্র ছিল, সেই রহস্যময়ী কল্পনা আজ প্রকট। সাধকের একান্ত আগ্রহ ভাষার অতীত সিদ্ধিকে ভাষার অধীন করিতে সমর্থ হওয়ায় কল্পনাতীত সেই চিরসত্য শান্তিময় ব্রহ্মের সম্যক্ জ্ঞান ও সাক্ষাৎ দর্শন মানবের পক্ষে সম্ভব হইয়াছে।

শান্তি-অনুসন্ধিৎসুর শান্তি, জ্ঞান-জিজ্ঞাসুর জ্ঞান, বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞান, সাধকের সিদ্ধি ও কবির কাব্যস্বরূপ ভুক্তি-মুক্তি-প্রদায়িনী বেদ গবেষণার এই প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হইল। সুধীমণ্ডলী ভাষার ভুল ত্রুটি মার্জ্জনা করিয়া মধুলুব্ধ ভৃঙ্গের ন্যায় ইহার সারত্ব গ্রহণে সাধকের সিদ্ধি সাফল্য মণ্ডিত করুন ইহাই একমাত্র প্রার্থনা।

চির বিনয়াবনত প্রকাশক—
শ্রীরমেশ চন্দ্র শর্ম্মা সান্যাল ভট্টাচার্য্য।

নির্ঘণ্ট

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

উপক্রমণিকা

সম্যক অভিজ্ঞতামূলক বাক্যই বেদ। বেদের কায়া নাই,— আছে মাত্র ছায়া। জ্ঞানের সীমা না থাকায় অভিজ্ঞতা অসীম। জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অসীম হইলে অভিজ্ঞতামূলক বাক্য বা বেদ অসীম হইতে বাধ্য। সাম, ঋক্, যজুঃ ও অথর্ব্ব নামক চারিটী বেদ পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ হইয়াও সীমাবদ্ধ হইতে পারে নাই।

'সো' ধাতুর অর্থ নাশ। একমাত্র দুঃখের নাশই জীবের বাঞ্ছনীয়। ভাবে 'মন্' প্রত্যয়ান্ত করিলে 'সো' ধাতু 'সাম' শব্দে পরিবর্ত্তিত হইয়া গান অর্থ প্রকাশ করে। ছন্দোবদ্ধ অভিজ্ঞতামূলক মর্ম্মস্পর্শী বাক্যাবলীই গান। সাময়িক হইলেও সত্যই গানের ন্যায় অন্য কিছুতেই শান্তি বিধান করিতে সমর্থ হয় না। যে ভাষাতেই হউক অভিজ্ঞতামূলক মর্ম্মস্পর্শী ছন্দোবদ্ধ বাক্যাবলী বা গান সামবেদ নামে অভিহিত হইতে বাধ্য।

'ঋচ্' ধাতু স্তুতি অর্থ বোধক। স্তুতি দ্বারা সন্তুষ্ট করিতে সমর্থ হইলে অসাধ্যও সাধনযোগ্য হইয়া থাকে। ভাবে 'ক্বিপ্' প্রত্যয়ান্ত করিয়া 'ঋচ্' ধাতু হইতে ঋক্ শব্দের সৃষ্টি হওয়ায় যে কোন ভাষায় অভিজ্ঞতামূলক স্তুতি বাক্যই ঋক্‌বেদ বা ঋগ্বেদ নামের যোগ্য।

'যজ্' ধাতুর অর্থ দেবার্চ্চনা বা পূজা। ভাবে "উস্" প্রত্যয়ান্ত করিলে উহা হইতে দেবার্চ্চনা বা পূজার উপযুক্ত অর্থ বোধক 'যজুঃ' শব্দের উৎপত্তি হয়। যে কোন ভাষাতেই হউক না কেন অভিজ্ঞতামূলক দেবার্চ্চনার উপযুক্ত সমস্ত বাক্যই যজুর্ব্বেদ নামের উপযুক্ত।

"ঋ" ধাতু গমন ও দান অর্থ বোধক। মঙ্গল বাচক "অথ" শব্দ পূর্ব্বে থাকায় ভাবে 'বন্' প্রত্যয়ান্ত 'ঋ' ধাতু মঙ্গল দায়ক অথর্ব্বন্ শব্দের সূচনা করে। যদ্দ্বারাই হউক, অভিজ্ঞতামূলক মঙ্গলদায়ক সমস্তই অথর্ব্ববেদ।

বেদের একমাত্র জ্ঞানদাত্রী বেদমাতা গায়ত্রী বা প্রকৃতি। প্রকৃতি সেবক ভিন্ন উহা অন্য কাহারও প্রাপ্তিযোগ্য নহে। সসীম প্রকৃতি-সেবক যাহারা বেদ চারিটিকে লিপিবদ্ধ করিয়া সীমাবদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইয়াছে তাহাদের বেদবাক্য সমূহ সত্য হইয়াও অসম্পূর্ণ হইতে বাধ্য। সাম, ঋক্, যজুঃ ও অথর্ব্ব নামক লিপিবদ্ধ চারিটী বেদই অর্জ্জিত ও অভিজ্ঞতামূলক। উহা কাহারও পুথিগত বিদ্যা বা গিলিত চর্ব্বণ নহে। কর্ম্ম দ্বারা অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিলে যেরূপ অভিজ্ঞ বা বেদজ্ঞ হওয়া সম্ভব, কেবল পুস্তক পাঠ করিলে সেরূপ হয় না। চর্ব্বিত চর্ব্বণ করিলে উহা সীমাবদ্ধই থাকিয়া যায়।

লিপিবদ্ধ কোন বেদই যে একজন প্রকৃতি সাধকের উক্তি নহে, লিপিবদ্ধ প্রত্যেক বেদই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। লিপিবদ্ধ প্রত্যেক বেদে বিভিন্ন মন্ত্রের অভিজ্ঞ ঋষি পৃথক্

পৃথক্ উল্লেখ থাকায় ঐগুলিকে সঙ্কলিত গ্রন্থ বলা অমূলক হইবে না। সাম, ঋক্, যজুঃ ও অথর্ব নামক লিপিবদ্ধ গ্রন্থগুলি যদি বেদ নামের যোগ্য হয়, তাহা হইলে অভিজ্ঞতামূলক সমস্ত লিপিই বেদ নামের যোগ্য হইতে বাধ্য। আবার শিক্ষিত ও অশিক্ষিত প্রত্যেকেরই গবেষণা করিবার মৌলিক অধিকার থাকায় লিপিবদ্ধ গ্রন্থের ন্যায় নিরক্ষরের মৌখিক অভিজ্ঞতা-মূলক বাক্যও বেদ নামের যোগ্য হইয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদ নামক কোন গ্রন্থ নাই। যে কোন ভাষাতেই হউক আয়ু বিষয়ে অভিজ্ঞতামূলক লিপিবদ্ধ বা মৌখিক সমস্ত বাক্যই আয়ুর্ব্বেদ নামের যোগ্য। মঙ্গল দায়ক সমস্ত অথর্ব্ববেদ হইলে আয়ু সম্বন্ধে মঙ্গল দায়ক সমস্ত বাক্যকে আয়ুর্ব্বেদ নামে অভিহিত করা অমূলক নহে। অশান্তির তাড়নায় সতত শান্তি-লিপ্সু মানবের দুঃখে ব্যথিত অনুসন্ধিৎসু আজ আয়ুর মঙ্গল কামনায় বহু আয়াসসাধ্য মঙ্গলময় অথর্ব্ববেদের গবেষণা করিতে প্রয়াসী।

অভিজ্ঞতামূলক বাক্য বা বেদ নিত্য ও সত্য। অভিজ্ঞতা মিথ্যা হইতে পারে না। বিষ পানে জীবের মৃত্যু যেরূপ অভিজ্ঞতামূলক সত্য, মৃতপ্রায় ব্যক্তি বিষ পান দ্বারা মৃত্যুর করাল কবল হইতে মুক্ত হইয়া স্বাস্থ্যবান্ হওয়াও যে সেইরূপ অভিজ্ঞতামূলক সত্য, জানে তাহা প্রত্যক্ষদর্শী।

ভাবের আদানপ্রদানশীল শান্তি জিজ্ঞাসু অনুসন্ধিৎসুই কেবল বেদজ্ঞ হইবার যোগ্য। অশান্তি উপস্থিত না হইলে কেহ কখনও শান্তি জিজ্ঞাসু হয় না। অশান্তিই শান্তি জিজ্ঞাসার একমাত্র কারণ।

অশান্তিতে উৎপীড়িত জীব সততই শান্তির সন্ধান করে। কারণ ভিন্ন কার্য্য হয় না। অশান্তি বিনা কারণে জন্মে না।

শান্তি অনুসন্ধিৎসুর পক্ষে সর্ব্বাগ্রে অশান্তির কারণ অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। কারণ নষ্ট হইলে কার্য্য আর থাকে না।।

অশান্তিই রোগ। রোগের কারণ বিনষ্ট করিতে হইলে উহার আশ্রয় স্থান অনুসন্ধান করা উচিত। বৃক্ষের নিকটে উপস্থিত হইতে না পারিলে যেরূপ উহার সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর রূপে দর্শন যোগ্য হয় না, রোগের আশ্রয় স্থানে উপস্থিত হইতে অসমর্থ হইলে সেইরূপ রোগ নিরূপণ হইতে পারে না।

সূক্ষ্ম হইতে স্থূলের সন্ধান অপেক্ষা স্থূল হইতে সূক্ষ্মের সন্ধান সহজ। অনুসন্ধান করিলে রোগের স্থূল লক্ষণ হইতে উহার সূক্ষ্ম কারণের সন্ধান মিলিতে পারে।

দেহ ও মনের উপরই কেবল রোগের প্রভাব। দেহ ও মনই উহার একমাত্র আশ্রয় স্থান। রোগ দেহ ও মনের একমাত্র শত্রু। উহার আক্রমণে দেহ ও মনের ভাবান্তর উপস্থিত হওয়া অনিবার্য্য।

বিনা কারণে কেহ কখনও শত্রুতা করে না। শত্রুতার কারণ উপস্থিত হইলেই রোগ দেহ ও মনকে আক্রমণ করে। দেহ, মন ও রোগের উৎপত্তি বিষয়ে গবেষণা করিলে উহাদের বিরোধের কারণ নিশ্চই অবগত হওয়া সম্ভব। রোগ শত্রুতা করিলেও দেহ ও মন রোগের সহিত শত্রুতা করে না। উহারা ব্যথিত হইয়াও উহাকে সাদরে আলিঙ্গন করে।

জীবের আশ্রয় স্থান পৃথিবী। আধার ভিন্ন যেরূপ আধেয় থাকিতে পারে না, পৃথিবী না থাকিলে সেইরূপ দেহ ও মনের অস্তিত্ব থাকে না। দেহ, মন ও রোগের বিষয় সবিশেষ আলোচনা করিতে হইলে সৃষ্টি রহস্য উদ্‌ঘাটন করা প্রয়োজন।

বেদ গবেষণা

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রলয়-সূচনা

জন্ম যেরূপ মৃত্যুকে সূচনা করে, সৃষ্টি সেইরূপ প্রলয় সূচনা করিয়া থাকে। জানি না কেন সৃষ্টির কথা মনে হইলে প্রলয়ের কথা মনে হয়। সৃষ্টি না থাকিলে যেরূপ প্রলয় হইতে পারে না, প্রলয় না থাকিলেও সেইরূপ সৃষ্টির সূচনা হয় না। সত্যই হউক, আর মিথ্যাই হউক প্রকাশ্য কর্ম্ম দেখিয়া কারণের অনুমান করা যাইতে পারে।

অনুমান যেমন মিথ্যা, তেমনই সত্য হইতে দেখা যায়। আলোই সৃষ্টির আদি কারণ। আলোর অভাবে আঁধারের উৎপত্তি অনিবার্য্য। যে কখনও আলো দেখে নাই, তাহার আঁধারের জ্ঞান হওয়া অসম্ভব। আলোই আঁধারের জ্ঞান-দাতা। আঁধার দেখিলে স্বতঃই যেরূপ আলোর বিষয় স্মরণে উদিত হয়, আলোও সেইরূপ আঁধারের বিষয় স্মরণ করাইয়া থাকে। আলো ও আঁধারে এতই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে, উহাদের একটীকে স্বীকার করিলে অপরটীকেও স্বীকার করিতে বাধ্য করে।

"হাঁ"র বিপরীত যখন "না", তখন সৃষ্টির বিপরীত "প্রলয়" বা কিছুই ছিল না প্রমাণিত হয়। সৃষ্টির পূর্ব্বে যখন কিছুই ছিল না, তখন আলোর বিপরীত আঁধারের অনুমান বোধ হয় অমূলক হইবে না।

আঁধারে তেজ

তেজের তেজ বর্দ্ধিত হইলে যেরূপ আলোর সূচনা হয়, তেজ কমিয়া গেলে সেইরূপ আঁধারের প্রাদুর্ভাব ঘটে। দীপ্তিমান তেজই অগ্নি। অগ্নির যেরূপ দাহিকা শক্তি আছে, আঁধারেও সেইরূপ দাহিকা শক্তির প্রমাণ পাওয়া যায়।

না পুড়িলে কয়লা হয় না। আগুনে পুড়িয়া কাঠ যেরূপ কয়লায় পরিণত হয়, মাটির নিম্নে বা আঁধারে থাকিয়াও কাঠকে সেইরূপ কয়লায় পরিণত হইতে দেখা যায়। আঁধারে উৎপন্ন কয়লা পাথুরিয়া কয়লা নামে পরিচিত।

পাথুরিয়া কয়লা ও অগ্নিদগ্ধ কয়লার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত আলো ও আঁধারে একই তেজ প্রমাণ করে। সমশক্তি ধারণ করিয়াও আলো ও আঁধার দুইটী বিরুদ্ধ ভাবের ভাবুক। যদিও উহারা একই স্থান হইতে উৎপন্ন, তথাপি একই সময়ে উভয়ে প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হয় না।

আলো আঁধারের শত্রু। আঁধারকে বিনাশ করাই আলোর ধর্ম্ম। আঁধার কিন্তু আলোকে বিনাশ করে না। উহার প্রভাব বক্ষে ধারণ করিয়া উহাকে বরং দীপ্তিশীলই করে।

আঁধার না থাকিলে আলোর প্রয়োজন হয় না। আঁধারের বক্ষে আলো যেরূপ দীপ্তিমান, আলোকে আলো সেরূপ নহে। একমাত্র আঁধারই আলোর মহিমা প্রচার করিতে সমর্থ।

শক্তি মাহাত্ম্য

গুণের অপর নাম শক্তি। শক্তির অভাব হয় না। কালের মাতা বা কারণ অনাদি ও অনন্ত একই শক্তি দুই ভাব ধারণ করে। কালের মাতা হইয়াও চেতনা ও অচেতনা ভাব দুইটী কালের অধীন। বদ্ধজল অন্ধকার স্থানে অধিক সময় থাকিয়া যেরূপ রঞ্জিত ও তেজস্বী হয়, এক আদ্যা অচেতনাও সেইরূপ আঁধারের প্রভাবে তেজস্বিনী ও সচেতনা হইয়া থাকে। আদ্যা অচেতনা যেরূপ রসের আধার, দ্বিতীয়া চেতনা সেইরূপ তেজের আশ্রয়। চেতনা সৃষ্টিকারিণী এবং অচেতনা প্রলয়ের অধিষ্ঠাত্রী।

আদ্যার স্বভাব অতি মধুর। ত্যাগ উহার ধর্ম্ম। শত অত্যাচারেও সে শত্রুর প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করে না। দ্বিতীয়া চেতনার স্বভাব অতি তীব্র। জিঘাংসাই তাহার ধর্ম্ম। আধেয় আধারের গুণই ধারণ করিয়া থাকে। চেতনা অচেতনার চিরশত্রু। সে দূরে থাকিয়া শত্রুর উপর শক্তি বিস্তার করিতে যেরূপ সমর্থ, নিকটে সেরূপ নহে।

শক্তিতে শক্তি আছে। শক্তির শক্তি প্রচারের শক্তি নাই। শক্তি জড় বা নিষ্ক্রিয়। শক্তির দুই ভাবে আসক্ত শাক্তই

কেবল শক্তির শক্তি প্রচারে সমর্থ। শক্তি অযোনিসম্ভবা ও নিত্যা। অনাদি, অনন্ত, নিত্য ও নির্গুণ বায়ুই যে কেবল এই শক্তি দুইটীতে আসক্ত হইয়া শক্তির শক্তি প্রচার করে; তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ অগ্নি ও জল। বায়ুহীন স্থানে অগ্নি প্রজ্বলিত হয় না। প্রজ্বলিত অগ্নিকে বায়ুহীন স্থানে রাখিলে উহা যেরূপ নির্ব্বাপিত হইতে বাধ্য, জলও সেইরূপ বায়ুহীন স্থানে অচল ও নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকে। বায়ুকে আশ্রয় করিয়াই জল বাষ্পাকারে ঊর্দ্ধে গমন করে এবং বায়ুর প্রবাহেই উহা নিম্নগামী হইয়া স্থানান্তরে নীত হয়।

বায়ুকে চেতনা দানের একমাত্র কারণ তেজ বা চেতনা। বায়ু শান্তিপ্রিয়। তীব্র তেজের চেতনা তাহার নিকট যে রূপ অশান্তিকর, মধুর স্বভাব রসের অচেতনা সেইরূপ শান্তিপ্রদ। অচেতনা শান্তির আশ্রয় লাভ করিলে শান্তিপ্রিয় বায়ু মহাত্যাগী হয়। আত্মার ভাবরসে নিমজ্জিত হইলে তাহার আর চেতনা থাকে না।

বায়ুর অভাবে তেজের তেজ নিষ্ক্রিয় বা অন্ধ হইতে বাধ্য। বায়ু চেতনাকে ত্যাগ করিলেও চেতনা বায়ুকে ত্যাগ করিতে পারে না। সতী যেরূপ পতির সঙ্গ বা আশ্রয় ত্যাগ করে না, চেতনাও সেইরূপ বায়ুর সঙ্গ ত্যাগ না করিয়া সপত্নী আত্মার পার্শ্বে পতির অনুগমন করিতে পশ্চাৎপদ হয় নাই। অন্ধ হইয়াও তেজ সচেতন। চেতনার নিদ্রা নাই। সপত্নী আত্মার পার্শ্বে তমসারূপিণী সে আজ পতি-আরাধনায় নিযুক্তা হইয়াছে।

যাহাতে যাহা নাই, তাহা হইতে তাহার উৎপত্তি অসম্ভব। অচেতনার চৈতন্য ভাব দেখিলে প্রলয়ে অচেতনাতে চেতনার অনাদি অবস্থান স্বীকার করা অমূলক হইবে না। চেতনা অচেতনাতে অনাদি ও অনন্ত কাল বিদ্যমান থাকায় আত্মা অচেতনার চেতন ও অচেতন দুই ভাবই সম্ভব হইতে পারে।

রসে তেজ

তেজে রূপ আছে। তেজের রূপ নাই। রস রূপহীন। নিরাকারই নিরাকারের আধার হইবার যোগ্য। রূপহীন রস যে সত্য সত্যই রূপের আধার নিরাকার তেজকে ধারণ করে, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ শব্দ। শব্দে রস আছে। শৃঙ্গার, বীর, করুণ, অদ্ভুত, হাস্য, ভয়ানক, বীভৎস, রৌদ্র ও শান্ত প্রভৃতি নয়টী রস শব্দের আশ্রয়। নবরসই তেজঃপূর্ণ। শব্দে হাসায়, শব্দে কাঁদায়; আবার শব্দই নিস্তেজকে সতেজ ও সতেজকে নিস্তেজ করিয়া থাকে। রস ও তেজ নিরাকার বলিয়াই শব্দ নিরাকার। রূপের আধার তেজকে ধারণ করায় শব্দ নিরাকার হইয়াও রূপের কল্পনা করিতে সমর্থ। হাসি, কান্না, সতেজ ও নিস্তেজ যেরূপ শব্দে রস ও তেজের প্রমাণ দিয়া থাকে, সেইরূপ রূপের কল্পনা করিতে সমর্থ হওয়ায় শব্দে রূপের অস্তিত্ব স্বীকার করা যাইতে পারে। একমাত্র বায়ুই শব্দ-কারক। নিরাকার শব্দ-রসে রূপ তেজ ও বায়ুর অবস্থান স্বীকার করিলে আদিরসে বায়ু ও তেজের অবস্থান স্বীকার করিতে বাধ্য।

প্রলয় আঁধার

আদিরস অতি মধুর। এরূপ কোন ভাব নাই যাহা মধুর ভাবে বিগলিত হয় না। অতি নিষ্ঠুরকেও মধুর ভাবে বিগলিত হইতে দেখা যায়। চিরশত্রু তেজ অতি নিষ্ঠুর হইলেও আত্মার আদিরসে স্নান করিয়া মধুর ভাবে বিভোর হইয়াছে। তেজ আজ হীনতেজ। তেজের তেজ বর্দ্ধিত হইলে উহা যেরূপ আলো দান করে, হীনতেজ তেজ সেইরূপ অন্ধকার সূচনা করিয়া সকলকে অন্ধ করে।

অচেতনা আত্মার ক্রোড়ে মহারসিক বায়ু মধুর ভাবে মহানিদ্রায় বিভোর বা নিষ্ক্রিয়। প্রেমিক প্রেমিকার গাঢ় আলিঙ্গনে প্রেমরস ক্রমেই গাঢ় হইয়া চলিল। রস গাঢ় হইলেই পঙ্গু হয়। সকলেই আজ কর্ম্মহীন, মহাত্যাগী।

কর্ম্মের প্রেরণা ছিল চেতনার নিকটে। সে আজ অন্ধ। এখানে কর্ম্মের প্রেরণা নাই। আছে মাত্র ত্যাগ। বায়ু আজ ত্যাগ ধর্ম্মে দীক্ষিত। কর্ম্ম তাহাকে ত্যাগ করিয়াছে। শক্তি ও শাক্তের কর্ম্মত্যাগই প্রলয়। প্রলয়ে শত্রু ও মিত্রের একত্র-বাস এবং শক্তি ও শাক্তের মধুর মিলনে এক মধুর রস মধুর ভাব ও মহাশান্তির প্রভাব ঘটে। অচেতনার আশ্রয়ে অন্ধ তেজ আজ তমসার আধার। সে স্থানে আর কিছু নাই; আছে মাত্র মহাশান্তির শান্ত ভাব ও শান্তির প্রহরী অশান্তি চেতনা তমসারূপিণী।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সৃষ্টির সূচনা

প্রলয়ে যখন কিছুই ছিল না, তখনও আমি, তুমি, সে ছিল ; সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, ছিল ; বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ ও ইন্দ্রিয় সমূহ ছিল ; আকাশ, বাতাস, আগুন, জল ও মাটি ছিল ; ছিল না প্রকাশ, সকলই নিরাকার, ভাব-রসে নিমজ্জিত, মহানিদ্রায় অভিভূত, আত্মহারা ও অচেতন। সৃষ্টির আলো কে কখন জ্বালিল কেহ তাহা দেখে নাই, শুনে নাই বা জানে না। যে যতই সৃষ্টির আলো জ্বালুক না কেন, সকলই মিথ্যা। সত্য মাত্র অনুমান। জানে যদি তমসা জানিলেও জানিতে পারে। আলো আঁধারকে বিনষ্ট করিলেও একমাত্র আঁধারই যখন বক্ষে ধারণ করিয়া আলোর মহিমা প্রচার করে, তখন আঁধারের প্রকাশ্য কর্ম্ম সমূহই বোধ হয় অন্তরে রহস্যময়ী সৃষ্টির আলোকমালা প্রজ্বলিত করিতে সমর্থ হইবে।

প্রলয়ে প্রহরী ছিল অশান্তি তমসা একাই চেতনা। আঁধার অতি খল। শত্রু কখনও মিত্র হয় না। খলের অন্তরে বাহিরে দুই ভাব। বাহিরে শীত ও অন্তরে তাপের সৃষ্টি করা আঁধারের প্রকৃতি। আলো আঁধারের শত্রু হইলেও অতি প্রিয়। আগুনই কেবল আঁধারকে আলোকিত করিতে সমর্থ। তামসী

আত্মার আদি রসই আগুন জ্বালিবার একমাত্র স্থান। তমসা প্রতি দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া গোপনে আদ্যার হৃদয়ে আগুন জ্বালিবার সুযোগ খুঁজিতেছিল। আঁধারে যখন তেজের প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তখন সে আগুন জ্বালিলেও জ্বালিতে পারে। অগ্নি তেজের স্থূল ভাব। স্থূলের আশ্রয় না পাইলে স্থূল কখনও আত্ম-প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না বলিয়াই আজও শান্তির হৃদয়ে অশান্তির আগুন প্রজ্বলিত হয় নাই। আগুন জ্বালিতে যাহা কিছু প্রয়োজন, অশান্তি তমসা আজ তাহারই আয়োজনে নিযুক্ত হইয়াছে।

মেঘের আরম্ভে ও রাত্রিকালে জলে তাপের আধিক্যই আঁধারে পার্থিব উত্তাপের প্রত্যক্ষ প্রমাণ। পার্থিব উত্তাপ বর্দ্ধিত না হইলে জলে তাপের আধিক্য যেমন অসম্ভব, ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরি হইতে অগ্নি উদ্গীরণও তেমনই অসম্ভব। মেঘের আড়ম্বর ও শীতের অত্যধিক প্রভাবে যদি ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরির অগ্নি উদ্গীরণ সম্ভব হয়, তাহা হইলে তমসার পক্ষে শান্তির বক্ষে সৃষ্টির আগুন প্রজ্বলিত করা অসম্ভব হইবে না।

স্থূল বলিতে কিছুই নাই, আছে মাত্র ভাব। ভাবই ভাবুকের একমাত্র স্থান। ভাবে রস আছে। রস এক। ভাবুকই কেবল উহার সন্ধান পাইবার যোগ্য। রসের শক্তি না থাকিলেও রসে অচেতনা শক্তি বিদ্যমান। অচেতনা কখনও রসত্যাগ করে না। সে রসে থাকিয়াই রসের একমাত্র আশ্রয়

বা আধার হয়। রসই রসময়ী আদ্যার হৃদয়। এই রসময় ভাব রাজ্যই ভাবুককে স্থূলের সন্ধান দান করে।

সাকারের নিরাকার সম্ভব হইলে নিরাকারও সাকারে পরিণত হইতে বাধ্য। বীজে বৃক্ষ নিরাকার হইয়াও অনুসন্ধিৎসুর নিকট সাকার। কেবল সত্ত্বা নহে—বীজে বৃক্ষ থাকে বলিয়াই বীজ হইতে বৃক্ষের উৎপত্তি বা প্রকাশ সম্ভব হয়। বীজে বৃক্ষ না থাকিলে যেরূপ বীজ নামের সার্থকতা থাকে না, নিরাকারের সাকার সম্ভাবনা না থাকিলে সেইরূপ নিরাকার শব্দের সার্থকতা নষ্ট হয়।

'ছিল' শব্দ না থাকিলে 'নাই' শব্দের উৎপত্তি অসম্ভব। মূল, কাণ্ড, পত্র ও পুষ্প সমন্বিত বৃক্ষ যে মায়ার কোমল আবরণে কিরূপে লুকাইয়া থাকে, জানে তাহা অনুসন্ধিৎসু। রসময়ী মাটির সঙ্গ লাভ করিয়া মাটির আশ্রিত তেজ ও রসের ক্রিয়া কৌশলে নিরাকার বৃক্ষ যেরূপ সাকারে পরিণত হয়, প্রেমের কোমল আবরণে ঢাকা চেতনা সঙ্গিনী অচেতনা আদ্যার আশ্রয়ে অবস্থান করায় রস ও তেজের ক্রিয়া কৌশলে রসময় ভাব রাজ্যও সেইরূপ স্থূল ভাব ধারণ করিতে চলিয়াছে।

রস নাতিশীতল। অন্ধ তেজের সঙ্গ লাভ করিলে উহা যে অধিকতর শীতল হইয়া শীতের প্রাধান্য উপস্থিত করে, জলে মৃদু ক্ষার সংযোগ করিলে তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়। রস জলীয়। প্রলয়ে রসের সঙ্গী অন্ধ তেজ শীতের প্রাধান্য উপস্থিত করিয়াছে। শীতের প্রাধান্য উপস্থিত হইলে রস

শুষ্ক ও দৃঢ় হয়। শীতে শুষ্ক ও দৃঢ়কারিণী শক্তি এবং গরমে রসের দ্রবকারিণী শক্তি যে কিরূপ বিদ্যমান, শীত ও গরমকালে স্থূল বস্তু সমূহই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

স্থূল জগতে স্থূল ভাবে অম্ল, মধুর ও লবণরস প্রধান দ্রব্য সমূহ গরমে আর্দ্র এবং শীতে শুষ্ক ও দৃঢ় হইতে দেখা যায়। বিভিন্ন দ্রব্যে পৃথক পৃথক রসের প্রাধান্য উপলব্ধি হইলেও প্রত্যেক দ্রব্যে ষড় রসের প্রভাব বিদ্যমান থাকায় (প্রতি রসে সর্ব্ব রসের প্রভাব) সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে সমস্তই ঐ সকল কালে শুষ্ক, দৃঢ় ও আর্দ্র বা রসবহুল হইতে বাধ্য। আর্দ্র বা রসবহুল দ্রব্য সমূহ শীতে শুষ্ক ও দৃঢ় এবং গরমে শুষ্ক দ্রব্যে রসের প্রাধান্য দৃষ্টিগোচর হওয়ায় অনুসন্ধিৎসুর গবেষণা সত্য।

চেতনা একাকিনী। পতি বিহনে সতীর হৃদয়-মন্দির অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। আর কতদিন সে আঁধারে থাকিতে পারে? পতি যেরূপ সতীর হৃদয়মন্দির আলোকিত করিতে সমর্থ, সেরূপটী আর কিছুতেই হয় না। চেতনা কত আলিঙ্গন দিল, কত ডাকিল, সকলই বিফল। মহানিদ্রায় অভিভূত আত্ম-হারা অচেতন বায়ুর সে ঘোর ঘুমের নেশা কাটিল না। অশান্তি তমসার প্রাণে মহা অশান্তি উপস্থিত। সে আশা ত্যাগ করে নাই। অভাব আশাকে উৎসাহ দিয়া থাকে। অশান্তি বুঝিয়াছে জল উত্তপ্ত না হইলে বাষ্পের উৎপত্তি যেরূপ অসম্ভব আদ্যার হৃদয়ে তাপের সৃষ্টি না হইলে বায়ুর জাগরণও সেইরূপ অসম্ভব।

আঁধার ভিন্ন পার্থিব উত্তাপ বর্দ্ধিত হয় না। উহার প্রভাব যত অধিক হয়, পার্থিব উত্তাপও ততই বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ক্রুদ্ধা তমসা ক্রমেই গম্ভীরা। তমসারূপিণী চেতনার প্রভাবে বাহিরে যেরূপ শীত, আদ্যার হৃদয়-রসে সেইরূপ রসের সঙ্গী অন্ধতেজের তেজ ক্রমেই বর্দ্ধিত হইয়া চলিল।

আঁধারে তেজের প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। অন্তরে তাপ সৃষ্টি করাই উহার ধর্ম্ম। রসরাজ্যে রসের সঙ্গী অন্ধতেজ তমসার প্রভাবে ক্রমেই তেজস্বী হইয়া চলিল। গরমে স্থূল বস্তু সমূহ যেরূপ রস-বহুল বা আর্দ্র হয়, তেজস্বী অন্ধতেজের তাপও সেইরূপ আদ্যার হৃদয় বা ভাবরসকে আর্দ্র বা রস-বহুল করিতে ক্রটী করে নাই। আদ্যা অচেতনার প্রেমের বন্ধন ক্রমেই শিথিলভাব ধারণ করিল। মহা প্রেমিক বায়ু প্রেমিকার প্রেমের বন্ধন শিথিল উপলব্ধি করায় রসরাজ্যে মহাকাশের সূচনা হইয়াছে।

জ্ঞান, অহঙ্কার, মন ও পঞ্চতন্মাত্রের বিকাশ।

অভাবই জ্ঞানের গুরু। অভাবের অনুভূতি উপস্থিত না হইলে জ্ঞানের বিকাশ অসম্ভব। তমসারূপিণী চেতনা আত্মার হৃদয়ে প্রেমের অভাব সৃষ্টি করিয়াছে। জ্ঞানদাত্রী চেতনার প্রভাবে প্রেমের শিথিল বন্ধন অনুভব করিয়াও শীতে রুক্ষ বায়ু স্বপ্ন দ্রষ্টার ন্যায় অচেতন। জ্ঞানমাত্র উপস্থিত। বায়ু জ্ঞানবান হইয়াও তখন অজ্ঞ। সে জ্ঞানের বিকাশ নাই।

কাজল-ঘন ঘোরা-তমসার প্রভাবে প্রেমের বন্ধন যতই শিথিল, অভাবগ্রস্ত শান্তিপ্রিয় বায়ু ততই একা 'আমি' জ্ঞানসম্পন্ন হইয়া অসহায় উপলব্ধি করিল।

অভাবের তাড়নায় মনের উৎপত্তি হয়। অভাব না থাকিলে মনের বা মনন করিবার প্রয়োজন হয় না। এই মনই অভাবগ্রস্ত অসহায় একা "আমি" জ্ঞান সম্পন্ন বায়ুকে আমার ভাবে প্রবুদ্ধ করে। মন অতি চঞ্চল। উহার চাঞ্চল্যের এক-মাত্র কারণ অভাব। অভাবের তাড়নায় চঞ্চল মনসম্পন্ন বায়ুর চাঞ্চল্যে সতেজ ভাবরস বহুভাবে বহুভাগে বিভক্ত হইতে বাধ্য হইয়াছে।

বিভাগ মনের কল্পনা মাত্র। মনের আশারূপ কল্পনামাত্র হইতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ প্রভৃতি পঞ্চ তন্মাত্রের সৃষ্টি হয়। কেবল জ্ঞানগম্য উহারা পরিমাপহীন ও অব্যক্ত। আধার ভিন্ন আধেয় থাকিতে পারে না। বীজে বৃক্ষই আধেয় বস্তুর মধ্যে আধারের প্রমাণ দিয়াছে। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ প্রভৃতি তন্মাত্রগুলি স্থূলভাব ধারণ করিলে আকাশ, বাতাস, তেজ, জল ও মাটিতে পরিবর্ত্তিত হইয়া ক্রমান্বয়ে উহাদের আধার হইয়া থাকে। পরমাত্মমনের কল্পনা স্থূলের সূচনা আরম্ভ করিয়াছে।

আদি চন্দ্র

তেজ ধারণে সমর্থ এক রসই কেবল রূপবান হইবার যোগ্য। তেজের রূপ না থাকিলেও তেজে রূপ থাকায় রূপবান

করিবার শক্তি উহার অশেষ। এক রসই সমস্ত বা রসে সমস্তের অস্তিত্ব স্বীকার করায় সমস্তই রসের রূপান্তর হইতে বাধ্য। সাকার ও নিরাকার সমস্তই রস। রূপের আধার তেজকে ধারণ করিয়াই যে রস রূপবান হয়, যে কোন ক্ষার রস মুখে ধারণ করিলে তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়। রূপবান রসই জল। রস হইতে উৎপন্ন দ্রব্যই রসের আধার হইবার যোগ্য।

দ্রব্য কখনও নিঃশেষে রসত্যাগ করে না বা ত্যাগ করিতে পারে না। যাহাতে যাহা নাই, তাহা হইতে তাহার উৎপত্তি অসম্ভব। রসে সকলের অস্তিত্ব ছিল বলিয়াই রূপবান রস বা জল হইতে সকলের উৎপত্তি সম্ভব। রস জলীয় হওয়ায় অনন্ত ভাবরসের স্থূলভাব অনন্ত জলরাশির সূচনা সম্ভব হইয়াছে। জল যেরূপ মাটির আধার মাটীও সেইরূপ জলের আধার। উহারা কেহ কাহাকেও নিঃশেষে ত্যাগ করে না। যত প্রকারেই পরিষ্কার করা হউক না কেন, জলে মাটি থাকিবেই। অনেকে বলিতে পারে পরিস্রুত জল বা মদ্যে মাটি থাকে না। অনুসন্ধিৎসু কিন্তু উহার তলায়ও তলানি জমিতে দেখিয়াছে। ঐ তলানি মাটি ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। মাটি ভার বস্তু। রস দ্রব বা জলে পরিণত হইলে তেজের প্রভাবে মাটি নিম্নগামী হইয়া যে জলের আধার হয়, উত্তপ্ত অপরিস্কৃত জলই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

রস রূপবান বা জলে পরিণত হইলে তেজ মাটির আশ্রয়

গ্রহণ করিয়া জলের তাপ রক্ষা করে। সতেজ রসালা মাটি ক্রমেই দৃঢ় ও পুষ্ট হইয়া চলিল। তেজে দীপ্তি থাকিলেও তেজের দীপ্তি নাই। দ্রব্যের আশ্রয় লাভ করিয়া উহা দ্রব্যকে দীপ্তিশীল করিয়া তুলে।

দীপ্তিমান সমস্তই তৈজস। পারদ, গন্ধক, স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, অভ্র, সীসক, বঙ্গ, ক্ষার, তৈল ও মণিমুক্তাদি দীপ্তিশীল হওয়ায় উহারা তৈজস নামের যোগ্য। আত্মার রূপবান প্রেম-রসে তেজের অত্যধিক প্রভাবই তৈজস পদার্থের সূচনা করে। রূপবান দ্রব্যসমূহের মধ্যে জলই আদি দ্রব্য। সতেজ রূপবান রস বা জল তেজের অত্যধিক প্রভাবে তৈজস পদার্থে পরিণত হইতে বাধ্য। তেজের তারতম্যের অনুপাতে এক দুগ্ধ যেরূপ দধি, ক্ষীর, সর, ছানা, মাখন ও ঘৃত প্রভৃতি দ্রব্যে পরিবর্ত্তিত হয়, জল-নিম্নস্থ মাটির আশ্রিত পঙ্গু রসও সেইরূপ তেজের তারতম্যে বহুরূপী বিবিধ তৈজস পদার্থে পরিবর্ত্তিত হইয়া চলিয়াছে।

পারদই আদি ধাতু। উহাকে রসরাজ বলা হয়। স্বর্ণ প্রভৃতি কতকগুলি তৈজস পদার্থের সহিত উহার এতই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে উহারা সহজেই মিলিত হইতে সমর্থ। পরস্পরের সহজ মিলন প্রত্যক্ষ হওয়ায় উহাদিগকে পারদের রূপান্তর অনুমান করা অমূলক নহে। দীপ্তিশীল তৈজস পদার্থ সমস্তই চন্দ্র বাচক। চন্দ্র জলজ।

রসালা ও তেজস্বিনী মাটি জলে থাকিয়া জলেই পুষ্ট।

পুষ্টিশীল মাটির গর্ভে তৈজস পদার্থসমূহ ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হওয়ায় অনন্ত জলরাশির মধ্য হইতে একটী দৃঢ় ডিম্বাকার ভূখণ্ড গাত্রোত্থান করে। জল হইতে উত্থিত ও জলবেষ্টিত অণ্ডাকার এই বিশাল ভুখণ্ড অব্জ বা চন্দ্রদ্বীপ নামে পরিচিত। চন্দ্রদ্বীপ বহু তৈজস পদার্থের খনি। এই চন্দ্রদ্বীপই আদিচন্দ্র। এস্থানে আঁধারের প্রভাবে তেজ, জল ও মাটির বহুবিধ সংযোগ বিয়োগ সংঘটিত হয় বলিয়াই বিবিধ তৈজস পদার্থের সূচনা সম্ভব হয়।

স্বপ্নদ্রষ্টার ন্যায় অর্দ্ধনিদ্রিত বায়ুই জড় জগতের জনক। পঙ্গু রস ও অন্ধ তেজের ক্রিয়া কৌশলে উৎপন্ন এই ভূখণ্ড শক্তি দুইটীর একমাত্র নেতা বায়ুর কর্ম্মত্যাগে জড় হইতে বাধ্য হইয়াছে। জড় হইলেও দ্রব্যের আশ্রয় লাভ করিয়া চেতনা তমসা ক্রমেই আশান্বিতা।

ভগবান পরমাত্মার জাগরণ

"ভগ" শব্দ ঐশ্বর্য্য অর্থ প্রকাশ করে। শক্তি বা গুণই ঐশ্বর্য্য। যে গুণী বা ঐশ্বর্য্যবান্ সেই ভগবান পদবাচ্য। শক্তি শক্তিপ্রচারে শক্তিহীন বা জড়। একমাত্র বায়ুই উহার নেতা বা চালক ও পালক। শান্তা শীতলা অচেতনা আত্মার হৃদয় রসরাজ্য যেরূপ নাতিশীতল, দ্বিতীয়া উগ্রা চেতনার হৃদয় তেজ সেইরূপ অতি উষ্ণ।

বায়ু নির্গুণ। নির্গুণই গুণ ধারণের যোগ্য। নির্ম্মল

কাচপাত্রে যে কোন বর্ণের দ্রব্য রাখিলে উহা যেরূপ নির্লিপ্ত হইয়াও রক্ষিত দ্রব্যের বর্ণ ধারণ করিতে সমর্থ, নির্গুণ বায়ুও সেইরূপ সমস্ত গুণই ধারণ ও বহন করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। সে সুগন্ধ, দুর্গন্ধ, শীত ও উষ্ণ যাহাই ধারণ ও বহন করুক না কেন, তাহাকে কিছুতেই কলুষিত করিতে সমর্থ হয় না যখন যে গুণের প্রাধান্য উপস্থিত হয়, নির্ম্মল—নির্গুণ—অনন্ত বায়ু তখন সেই ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া তাহারই গুণ বা মহিমা প্রচার করিতে সমর্থ।

বায়ু শান্তিপ্রিয়। একমাত্র শান্তা শীতলা আদ্যাই তাহার শান্তিদায়িনী। শান্তি ও শীতপ্রিয় বায়ুর একমাত্র অবস্থান স্থান আদ্যা অচেতনার হৃদয় বা অনন্ত রসরাজ্য। পতিপ্রেমে মুগ্ধা দ্বিতীয়া চেতনাও তাহার ত্যাজ্যা নহে। পরিণয় সূত্রে আবদ্ধা উহারা উভয়েই শক্তিপতি বায়ুর প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী। এই অনন্ত বায়ুই উহাদের প্রাণ বা আত্মা। প্রাণপতি বায়ুর কর্ম্মত্যাগে উহারা উভয়েই প্রলয়ে নিষ্ক্রিয় ছিল। সে আজ আলস্য ত্যাগ করিয়াছে। আঁধারের প্রভাবে তেজস্বিনী চেতনা অচেতনার হৃদয় বা স্থূলরসে অশান্তির কারণ হইল,—কর্ত্তা নহে। কর্ম্মফলের আশায় ইচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া কর্ম্ম করিলে কর্ত্তৃত্ব আরোপিত হয়। ভাব প্রকাশের ছলে লেখনী ইচ্ছা এবং আশার ভাব প্রকাশ করিলেও উহাদের কাহারও কর্ম্মের ইচ্ছা বা আশা ছিল না। তীব্র মদ্য বা ক্ষারে জল মিশ্রিত হইলে উহারা যেরূপ উত্তপ্ত হইয়াও উত্তাপকারক বা কর্ত্তা হয় না,

চেতনা ও অচেতনা বা তেজ ও জল সেইরূপ কর্ত্তা হইতে পারে না। উহারা তাপের কারণ মাত্র। পঙ্গু ও অন্ধ যেরূপ মিলিত কর্ম্ম দ্বারা পর্ব্বত লঙ্ঘন করিতে সমর্থ, পঙ্গুরস এবং অন্ধতেজের মিলিত কর্ম্মও সেইরূপ অনন্ত সৃষ্টির কারণ মাত্র।

শীতল ও উষ্ণ গুণ দুইটী বিরুদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী। বিরুদ্ধ স্বভাব রস ও তেজের মিলনে আত্মা অচেতনার হৃদয়-চন্দ্র যেরূপ উত্তপ্ত, আত্মাও সেইরূপ তেজস্বিনী। রস-শয্যায় শায়িত মহানিদ্রায় অভিভূত বায়ু স্বপ্নে যাহা কল্পনা করিতেছিল, ক্রমে তাহা বাস্তবে পরিণত হইয়া চলিল। তীব্র স্বভাব তেজের প্রভাবে নির্গুণ অনন্ত বায়ু চেতনার অধীন হইয়া আজ ক্রমেই জাগরিত। তেজের তাপে উত্ত্যক্ত বায়ু উত্তপ্ত রসের সহিত বাষ্পাকারে উত্থিত হইয়াছে। যাহা হইতে যাহা উৎপন্ন হয় তাহা সেই গুণ সম্পন্ন হইলেও বায়ু কিন্তু নিষ্ক্রিয় বা জড় নহে। বিরুদ্ধ স্বভাব শীতল ও উষ্ণ গুণ দুইটী ধারণ করিয়া মহাশক্তি, মহাগুণী, ঐশ্বর্য্যবান বা ভগবান বায়ু সতত চলন ও চালনশীল। চলন ও চালনশীল কর্ম্মী বায়ু যোগবাহী। যখন যে গুণের প্রাধান্য উপস্থিত হয়, মহাশক্তি ভগবান বায়ু তখন সেই গুণই ধারণ ও বহন করিতে বাধ্য হয়।

অচেতনা ও চেতনা শক্তি দুইটীতে আসক্ত নিত্য, সত্য, নির্ম্মল ও অনন্ত বিরাট-পুরুষ এই বায়ুই যে একমাত্র ভগবান পরমাত্মা, উহার প্রকাশ্য কর্ম্ম সমূহই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। বায়ু অব্যক্ত হইলেও উহার কর্ম্ম সমূহ অব্যক্ত বা অপ্রকাশ

নহে। একমাত্র বায়ুর কর্ম্মপটুতাই ভাবরাজ্যকে স্থূলে পরিণত করিয়া থাকে। বায়ুই স্থূলের প্রাণ বা আত্মা। চলন ও চালনশীল এই কর্ম্মী বায়ু কর্ম্মত্যাগ করিলে সমস্তই অচল হইতে বাধ্য।

পরমাত্মার ব্রহ্মদর্শন

হৃদয়ের নিধি জাগিয়াছে। অশান্তি চেতনার সপত্নী-হিংসা-বিষে জর্জ্জরিতা অচেতনা আজ চৈতন্যময়ী। যে কখনও দুঃখ ভোগ করে নাই, সেই অজ্ঞ। জ্ঞানের জ্ঞান থাকে না। জ্ঞানের গুরু অশান্তির ভীষণ তাড়নায় বিজ্ঞ পরমাত্মা বায়ুই জ্ঞানের নেতা। বিরুদ্ধ স্বভাব রস ও তেজের মিলনেই পরমাত্মা বিজ্ঞ হইয়া থাকে। প্রিয়তমা শান্তির দুঃখে পরমাত্মা যেরূপ দুঃখিত, পরমাত্মা বায়ুর দুঃখে শান্তি আত্মাও সেইরূপ অশান্তি ভোগ করে।

অবস্থান ও উৎপত্তি স্থানকে যোনি বলে। যোনিই ব্রহ্ম। পরমাত্মা বায়ু কখনও শান্তি আত্মার আশ্রয় ত্যাগ করে না। আত্মা শান্তির প্রেমরসই মহারসিক বায়ুর একমাত্র অবস্থান স্থান। অশান্তির আশ্রয় তেজের তাড়নায় শান্তির আশ্রয় রস হইতে জাগরিত বা উত্থিত হওয়ায় অবস্থান ও উৎপত্তি-স্থান একমাত্র আত্মাই পরমাত্মা বায়ুর ব্রহ্ম। অনাদি হইয়াও আত্মার প্রেমরস হইতে আত্মপ্রকাশ করায় পরমাত্মা বায়ুকে যোনি সম্ভূত বলা অমূলক নহে।

বিস্ফোড়ক দ্রব্যের খনি রস-বিকার চন্দ্রের ধাতব লবণ, তৈল ও গন্ধক প্রভৃতি তৈজস পদার্থ তমসার তাপে বিগলিত ও মিলিত হইয়া ভীষণ উত্তপ্ত হইয়াছে। উত্তপ্ত রসশয্যায় শায়িত উত্ত্যক্ত বায়ু রসের সহিত বাষ্পাকারে গাত্রোত্থান করিয়া দেখিল—ব্রহ্মরূপিণী নির্ম্মলা আত্মা তমসার তেজে পুড়িয়া কাজল-ঘন কালীরূপে অবতীর্ণা। সে আজ চঞ্চলা; অশান্তির উৎপীড়নে তাহার আর সে শান্তভাব নাই।

হৃদয়ের নিধি মহারসিক বায়ুকে চঞ্চল গ্যাসের ধূমের মত কাল দেখিয়া শান্তি আত্মার হৃদয় শোকে ও ক্ষোভে না ফাটিলেও আজ শতচ্ছিদ্র প্রায়। সে ব্যথিতা হইয়াও বায়ুকে সান্ত্বনা দানে বিরত হইল না। পরমাত্মা বায়ুর জাগরণে কর্ম্মিষ্ঠা শান্তি ও অশান্তি বায়ুকে একাধিকারে লইবার জন্য তুমূল সংগ্রামের আয়োজনে নিযুক্তা হইয়াছে। উহাদের সে আয়োজন পরমাত্মা বায়ুকে ক্রমেই ক্ষুব্ধ ও উগ্র করিয়া তুলিল। বায়ুর উগ্রতার অনুপাতে শক্তি দুইটীও ক্রমেই উগ্রা। শক্তি দুইটিতে আসক্ত বায়ু উহাদের বিবাদ মীমাংসা করিতে নিযুক্ত হইল।

সূর্য্য

পতির জাগরণে সতীর প্রাণ নাচিয়া উঠিয়াছে। চেতনা তমসার আজ আনন্দের সীমা নাই। সপত্নী তামসীর বুকে আগুণ জ্বালিয়া সগুণ পরমাত্মা বায়ুর সহিত সতত রমণ করি-

বার মহাসুযোগ উপস্থিত। অন্তরায় একমাত্র জল। জলই আগুণের একমাত্র শত্রু। প্রেমরসের গাঢ় আলিঙ্গন শিথিল হইয়াছে। রসের সহিত বায়ুর বিচ্ছেদ সাধন করিতে পারিলেই তাহার বাসনা পূর্ণ হইতে পারে।

অন্তর্যামী ভগবান বায়ুর তাহা বুঝিতে বাকী রহিল না। চেতনা ও অচেতনার বিরুদ্ধ মনোভাব বা গুণে সগুণ বায়ু ক্রমেই উগ্র। অশান্তির কবলে শান্তিরসের অবশ্য বিনাশ বুঝিতে পারিয়া শান্তির উত্তপ্ত প্রেমরসের সহিত চিরসঙ্গিনী পতিপ্রাণা শান্তিকে লইয়া গ্যাসের ধূমের মত সগুণ বায়ু শান্তির শান্তি রক্ষায় ব্যস্ত।

রুক্ষস্বভাব চলন ও চালনশীল কর্ম্মী বায়ু ছিদ্র কারক। তেজের প্রভাবে ধূম্রাকার বায়ু চলনশীল হইবামাত্র আত্মার হৃদয়চন্দ্র শূন্যগর্ভ বা সছিদ্র হইল। শব্দের আধার শূন্যই তেজের প্রভা বিকাশের একমাত্র স্থান। স্থানের সন্ধান পাইয়া তেজস্বিনী চেতনার অন্তরে আজ মহা আনন্দ উপস্থিত।

বায়ু শব্দকারক। তেজের তেজ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রের শূন্যগর্ভে বায়ুর প্রবাহ ক্রমেই ভীষণতর হইয়া চলিল। আগ্নেয়গিরি হইতে অগ্নি উদ্গীরণের পূর্ব্বে যেরূপ ভূমিকম্প উপস্থিত হয়, আত্মার হৃদয়-চন্দ্রও সেইরূপ অবিরত কম্পমান হইয়াছে। শব্দকারক ভগবান বায়ুর ভীষণ প্রবাহে ক্রীঁ ক্রীঁ হ্রীঁ হ্রীঁ হুঁ হুঁ শব্দায়মান অনন্ত বিস্ফোড়ক দ্রব্যের খনি

বিরাট ভূখণ্ড চন্দ্রদ্বীপ আজ বিভীষিকাময় ভীষণ ওঁ শব্দের সহিত বিদীর্ণ হইয়া বহুধা বিক্ষিপ্ত হইল।

আজ আর শূন্যের অভাব নাই। অনন্ত আকাশ সৃষ্টি করিয়া আত্মার প্রেম-রসের সহিত অনন্ত অসীম বায়ু ধূম্রাকারে একাই তাহার অধীশ্বর। কালো গ্যাসের ধূমে আকাশ ভরিয়াছে। তেজের ভীষণ প্রভাবে চন্দ্রের জলরাশি বাষ্পাকারে বা ধূম্রাকারে অপসারিত হইতে আরম্ভ করিল। এ ধূমের শেষ নাই। অফুরন্ত সেই ধূমরাশির সহিত আত্মার হৃদয়চন্দ্র বা তৈজস পদার্থের খনি আদি চন্দ্র অগ্নি উদ্গীরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। রুদ্রদেব যেন রৌদ্রকে অগ্রে করিয়া আবির্ভূত আজ। অগ্নি সংযোগ করিলে চরকী বাজী যেরূপ একই স্থানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নিজেকে প্রদক্ষিণ করে, চন্দ্রদ্বীপও সেইরূপ অগ্নি উদ্গীরণ করিতে করিতে গতিশীল হইয়া সূর্য্য নামে অভিহিত হয়। গ্রহ-নক্ষত্র সমূহ সূর্য্য নামধারী এই চন্দ্রের বিক্ষিপ্ত অংশ ভিন্ন আর কিছুই নহে। উহাদিগকে প্রসব করিয়াই সূর্য্য বোধ হয় সবিতা নাম ধারণ করিয়াছে।

শান্তা শীতলা আত্মা আজ মূর্ত্তিমতী অশান্তি। পিপাসায় অস্থিরা করালবদনা যেন অনন্ত লোল-রসনা বিস্তার করিয়া শান্তিরসের সর্ব্বনাশ সাধনে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। শান্তিরাজ্য অশান্তির শাসনে শাসিত হওয়ায় সকলেই অশান্ত,—মহা অশান্তি উপস্থিত আজ।

জ্যোতির্ম্ময় চন্দ্র

তমসার মনের আঁধার ঘুচিয়াও ঘুচিল না। শান্তিপ্রিয় মহাপ্রেমিক বায়ু চিরসঙ্গিনী প্রেমিকা শান্তিকে ত্যাগ করিতে পারে নাই। অশান্তির উৎপীড়নে সে যখনই অশান্ত হয়, শান্তিদায়িনী অচেতনা তখন তাহার একমাত্র সহায়। প্রেম-রসের সহিত অচেতনা আত্মাকে লইয়া পরমাত্মা বায়ু নূতন রসরাজ্য গড়িয়াছে।

এ রাজ্যও সামান্য নহে। প্রশস্ত বিশাল ক্ষেত্র অবিষ্কার করিয়াও শান্তির শান্তিরক্ষা কঠিন হইয়াছে। প্রাণ-প্রতিম পতি অচেতনার প্রেমরসে মজিয়া থাকিলে তমসার মনের আঁধার ঘুচিবে না,—প্রজ্জ্বলিত আশার আলো মুহুর্ত্তেই নির্ব্বাপিত হইবে। তমসা তাহার সঙ্গ ত্যাগ করিল না।

রসই মহারসিক বায়ুর একমাত্র আশ্রয়। তমসা রসের সঙ্গ ত্যাগ করিতে পারে না। যেখানে রস সেইখানেই তমসা প্রহরী চেতনারূপিণী। তমসার তেজে তামসী যেরূপ রুষ্টা, পরমাত্মা বায়ুও সেইরূপ উগ্র। অশান্তির সঙ্গ ত্যাগ করিয়াও শান্তির শান্তি নাই। তমসার পশ্চাতে পিপাসাতুর অশান্তির আগুন রসের সন্ধানে ছুটিয়াছে,—তমসা নিশানা তাহার।

তমসার অন্তরে আশার আলো উপস্থিত। প্রভাকরের প্রভা তাহার আংশিক মনের আঁধার ঘুচাইল। শান্তি পুনরায় শান্তি হারাইতে বসিয়াছে। নূতন রসরাজ্য সূর্য্যের

প্রভা ধারণ করিয়া আজ জ্যোতির্ম্ময় চন্দ্রনামে অভিহিত হইল।

আলো, তাপ, শোষণ ও ধারণ যেরূপ সূর্য্যের প্রভাব, রসদানে তুষ্ট করা সেইরূপ চন্দ্রের শক্তি। নিষ্ঠুর প্রকৃতি সূর্য্যের প্রখর তাপে উত্তপ্ত হইয়াও অনন্ত সুধার আকর মহাত্যাগী সুধাকর সুধা বিতরণে বিমুখ হয় না। সূর্য্যের প্রভাবেই চন্দ্র প্রভাবশীল। চন্দ্রের উপর সূর্য্যের প্রভাব যত অধিক হয়, উত্তাপে বরফের ন্যায় রসরাজ ততই রস ত্যাগ করিয়া থাকে।

নির্ম্মল রসরাজ্যের অর্দ্ধাংশ হইতে তমসা অন্তর্হিতা। স্বচ্ছ কাচপত্রে প্রদীপ্ত অগ্নির ন্যায় নির্ম্মল রসরাজ্য আজ অশান্তির আগুন সূর্য্যের প্রভাব ধারণ করিয়া উত্তপ্ত ও জ্যোতির্ম্ময় হইয়াছে। জ্বালাময়ী অশান্তির তীব্র জ্বালায় জর্জ্জরিত শান্তির হৃদয় শোকে ও ক্ষোভে আজ চঞ্চল। অসহ্য সে তাপে প্রেমরসের দৃঢ় বন্ধন ক্রমেই শিথিল হইয়া চলিল। মহাপ্রেমিক বায়ু চিরসঙ্গিনী শান্তির অশান্তিতে মহা অশান্ত। রুষ্ট অরির ন্যায় সে রসের সহিত বাষ্পাকারে অশান্তির বিনাশ সাধনে উদ্যত হইল। শান্তি তাহাকে সান্ত্বনা দিতে অসমর্থ হইয়াছে। পতি বিরহ অবশ্যম্ভাবী অনুমান করিয়া সতী যেন অবিরত অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিল। তাহার অশ্রু বিসর্জ্জন বা চন্দ্রের রসত্যাগে সূর্য্য ও চন্দ্রের ব্যবধান স্থান জলে জলাকীর্ণ সমুদ্র আকার। শান্তির আশ্রয়

লাভে উৎসুক অনন্তবায়ু যাহা অশান্তির রাজ্য ত্যাগ করিয়া ক্রমাগত নূতন শান্তিরাজ্যে আসিতেছিল, তাহা আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে সমর্থ হইল না। অপগত এবং অভ্যাগত বায়ু উভয়ে উভয়ের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত ও মিলিত হইয়া নিম্নগামী হইয়াছে। নিম্ন আকাশে যেন মহাপ্রলয় উপস্থিত। সর্ব্বত্র অশান্তির প্রভাব বিদ্যমান দেখিয়াও অনন্ত পথের পথিক অনন্ত বায়ু শান্তির শান্তি অনুসন্ধানে বিরত হইল না।

পৃথিবী

কোন সময় কতদিনে কি করিয়া পৃথিবীর উৎপত্তি সম্ভব হইয়াছিল, কেহ তাহা দেখে নাই, শুনে নাই বা জানে না। অনুসন্ধিৎসু কেবল কারণ বলিতে সমর্থ। অনুমান হইলেও তাহা প্রত্যক্ষের ন্যায়। প্রকাশ্য কার্য্যই প্রত্যক্ষ কারণের সন্ধান দিয়া থাকে। পৃথিবী নিজেই কেবল তাহার উৎপত্তির কারণ প্রদর্শন করিতে সমর্থ।

মৃৎকণার সমষ্টিই পৃথিবী। পূর্ব্বে আদিরসে মাটির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। মাটি রসময়ী। রসাশ্রিতা মাটিই যে কেবল জলের আধার হইবার যোগ্যা আদি চন্দ্রই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। জলে মাটি থাকে বলিয়াই জল অপেক্ষা গুরু ঐ মাটি নিম্নগামী হইয়া জলের আধার হইতে সমর্থ হয়। জল হইতে আগতা মাটি জলেই পুষ্টা।

জলের আর অভাব নাই। রসরাজ চন্দ্র বিগলিত

শান্তিরস মেঘে পরিণত হইয়া শূন্যমার্গে ইতস্ততঃ ভ্রাম্যমান্। বায়ু উহার নেতা। মেঘভারে শূন্যমার্গ যেন অবনত হইয়া পড়িয়াছে। বর্ষা সমাগতা। সূর্য্য হইতে বহুদূরে এবং চন্দ্রের নিকটে মেঘমালা অবিরত বর্ষণ করিতেছে। চন্দ্র ও সূর্য্যের ব্যবধান স্থান সে বর্ষণে প্লাবিত হইয়াছে। অবিরত ত্যাগের ফলে চন্দ্র এক্ষণে ক্ষয় রোগে আক্রান্ত হইয়া হীন শক্তি। বিস্তৃত জলরাশির উপরও সূর্য্যের প্রভাব উপস্থিত। সে তাপে উত্তপ্ত জলরাশি মৃৎকণা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল।

ভীষণ তপন তাপে জলরাশি যতই উত্তপ্ত, মাটি ততই নিম্ন-গামী ও সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া জলের আধার হইতে আরম্ভ করিল। শান্তির শান্তি নাই। যেখানে সে সেইখানেই অশান্তির করাল ছবি বিদ্যমান থাকায় শান্তিকামী অশান্তির কবলে পতিত হইতে বাধ্য। শান্তির জন্যই পরমাত্মা বায়ুর এত অশান্তি। শান্তির আশা ত্যাগ করিলে বোধ হয় তাহাকে অশান্তির তাড়না সহ্য করিতে হইত না। পরমাত্মা বায়ু শান্তির শান্তি রক্ষার জন্য উত্তপ্ত জলের সহিত বাষ্পাকারে চন্দ্রলোকে চন্দ্রের ক্ষয়-পূরণে উদ্গত হইয়াছে।

সূর্য্যের প্রখর তাপে উত্তপ্ত বায়ু বাষ্পাকারে যতই উদ্ভ্রান্ত হইল, জলরাশি শুষ্ক হওয়ায় মাটি ততই সুদৃঢ় হইয়া আত্ম-প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল। কতদিনে সঙ্ঘবদ্ধ মাটি অণ্ডাকার পৃথিবীতে পরিণত হইয়া বারিধিবক্ষে ভাসমান হইয়াছে তাহা প্রকাশ করা কঠিন। জল হইতে গাত্রোত্থান

বা আত্মপ্রকাশ করায় জলই পৃথিবীর সাক্ষাৎ যোনি বা ব্রহ্ম-পদবাচ্য।

নিত্য বস্তু হইতে অনিত্যের উৎপত্তি সম্ভব হয় না। রস নিত্য হওয়ায় রূপবান রস বা জল নিত্য হইতে বাধ্য। জলের নাশ নাই। খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ হইলেও অগ্নি ও জল কেহ কাহাকেও বিনাশ করিতে সমর্থ হয় না। জল শুষ্ক হইতে দেখিয়া উহার বিনাশ কল্পনা করা ভুল। এই জলই চন্দ্রলোকে গমন করিয়া চন্দ্রের ক্ষয় নিবারণ করে এবং সূর্য্যের প্রভাবে মেঘে পরিণত হইয়া বৃষ্টিরূপে পৃথিবীকে আলিঙ্গন করিয়া থাকে। রসময়ী মাটি কখনও জলহীনা হয় না। এই পৃথিবীতে ৩ ভাগ জল ও এক ভাগ স্থল বা কঠিন পদার্থ থাকিবেই।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কাল

মাটি ভাসিয়াছে। সূর্য্যের প্রখর তাপে উত্তপ্ত জলরাশি হইতে উত্ত্যক্ত বায়ু বাষ্পাকারে ছুটিয়াছে ;—ছুটিয়াছে পুনরায় পশ্চিম প্রদেশে চন্দ্রলোকে শান্তির সন্ধানে। মায়ামুগ্ধ রত্নাকর মাটিকে বক্ষে ধারণ করিয়া শুভ্র ফেনিল উত্তাল তরঙ্গ-রঙ্গে নৃত্য করে ছয় রাগে। তাহার ঘাত প্রতিঘাতে ছত্রিশ রাগিনী আদি সুরে সুর বাঁধিয়া রসময়ী মাটির প্রার্থনা-গীতি গাহিতেছে। কবির ধারণা শ্বেত শতদলবাসিনী বাণী যেন নাচিয়া নাচিয়া বীণার সুরে ব্রহ্মবিদ্যা প্রচারে নিযুক্তা আজ।

গ্রহ-নক্ষত্র সকলেই একদৃষ্টিতে মাটির দিকে চাহিয়া আছে। রসময়ীকে গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা সকলেরই প্রবল। আপন হাতে গড়া মাটির প্রতি গ্রহগণের আকর্ষণ-প্রতিযোগিতা পরমাত্মা বায়ুকে ব্যথিত করিয়াছে। তাহার উগ্র প্রবাহ ভীষণতম হইয়া উঠিল। পৃথিবী ও চন্দ্র কেহই সে প্রবাহ সহ্য করিতে সমর্থ হইল না,—উভয়ই আজ চঞ্চল। পশ্চিমগামী ঘূর্ণি বায়ুর প্রবল প্রবাহে পৃথিবী যেরূপ পূর্ব্বাবর্ত্তে ঘূর্ণিতা বা চালিতা হইল, চন্দ্রও সেইরূপ ধীর গমনে পৃথিবীর অনুগামী হইয়া কালের সূচনা করিল।

কালের আদি ছিল,—অন্ত নাই। অসীম অনন্ত কালের স্রোতে নিপতিতা শান্তি ও অশান্তি বিগ্রহ করিতে করিতে

অনন্তের দিকে ছুটিয়াছে। কালের শাসনে অনুশাসিত হইয়াও গ্রহগণ মাটির মায়া ত্যাগ করিতে পারিল না। সকলেই প্রাণপণে প্রভাব বিস্তার করিয়া অশান্তির সৃষ্টি করিল। পরমাত্মা সে অশান্তির করাল কবল হইতে মুক্তি পাইল না,—শান্তির সহিত সমান অধিকার দান করিয়া অশান্তিকে চির-সঙ্গিনী করিতে বাধ্য হইল। গ্রহ-নক্ষত্র তাহার উপর যতই অশান্তির প্রভাব বিস্তার করে, পৃথিবী ও চন্দ্র ততই শান্তিময়ী সুধাদানে তাহাকে পরিতৃপ্ত বা সান্ত্বনা দিয়া থাকে।

পরমাত্মা বায়ুই কেবল কালের জনক। কালের কারণ শীতল ও উষ্ণগুণ দুইটীতে আসক্ত মহাশক্ত ভগবান বায়ু উহাদের প্রভাব ধারণ ও প্রচার করে বলিয়াই দিন, রাত্রি, পক্ষ, মাস, ঋতু, অয়ন ও বৎসর প্রভৃতি কালে কেবল শীতল ও উষ্ণ গুণের তারতম্য উপলব্ধি হইয়া থাকে। ভাষায় আমরা যত প্রকার গুণই বর্ণনা করি না কেন,—কালের শাসনে অনুশাসিতা পৃথিবীতে শীতল ও উষ্ণ ভিন্ন অন্য গুণ নাই। সুস্থ-অসুস্থ ও সুখ-দুঃখ প্রভৃতি গুণবাচক সমস্ত শব্দই শীতল ও উষ্ণ গুণ দুইটীর নামান্তর মাত্র।

আহ্নিক গতি

পৃথিবী ও চন্দ্র আজ ভ্রমণশীল। উহাদের যতটুকু অংশ সূর্য্যের সম্মুখীন হয়, ততটুকু অংশই প্রভাবশীল ও উজ্জ্বল। তমসার মনের আঁধার আংশিক ঘুচিল। ভ্রমণশীল পৃথিবী ও চন্দ্রের উপর সূর্য্যের একাধিপত্য রহিল না। কালের

শাসনে শান্তি ও অশান্তি পতিপ্রেমের সমান স্বত্ব অধিকার করিতে বাধ্য হইয়াছে। পরমাত্মা বায়ুর দুই ঘরে বসতি ঘটিল।

পৃথিবী ২৪ ঘণ্টায় একবার মাত্র ঘুরিয়া থাকে। ঘুরিবার সময় উহার সূর্য্যের সম্মুখীন অংশটুকু দিন এবং বিপরীত অংশে রাত্রি হয়। সূর্য্যের প্রভাবে দিন যেরূপ উষ্ণ, চন্দ্রের প্রভাবে রাত্রিকাল সেইরূপ স্নিগ্ধ ও শীতল। মিলিত দিন ও রাত্রি ২৪ ঘণ্টাকাল এক দিনমান। চন্দ্র ও সূর্য্যের সম্মুখে ক্রমে অগ্রসর হওয়ায় পৃথিবীর উপর উহাদের প্রভাব বিস্তারে তারতম্য ঘটে। উহাদের প্রভাব অনুপাতেই প্রাতর্, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ণ, সায়াহ্ন, নিশা, মহানিশা ও শেষ রাত্রি প্রভৃতি কালে শীত ও উষ্ণ গুণের তারতম্য উপলব্ধি হয়। দিবাভাগে অশান্তি চেতনার আগুন সূর্য্যের প্রভাবে ভগবান পরমাত্মা বায়ু ও পৃথিবী যেরূপ উগ্র, রাত্রিকালে শান্তি-অচেতনার শান্ত-প্রভাব সুধাকরের স্নিগ্ধশীতল সুধাপান করিয়া সেইরূপ শান্তভাব ধারণ করে। শান্তি ও অশান্তির সংসারে পরমাত্মা বায়ুই একা সংসারী। এঘর ওঘর দুই ঘরে আসা যাওয়াই তাহার প্রধান কর্ম্ম। দিন ও রাত্রি পরমাত্মা বায়ুর বক্ষে অবিরত ক্রীড়ারত হওয়ায় বায়ুর আবর্ত্তে পতিতা পৃথিবী আজ শীতোষ্ণ এবং সুখ-দুঃখকে সঙ্গের সাথী করিতে বাধ্য হইয়াছে। পরমাত্মা বায়ুই উহার একমাত্র নেতা। প্রাণ-প্রতিম বায়ুকে পতিত্বে বরণ করিয়া পৃথিবী বায়ুর অনুগামিনী হইয়াছে।

পাক্ষিক গতি

চন্দ্র চলিয়াছে,—গতি অতি মন্থরা। মাটিকে রসময়ী করিতে একা রসরাজই সমর্থ। ব্যথিত না হইলে ব্যথিতের বেদনা মর্ম্ম স্পর্শ করে না। অশান্তির উৎপীড়নে ব্যথিত সে মাটির বেদনা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছে।

রসদেহে বায়ুই একা দেহী। দেহের বেদনা দেহী উপলব্ধি করিতে বাধ্য। ক্ষয়ের অপর নাম রোগ। রোগই অশান্তি। রোগজ্ঞ বায়ুই কেবল জানে—সংযম ভিন্ন ইহার অন্য ঔষধ নাই। একান্ত শান্তি আর কাহারও ভাগ্যে জুটিবে না। একই স্থানে অবিরত সূর্য্যের প্রভাব যতটা তাপদায়ক, ঘূর্ণিত অবস্থায় ততটা সম্ভব হয় না। চন্দ্রের একাংশে সূর্য্য এবং অপর অংশে তমসা অবিরত প্রভাব বিস্তার করিতেছিল। উহাদের প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকিলেও চালিত চন্দ্রে আর পূর্ব্বের ন্যায় এক স্থানে অধিক সময় প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হইল না। অশান্তির প্রভাবের মধ্যেও শান্তির শান্তি অনেকটা ফিরিয়া আসিল। নিয়মাধীন বা সংযমী চন্দ্রের ক্ষয় অনেকটা আরোগ্যের পথে অগ্রসর হইয়াছে। ক্ষীণদেহ সে রসময়ী মাটির রসে ক্রমেই পুষ্ট। পুষ্ট হইলেও ক্ষয়ের সম্ভাবনা দূর হইল না,—ক্ষয় ও পূরণ নিয়মাধীন হইল। অশান্তির করাল কবল হইতে একান্ত মুক্তি না ঘটিলেও সুখ এবং দুঃখ সমভাব ধারণ করায় চন্দ্র স্বর্গসুখ লাভ করিয়াছে।

পৃথিবীর উত্তপ্ত অংশ পূর্ব্বাবর্ত্তে ঘুরিয়া সূর্য্য-প্রভাবের গতিপথ অতিক্রম করিয়াছে। নিশা সমাগতা। শান্ত স্নিগ্ধ

পূর্ণচন্দ্র দর্শন করিয়া প্রখর তাপে তাপিতা সে দিনের ক্লান্তি দূর করিল। চির অশান্তিতে উৎপীড়িত যে,—সে যদি একবার শান্তির আশ্রয় লাভ করে, তবে আর তাহাকে ত্যাগ করিতে পারে না।

ব্যথিতে ব্যথিতে যেন মহামিলন উপস্থিত। অশান্তির উৎপীড়নে শুষ্কপারা মাটির আকর্ষণে অথবা অশান্তির করাল কবল হইতে মুক্ত করিবার জন্য মাটিকে আকর্ষণ করিতে যাইয়া রসরাজ চন্দ্র আজ মাটির অনুগামী হইয়াছে!

পৃথিবী একবার ঘুরিলে চন্দ্রের $\frac{১}{১৬}$ অংশ যেরূপ সূর্য্যের দিকে অগ্রসর হয়, সেইরূপ $\frac{১}{১৬}$ অংশ উহার সম্মুখ হইতে অপসারিত হইয়া থাকে। কালচক্রে ঘূর্ণিতা পৃথিবী শান্তা শীতলা নিশাকে চির-সঙ্গিনী করিতে ইচ্ছা করিলেও তাহা অসম্ভব হইল। সুখ দুঃখের ন্যায় নিশা ও দিবা উহার চির-সঙ্গিনী হইয়াছে।

প্রতি রাত্রিতে চন্দ্রের $\frac{১}{১৬}$ অংশ ক্ষীণ এবং দিবাভাগে $\frac{১}{১৬}$ অংশ বর্দ্ধিত হইয়া চলিল। পৃথিবীর চতুর্দ্দশবার ঘূর্ণনের পর পনর দিনের দিন দিবাভাগে চন্দ্রের ১৫ কলা বা $\frac{১৫}{১৬}$ অংশের সহিত সূর্য্যের সাক্ষাৎ ঘটে। নিশা সেদিন তমসাবৃতা। ঐ দিন সূর্য্যের প্রভাব পৃথিবীতে উপস্থিত হইতে যেরূপ বিলম্ব ঘটে, উহার প্রভাবও সেইরূপ হীনপ্রভ হয়। চন্দ্র ও সূর্য্যের এইরূপ অবস্থানই অমাবস্যা। নিশাপতি চন্দ্র এই ১৫ পনর দিন নিশাকে তমসার আশ্রয়ে রাখিয়া দিবাভাগে ক্রমে অধিক সময়

সূর্য্যের সহিত অবস্থান করায় এইকাল কৃষ্ণপক্ষ নামে অভিহিত হয়। আঁধার ও আলো যেন কালের দুইটী পক্ষ। ১৫ দিনে পক্ষ সূচনা করিয়া অমাবস্যায় কৃষ্ণপক্ষের শেষ দিন অতীত হইল। নিশাপতি দিনকে দীন করিয়া বৰ্দ্ধিত নিশিতে। পশ্চিম গগণ হইতে ক্রমাগত পুষ্ট শশী শুক্ল পক্ষ সূচনা করিয়া পুনরায় ১৫ দিনের দিন পূর্ব্ব আকাশে পূর্ণত্ব লাভ করিল নিশিতে। পূর্ণিমার নিশিতে তমসা রূপসী হইয়াছে। দুই পক্ষে পৌর্ণমাসী আজ। চন্দ্রের ১/১৬ অংশে সূর্য্য প্রভাব বিস্তার করিতে অসমর্থ। উহা সর্ব্বদাই তমসার অধীন। তমসার অধীন হওয়ায় চান্দ্রের ১/১৬ অংশ সর্ব্বদা লোকচক্ষুর অগোচর হইয়াও জ্ঞানচক্ষুর অগোচর হইতে পারে নাই।

তিথি

চন্দ্রের প্রভাব অনুপাতই তিথি। সূর্য্যের ক্রম প্রভাব গতিশীল বিশাল রসময়—শান্তিরাজ্য বা সুধাকরকে ষোল ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। সূর্য্যের প্রভাবে চন্দ্র প্রভাবশীল হওয়ায়, চন্দ্রাংশে সূর্য্যের প্রভাব বা চন্দ্রের প্রভাব অনুপাতেই তিথি কল্পিত হয়। চন্দ্রের একটী কলা বা অংশে সূর্য্যের প্রভাব না থাকায় তিথি বা চান্দ্রদিবস ১৫ পনরটী। পনরটী চান্দ্রদিবসে এক চান্দ্র পক্ষ। এই তিথি বা চান্দ্রদিনগুলি শুক্ল ও কৃষ্ণ পক্ষে সমানভাবে ভোগ করে। প্রত্যেক তিথির যে কালে তমসাবৃত-চন্দ্রের উপর বা তমসার বক্ষে অসান্তির আগুন সূর্য্য যতটুকু আলো বিস্তার করে নিম্নে তাহার হিসাব দেওয়া হইল।

চন্দ্রে সূর্য্যের প্রভাব

কৃষ্ণপক্ষ	চন্দ্রাংশ		শুক্লপক্ষ	চন্দ্রাংশ	
তিথি	দিন	রাত্রি	তিথি	দিন	রাত্রি
প্রতিপদ	১/১৬	১৫/১৬	প্রতিপদ	১৫/১৬	১/১৬
দ্বিতীয়া	২/১৬	১৪/১৬	দ্বিতীয়া	১৪/১৬	২/১৬
তৃতীয়া	৩/১৬	১৩/১৬	তৃতীয়া	১৩/১৬	৩/১৬
চতুর্থী	৪/১৬	১২/১৬	চতুর্থী	১২/১৬	৪/১৬
পঞ্চমী	৫/১৬	১১/১৬	পঞ্চমী	১১/১৬	৫/১৬
ষষ্ঠী	৬/১৬	১০/১৬	ষষ্ঠী	১০/১৬	৬/১৬
সপ্তমী	৭/১৬	৯/১৬	সপ্তমী	৯/১৬	৭/১৬
অষ্টমী	৮/১৬	৮/১৬	অষ্টমী	৮/১৬	৮/১৬
নবমী	৯/১৬	৭/১৬	নবমী	৭/১৬	৯/১৬
দশমী	১০/১৬	৬/১৬	দশমী	৬/১৬	১০/১৬
একাদশী	১১/১৬	৫/১৬	একাদশী	৫/১৬	১১/১৬
দ্বাদশী	১২/১৬	৪/১৬	দ্বাদশী	৪/১৬	১২/১৬
ত্রয়োদশী	১৩/১৬	৩/১৬	ত্রয়োদশী	৩/১৬	১৩/১৬
চতুর্দ্দশী	১৪/১৬	২/১৬	চতুর্দ্দশী	২/১৬	১৪/১৬
অমাবস্যা	১৫/১৬	১/১৬	পূর্ণিমা	১/১৬	১৫/১৬

বার্ষিক গতি।

পূর্ণশশী গগণে উদিত। তাহার সুধামাখা স্নিগ্ধ শীতল কিরণ-রাশি দিঙ্‌মণ্ডল আলোকিত করিয়া প্রেমিক প্রেমিকার প্রাণে কত নব আশা কত ভালবাসার প্রীতি-সম্ভার আনিয়াছে। পূর্ণিমার নিশিতে চন্দ্রাতপে ঢাকা নীল অম্বুরাশি স্বয়ম্বর সভার শোভা ধারণ করিল। বাদল বাদ্যকর ঝমাঝম্ জগঝম্পরবে মধ্যে মধ্যে মাটির স্বয়ম্বর ঘোষণা করিতেছে। অনাহুত গ্রহ-নক্ষত্র যত, সকলেই অপরূপা মাটীর পাণি গ্রহণের আশায় সভার শোভা বর্দ্ধন করিয়াছে। আকাশে ফুল ফুটিল অগণিত। জলে শত শত দীপমালা দীপালীর মত প্রজ্বলিত আজ। পবনের বাঁশী সুর ধরিল মূলতানে। পুষ্পভার শিরে সহচরী ঊর্ম্মীমালা যত, নাচিয়া নাচিয়া রাশি রাশি পুষ্প আনিতেছে ফুলশয্যা করিতে রচনা। সভা মধ্যে রসময়ী মাটি মায়াকুহকিনী, ব্রহ্মময় পরমাত্মা বায়ুর সহিত বাঁশীর সুরে সুর মিলাইয়া আপন মনে বিভূগুণ গাহিতেছে—আর ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিতেছে কে কোথায় আছে তাহার অভিলাষী। সভ্যগণ প্রত্যেকেই ভাবে সতী তাহারই নিকটে আসিতেছে ; কিন্তু ব্রহ্মময়ী মহামায়া মায়ামুগ্ধ করিয়া ক্রমে ক্রমে সকলকেই অতিক্রম করিল। কেহই তাহার আশা ত্যাগ করিতে সমর্থ হইল না,—তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সকলেরই। প্রত্যেকেই মাটিকে লক্ষ্য করিয়া ক্ষুব্ধ অন্তরে ঘুরিতেছে নিজ নিজ স্থানে।

গ্রহনক্ষত্র ভ্রমণশীল হওয়ায় পৃথিবী ঘূর্ণিতা। গ্রহরাজ

সূর্য্যের প্রবল প্রভাবে যেমন ব্যথিতা তেমনই চঞ্চলা মাটি— পরমাত্মা বায়ুকে অবলম্বন করিয়া চলিয়াছে,—চলিয়াছে শান্তির সন্ধানে। পক্ষের পর পক্ষ ও মাসের পর মাসের সৃষ্টি করিয়া চন্দ্র তাহার অনুগামী।

গ্রহগণের আকর্ষণে পৃথিবী একটি নির্দ্দিষ্ট পথ ধরিয়া চলিয়াছে। পথটি সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া কিঞ্চিৎ বক্রভাবে অবস্থিত। বক্রপথে গমনকালে পৃথিবী না হেলিয়া চলিতে পারে না। সে হেলিয়া চলে বলিয়াই সূর্য্য সকল সময় পৃথিবীর উপর সমভাবে আলো বিস্তার করিতে অসমর্থ। যে সময় পৃথিবীর যে অংশ অধিকক্ষণ সূর্য্যের আলো ভোগ করে, সেই অংশের দিনগুলি বড় ও রাত্রিগুলি ছোট হয়; এবং যে সময় পৃথিবীর যে অংশ সূর্য্যের আলো অল্পকাল ভোগ করে, সেই অংশের দিন ছোট ও রাত্রিগুলি বড় হইয়া থাকে। বার্ষিক গতির সময় দিনগুলি ক্রমে ছোট ও রাত্রিগুলি বড় হইতে আরম্ভ করিলে পৃথিবীতে শীত এবং দিনগুলি বড় ও রাত্রিগুলি ছোট হইতে আরম্ভ করিলে গ্রীষ্মের আধিক্য হয়। পৃথিবীর ক্রমগতি যেরূপ দিন ও রাত্রির হ্রাস বৃদ্ধি সূচনা করে, শীত ও গ্রীষ্মের তারতম্য সেইরূপ ঋতু সূচনা করিয়া থাকে।

ঋতু ও অয়ন কাল।

ব্রাহ্মণের গলসংলগ্ন উপবীতের মত সূর্য্যের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ

হইতে পৃথিবী পূর্ব্বাবর্ত্তে ঘুরিয়া ঘুরিয়া উত্তর-পূর্ব্ব অভিমুখে চলিয়াছে। পৃথিবীর উপর সূর্য্যের প্রভাব ক্রমে হ্রাস্ পাইতে আরম্ভ করিল। ৯ই আষাঢ়ের পর হইতে বৃহত্তম দিনগুলি ক্ষুদ্রতর ও ক্ষুদ্রতম রাত্রির আয়তন ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া চলিয়াছে। ৯ই ভাদ্র বর্ষা বিগতা।

মেঘ ও বর্ষার প্রভাব আজ মন্দভাবাপন্ন। শরতের শুভ্র মেঘমালা ঘুরিয়া ঘুরিয়া পৃথিবীর নিকট যেন বিদায়-প্রার্থী। ১০ই আষাঢ় হইতে চন্দ্র যে সংযমের পথে অগ্রসর হইয়াছে, ১০ই ভাদ্র হইতে তাহার প্রমাণ প্রত্যক্ষ হইল। ত্যাগের ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া ক্রমেই সঞ্চয়ের ইচ্ছা তাহার বলবতী। ৯ই আশ্বিন সূর্য্য পৃথিবীর উপর যতটুকু সময় প্রভাব বিস্তার করে, চন্দ্রও ততটুকু সময় প্রভাবশীল হওয়ায় দিন ও রাত্রি সমান হইল। ১০ই আশ্বিন হইতে দিন অপেক্ষা রাত্রির আয়তন ক্রমে বর্দ্ধিত। পৃথিবীর উত্তরাংশে তমসা ক্রমে অধিক সময় প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছে।

হেমন্তের আগমন অনুমান করিয়া ৯ই কার্ত্তিক শরৎ বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। ১০ই কার্ত্তিক হইতে পৃথিবী হেমন্তের সুখশীতল ছায়ায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া ৯ই পৌষ যখন সূর্য্যের উত্তর-পূর্ব্বাংশের শেষ সীমায় উপস্থিত, সূর্য্য তখন দক্ষিণায়ন পথের শেষ সীমায় পদার্পণ করিল। দিনের দীনতা চরমে উপনীত হইয়াছে, রাত্রি দীর্ঘতম আজ।

সূর্য্য পৃথিবীর ন্যায় ভ্রমণশীল, কিন্তু চলনশীল নহে। বর্ষা,

শরৎ ও হেমন্ত ঋতুতে পৃথিবী পূর্ব্বাবর্ত্তে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সূর্য্যের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ হইতে উত্তর-পূর্ব্বাভিমুখে গমনকালে সূর্য্য ক্রমেই পৃথিবীর দক্ষিণে থাকিতে বাধ্য হয়। এই সময় সূর্য্য পৃথিবীর দক্ষিণে অবস্থান করে বলিয়া এই কালের নাম দক্ষিণায়ন কাল। দক্ষিণায়ন কালে, পৃথিবীর উত্তরমেরু স্থানটিতে ছয় মাস কাল সূর্য্যের আলো প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় না।

পৃথিবী সূর্য্যের উত্তর-পূর্ব্বাংশ অতিক্রম করিয়া দক্ষিণ-পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিল। এবার পৃথিবী সূর্য্যের অপর পার্শ্ব দিয়া চলিয়াছে। উত্তর-পূর্ব্বাংশে শীতের প্রাধান্য উপস্থিত। ১০ই পৌষ হইতে সূর্য্য পৃথিবীর উপর ক্রমেই অধিক সময় আলো বিস্তার করিতে সমর্থ হইল। পৃথিবীর যে অংশ যত অধিক সময় সূর্য্যের আলো ভোগ করে, দিনগুলি ততই বড় এবং রাত্রিগুলি ছোট হইতে বাধ্য। ৯ই ফাল্গুণ আর শীতের প্রাধান্য নাই। শীত ও উষ্ণ সমান প্রভাব ধারণ করিতে চলিয়াছে।

বসন্তের প্রভাব উপস্থিত। ১০ই ফাল্গুণ হইতে সে নবদম্পতীর প্রাণে নূতন রসের সঞ্চার করিয়া কত ভালবাসা, ও কত নূতন আশার আশায় উঁহাদিগকে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিল। সূর্য্যের প্রভাব ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া ৯ই চৈত্র দিন ও রাত্রির আয়তন সমান করিয়াছে। ১০ই চৈত্র হইতে রাত্রি অপেক্ষা দিনগুলি ক্রমেই দীর্ঘ হইয়া চলিল। ৯ই বৈশাখ

সূর্য্যের প্রখর তাপ উপলব্ধি করিয়া বসন্ত অন্তর্দ্ধান হইল।

গ্রীষ্ম সমাগত। ১০ই বৈশাখ হইতে অশান্তির আগুন সূর্য্য পৃথিবী ও চন্দ্রের উপর পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করিতে যত্নবান। উহার প্রখর তাপে মাটিকে দীনা ও শুষ্কপারা দেখিয়া রসরাজ চন্দ্র যেন মহাত্যাগী হইয়া উঠিল। মাটিকে লইয়া চন্দ্র ও সূর্য্য তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছে। উহাদের ত্যাগ ও শোষণ রূপ মহাযুদ্ধে মহাত্যাগী চন্দ্রই শেষ পর্য্যন্ত জয়ী। ৯ই আষাঢ় পৃথিবীর উপর সূর্য্যের চরম প্রভাবের শেষ দিন। পৃথিবীর উপর সূর্য্যের চরম প্রভাবে এই দিন যেরূপ দীর্ঘতম, রাত্রির আয়তন সেই অনুপাতে হ্রস্বতম হইয়াছে। ১০ই আষাঢ় বর্ষা সমাগতা। শুষ্কা মাটি রসময়ী আজ। পৃথিবীর দক্ষিণাংশ তমসাবৃত হইতে চলিল।

পৃথিবী সূর্য্যের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশের সীমান্তে উপস্থিত। উত্তর-পূর্ব্বাংশ হইতে পূর্ব্বাবর্ত্তে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পৃথিবী সূর্য্যকে উত্তরে রাখিয়া আসিয়াছে। শীত, বসন্ত ও গ্রীষ্ম ঋতুতে পৃথিবীর দক্ষিণ মেরু স্থানে সূর্য্য প্রভাব বিস্তার করিতে অসমর্থ হওয়ায় উহা যেরূপ তমসাচ্ছন্ন হয়, উত্তরমেরু স্থানটি সেইরূপ সূর্য্যের আলো ভোগ করিতে বাধ্য হয়। এই সময় সূর্য্য পৃথিবীর উত্তরে উপেক্ষিত হয় বলিয়া উত্তরায়ণ কালের সৃষ্টি হইয়া থাকে।

সূর্য্যের দক্ষিণ-পশ্চিম হইতে উত্তর-পূর্ব্বাংশ অতিক্রম

করিয়া সূর্য্যকে একবার প্রদক্ষিণ করিতে পৃথিবী যেরূপ নিজেকে ৩৬৫ বার প্রদক্ষিণ করে, চন্দ্রও সেইরূপ পৃথিবীকে দ্বাদশ বার প্রদক্ষিণ করিয়া ছয়টি ঋতু, দুইটি অয়ন ও একটি বৎসর সৃষ্টি করিয়া থাকে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

জড়-জগতের সূচনা।

কালের শাসনে অনুশাসিতা পৃথিবী চলিয়াছে,—চলিয়াছে কালস্রোতে ভাসিয়া ভাসিয়া। ভগবান পরমাত্মা পতি তাহার একমাত্র সঙ্গী। পরমাত্মা বায়ু সমযোনি ব্রহ্মময়ী মাটির সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ। পাকে পাকে উহাদের প্রীতির বন্ধন যতই দৃঢ় হইতেছে, অশান্তির আগুন জ্বলন্ত-মূর্ত্তি গ্রহগণ ততই রুষ্ট। গ্রহগণের আকর্ষণে অস্থিরা মাটির শুষ্ক বদন নিরীক্ষণ করিয়া পরমাত্মা মহা অশান্ত। মাটির অশান্তিতেই যে তাহার অশান্তি, বৃষ্টির পর প্রাকৃতিক শান্তভাব তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। সে রসরাজ্য চন্দ্রলোক হইতে নানাপথে শান্তিরস আনিয়াছে—সুশীতল জল। জোয়ার ও বৃষ্টির প্রভাবে নদ, নদী ও সাগর শান্তি প্রবাহিনী তাহারই প্রবাহে। মাটিতে অচেতনা শান্তির প্রভাব বা জলের সঞ্চারই যে জড়জগৎ সূচনা করে, আদি চন্দ্রে তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

মাটিতে রসের সঞ্চার ও ক্ষয়।

সূর্য্য আজ নিয়মাধীন। কালের শাসনে অনুশাসিত সূর্য্যের প্রভাবে চন্দ্রের প্রভাব ও নিয়মিত হইয়াছে। উহার সুনির্দ্দিষ্ট প্রভাব দিন ও রাত্রিতে প্রত্যহ দুইবার করিয়া নিয়মিত

ভাবে মাটিকে যেরূপ জল দানে সিক্ত এবং তৃপ্ত করে, সূর্য্যের প্রভাব সেইরূপ মাটি হইতে জলটুকু শোষণ বা স্থানান্তরিত করিতে সতত যত্নবান্। সমুদ্র বা সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী নদ-নদী সমূহে প্রত্যক্ষ নিয়মিত জোয়ার ও ভাটা চন্দ্রের প্রভাব ভিন্ন আর কিছুই নহে। জোয়ার ও ভাটার প্রভাব সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকিলেও সমুদ্র বা সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী নদ-নদী সমূহের ন্যায় প্রত্যক্ষ নহে। শুক্লা অষ্টমী তিথির পর হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত রাত্রে এবং কৃষ্ণা-অষ্টমীর পর হইতে অমাবস্যা তিথি পর্য্যন্ত দিনে জোয়ারের প্রভাব ক্রমেই বর্দ্ধিত হয়। আবার প্রতিপদ হইতে সপ্তমী পর্য্যন্ত শুক্লপক্ষে দিনে এবং কৃষ্ণপক্ষের রাত্রিতে ভাটার প্রভাব ক্রমে অধিক হইয়া অষ্টমী তিথিতে জোয়ার ও ভাটা সমভাব ধারণ করে।

অষ্টমীর পর হইতে পূর্ণিমা ও অমাবস্যা পর্য্যন্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা যত অধিক, প্রতিপদ হইতে সপ্তমী পর্য্যন্ত ততটা নহে। নিয়মিত জলের আদান-প্রদান মাটির পুষ্টি ও দৃঢ়তা সম্পাদক। যত প্রকারই চেষ্টা করা হউক না কেন, মাটি কখনও রসহীনা হয় না। রসময় পরমাত্মা বায়ু প্রিয়তমা মাটিকে সর্ব্বদা রসময়ী করিতে যত্নবান। জোয়ার ও বৃষ্টি যেরূপ মাটিতে রসের সঞ্চার করে, ভাটা ও তাপ সেইরূপ রসের ক্ষয়কারক। কালের শাসনে অনুশাসিতা মাটিতে রসের সঞ্চার ও ক্ষয় নিয়মাধীন। কালের একমাত্র জনক পরমাত্মা-বায়ু কুপিত না হইলে কালের বৈষম্য উপস্থিত হয় না। কাল-

বৈষম্যে রসের সঞ্চার ও ক্ষয়বৈষম্য অনিবার্য্য। চন্দ্রে রস ও সূর্য্যে তাপ বৈষম্যই পরমাত্মা বায়ুকে ক্রুদ্ধ করিয়া থাকে। সূর্য্যের হীনপ্রভাব যেরূপ চন্দ্রে রস সঞ্চারের কারণ, উহার প্রবল প্রভাব সেইরূপ রসরাজ চন্দ্রের ক্ষয় কারক। চন্দ্রে রসের সঞ্চার ও ক্ষয়বৈষম্যে পৃথিবীতে বিবিধ অশান্তি উপস্থিত হয় বলিয়াই সূর্য্যকে অশান্তির কারণ বলা অমূলক নহে।

সর্ব্বগ্রাহী রস।

রস এক। রসের রূপ নাই। রূপের আধার তেজকে ধারণ করিয়া উহা ক্রমেই রূপবান বা স্থূলভাবে পরিণত হয়। রসের গুণ শীতল। অন্ধ বা মন্দ শক্তিসম্পন্ন তেজ জলের আশ্রয় গ্রহণ করিলে শীতল গুণের প্রাধান্য উপস্থিত হইয়া থাকে। (সৃষ্টির সূচনা) শীত বা শীতল গুণের প্রাধান্য উপস্থিত হইলে রস বা জল উষ্ণ গুণ ধারণ করিতে বাধ্য। উষ্ণগুণ সম্পন্ন তেজস্বী রস হইতে যেরূপ আকাশ, বাতাস, অগ্নি, জল ও মাটির সূচনা সম্ভব, শীতল ও উষ্ণ গুণ দুইটির ভাব বিনিময়ে সেইরূপ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধের সূচনা হইয়া আধেয় রূপে আকাশে শব্দ, বাতাসে স্পর্শ, অগ্নি বা তেজে রূপ, জলে রস ও মাটিতে গন্ধ প্রভৃতি গুণ অবস্থান করে। ইহারা পৃথক হইয়াও পৃথক নহে। বিনা সূতায় গাঁথা ফুলের মালার মত অসংশ্লিষ্ট হইয়াও ইহারা প্রত্যেকের সহিত প্রত্যেকে সংশ্লিষ্ট। এক রস বা রসের শীতল গুণ হইতে উৎপন্ন শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস

ও গন্ধ প্রভৃতি গুণে রসের প্রমাণ বিদ্যমান থাকায় উহাদিগকে রসযোনি বলা যায়। সৃষ্ট জগতে যাহা কিছু বিদ্যমান, তাহা সমস্তই ভাবরস হইতে স্বভাবে বা স্থূলভাবে পরিণত হইয়াছে। স্থূলভাবাপন্ন আধার গুলির যেটিতে যে গুণের প্রাধান্য থাকে তাহাকে সেই গুণের আধার বলা হইয়া থাকে। জলে রসের প্রাধান্য যেরূপ জলকে রসের সাক্ষাৎ রূপান্তর বা স্থূলভাব প্রমাণ করে,—আকাশ, বাতাস, তেজ ও মাটি সেইরূপ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, ও গন্ধের সাক্ষাৎ রূপান্তর বা স্থূলভাব হইতে বাধ্য। রস জলে পরিণত হইয়া জলেই অবস্থান করে। রসে যাহা কিছু ছিল, তাহা সমস্তই জলে বিদ্যমান। রসই সকলের একমাত্র অবস্থান স্থান বা সমস্তই রসের রূপান্তর স্বীকার করিলে রস বা জল সর্ব্বময় হইতে বাধ্য। আবার সকলের অবস্থান-স্থান স্বীকার করিলে রসকে সর্ব্বগ্রাহী বলা অমূলক হইবে না।

গুণের অংশাংশ কল্পনা।

	অংশ	অংশ	অংশ	অংশ	অংশ	
শব্দে—	শব্দ ৷৷০	স্পর্শ ৵০	রূপ ৵০	রস ৵০	গন্ধ ৵০	আনা
স্পর্শে—	স্পর্শ ৷৷০	শব্দ ৵০	রূপ ৵০	রস ৵০	গন্ধ ৵০	,,
রূপে—	রূপ ৷৷০	শব্দ ৵০	স্পর্শ ৵০	রস ৵০	গন্ধ ৵০	,,
রসে—	রস ৷৷০	শব্দ ৵০	স্পর্শ ৵০	রূপ ৵০	গন্ধ ৵০	,,
গন্ধে—	গন্ধ ৷৷০	শব্দ ৵০	স্পর্শ ৵০	রূপ ৵০	রস ৵০	,,

ইহারা কেহ কাহারও অভাব সহ্য করিতে পারে না।

ইহাদের যে কোনও একটি সূক্ষ্ম ভাব ধারণ করিলে প্রত্যেকেই সূক্ষ্মভাব ধারণ করিতে বাধ্য হয়। নিত্য ভাবরস হইতে উৎপন্ন নিত্য ও সত্য উহারা প্রলয়ে ভাবরসেই অবস্থান করিয়া থাকে। রস হইতে উৎপন্ন হইয়া সর্ব্বদা রসে অবস্থান করায় রসযোনি উহাদের ব্রহ্মও রস।

গুণ হইতেই কর্ম্ম ও কর্ম্মফলের উৎপত্তি হইয়া থাকে। গুণই গুণ হইতে উৎপন্ন দ্রব্যের যোনি বা সাক্ষাৎ ব্রহ্ম। আকাশ, বাতাস, তাপ, জল ও মাটি—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ প্রভৃতি গুণের স্থূলভাব মাত্র। উহারা যে—যে গুণ হইতে উৎপন্ন সেই গুণই তাহার সাক্ষাৎ ব্রহ্ম পদবাচ্য। উহারা পৃথক হইয়াও পৃথক নহে। অংশাংশ কল্পনা করিয়া যাহাতে যে দ্রব্যের অংশ অধিক বিদ্যমান, সেই দ্রব্যের নামানুসারে উহাদের পৃথক পৃথক নাম হইয়াছে।

পঞ্চভূতের অংশাংশ কল্পনা।

	অংশ	অংশ	অংশ
আকাশে—আকাশ ॥০ আনা	বাতাস ৵০ আনা	তেজ ৵০ আনা	
—	জল ৵০ আনা	মাটি ৵০ আনা	
বাতাসে—বাতাস ॥০ আনা	আকাশ ৵০ আনা	তেজ ৵০ আনা	
—	জল ৵০ আনা	মাটি ৵০ আনা	
তেজে—তেজ ॥০ আনা	আকাশ ৵০ আনা	বাতাস ৵০ আনা	
—	জল ৵০ আনা	মাটি ৵০ আনা।	

	অংশ		অংশ		অংশ
জলে—জল	॥০ আনা	আকাশ	৵০ আনা	বাতাস	৵০ আনা
		— তেজ	৵০ আনা	মাটি	৵০ আনা
মাটিতে—মাটি	॥০ আনা	আকাশ	৵০ আনা	বাতাস	৵০ আনা
		— তেজ	৵০ আনা	জল	৵০ আনা।

গুণে আধার।

গুণ হইতে উৎপন্ন দ্রব্য গুণ ধারণ করিতে বাধ্য হওয়ায় একমাত্র দ্রব্যই গুণের আধার। প্রত্যেক দ্রব্যই পঞ্চাত্মক। উহাদের প্রত্যেকটির মধ্যে পাঁচটি গুণ যেরূপ বিদ্যমান, প্রত্যেক গুণেও সেইরূপ পঞ্চ মহাভূত বা পাঁচটি স্থূলের প্রমাণ পাওয়া যায়। যে গুণে যে স্থূলের অংশ অধিক, সে গুণ সেই স্থূলের আধেয় বা আশ্রিত। আবার যে স্থূলে যে গুণের প্রাধান্য থাকে, সে দ্রব্য বা স্থূলভাব সেই গুণের আধার হইবার যোগ্য।

গুণে আধার পরিমাণ।

শব্দে———শব্দের আধার আকাশ ॥০ আনা —
— বাতাস, তেজ, জল ও মাটি প্রত্যেক ৵০ আনা

স্পর্শে———স্পর্শের আধার বাতাস ॥০ আনা —
— আকাশ, তেজ, জল ও মাটি প্রত্যেক ৵০ আনা

রূপে———রূপের আধার তেজ ॥০ আনা —
— আকাশ, বাতাস, জল ও মাটি প্রত্যেক ৵০ আনা

রসে——রসের আধার জল ৷৹ আনা —

— আকাশ, বাতাস, তেজ ও মাটি প্রত্যেক ৵৹ আনা

গন্ধে——গন্ধের আধার মাটি ৷৹ আনা —

— আকাশ, বাতাস, তেজ ও জল প্রত্যেক ৵৹ আনা

আধারে গুণ পরিমাণ।

আকাশে——শব্দাংশ ৷৹ আনা —

— স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ প্রত্যেক ৵৹ আনা।

বাতাসে——স্পর্শাংশ ৷৹ আনা —

— শব্দ, রূপ, রস ও গন্ধ প্রত্যেক ৵৹ আনা।

তেজে——রূপাংশ ৷৹ আনা —

— শব্দ, স্পর্শ, রস ও গন্ধ প্রত্যেক ৵৹ আনা।

জলে——রসাংস ৷৹ আনা —

— শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও গন্ধ প্রত্যেক ৵৹ আনা।

মাটিতে——গন্ধাংশ ৷৹ আনা —

— শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস প্রত্যেক ৵৹ আনা।

এক রসের বহুত্বে পরিণতি।

রস জলীয়। রসে তেজের প্রমাণ পাওয়া যায়। (প্রলয়) বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী রস ও তেজের ভাববিনিময়ে উৎপন্ন জল রসের আধার হইয়াও জলীয় রস এক্ষণে অগ্নিসোমীয় হইতে বাধ্য। দ্রব্য ও গুণ সমূহ পরস্পর অভিন্ন হওয়ায় উহাদের সংযোগ তারতম্যে এই অগ্নিসোমীয় রস বহু। আকাশ, বাতাস,

অগ্নি, জলও মাটি ভিন্ন অন্য মৌলিক দ্রব্যের প্রমাণ পাওয়া যায় না। রস বহু হইলেও এই পাঁচটি দ্রব্য-গুণের সংযোগ তারতম্যে কেবল মধুর, অম্ল, লবণ, কটু, তিক্ত ও কষায় রসই প্রধানতঃ উপলব্ধিযোগ্য। যত প্রকার রসই থাকুক না কেন, প্রত্যেক রসে কেবল এই ষড়-রসেরই তারতম্য উপলব্ধি হইয়া থাকে।

ষড় রসের সৃষ্টি।

১। মাটি ও জলগুণের প্রাধান্য উপস্থিত হইলে যে মধুর রস উৎপন্ন হয়, মাটির আশ্রিত বৃষ্টির জলই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। বৃষ্টির জল তিক্তরস প্রধান। মাটির আশ্রয়ে থাকিয়া কয়েকদিনের মধ্যে উহাকে মধুর ভাব ধারণ করিতে দেখা যায়। মধুর রসে মাটির গুণ।/০ আনা, জলগুণ।/০ আনা, আকাশ গুণ ৵০ আনা, বায়ুগুণ ৵০ আনা ও অগ্নিগুণ ৵০ আনা পরিমাণ অবস্থান করে।

২। অগ্নি ও জলগুণের প্রাধান্য অম্লরস সৃষ্টিকারক। কাচপাত্রে বদ্ধজল শীতকালে মাটির নীচে প্রোথিত হইলে কিছুদিন পর উহাতে অম্লরসের প্রমাণ পাওয়া যায়। অম্লরসে মাটির তাপ বা অগ্নিগুণ—।/০ আনা, জলগুণ—।/০ আনা, আকাশগুণ—৵০ আনা, বায়ুগুণ—৵০ আনা ও মৃদ্‌গুণ—৵০ আনা হিসাবে অবস্থিত।

৩। সমুদ্রতলে বহু আগ্নেয়গিরি অবস্থান করায় অগ্নি ও মৃদ্‌গুণ বহুল মাটির আশ্রিত জল লবণরসে পরিণত হইয়া

থাকে। অগ্নি ও মৃদ্‌গুণের প্রাধান্য উপস্থিত হইলে যে লবণরসের উৎপত্তি হয়, অগ্নিদগ্ধ বা পোড়ামাটিই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। লবণরসে অগ্নিগুণ—।৴০ আনা, মৃদ্‌গুণ—।৴০ আনা, আকাশগুণ—৶০, আনা, বায়ুগুণ—৶০ আনা ও জলগুণ —৶০ আনা হিসাবে অবস্থান করে।

৪। বায়ু ও জলগুণের প্রাধান্য উপস্থিত হইলে কটুরসের সূচনা যে অবশ্যম্ভাবী, আবদ্ধ পাত্রে অগ্নিসিদ্ধ জলের কটু বা ঝাল রসই তাহার প্রমাণ। কটুরসে বায়ুগুণ পাঁচ আনা, জলগুণ পাঁচ আনা; আকাশগুণ দুই আনা, অগ্নিগুণ দুই আনা ও মৃদ্‌গুণ দুই আনা মাত্রায় অবস্থিত।

৫। বায়ু ও আকাশগুণের প্রাধান্যেই অন্তরীক্ষ বা বৃষ্টির জল তিক্তরস। তিক্তরসে বায়ুগুণ পাঁচ আনা, আকাশগুণ পাঁচ আনা, অগ্নিগুণ দুই আনা, জলগুণ দুই আনা ও মৃদ্‌গুণ দুই আনা হিসাবে অবস্থিত।

৬। বায়ু ও মৃদ্‌গুণের প্রাধান্য উপস্থিত হইলে কষায় রস সূচিত হইয়া থাকে। ছায়ায় বাতাসে শুষ্ক মাটিই কেবল কষায় রসে বায়ু ও মৃদ্‌গুণের প্রাধান্য উপলব্ধি করাইতে সমর্থ। কষায় রসে বায়ুগুণ পাঁচ আনা, মৃদ্‌গুণ পাঁচ আনা, আকাশগুণ দুই আনা, অগ্নিগুণ দুই আনা ও জলগুণ দুই আনা অনুমিত হয়।

প্রতি রসে সর্ব্বরসের অস্তিত্ব ও পরিমাণ।

দ্রব্য ও দ্রব্যগুণসমূহ প্রত্যেকটী সংশ্লিষ্ট দোষে দুষ্ট হওয়ায়

ষড়রসের প্রত্যেকটী সংশ্লিষ্ট দোষে দুষ্ট হইতে বাধ্য। ইহাদের প্রত্যেকটীতে অপর পাঁচটী রস স্থূল ও সূক্ষ্মভাবে অবস্থিত। যাহাতে যে রসের প্রাধান্য থাকে, তাহা সেই রসের নাম ধারণ করে। যথা—

অংশ অংশ অংশ

মধুররসে মধুরভাব ॥০ আনা অম্ল /১২ গণ্ডা লবণ /১২ গণ্ডা—
—কটু /১২ গণ্ডা তিক্ত /১২ গণ্ডা কষায় /১২ গণ্ডা।

অম্লরসে অম্ল ॥০ আনা মধুর /১২ গণ্ডা লবণ /১২ গণ্ডা—
—কটু /১২ গণ্ডা তিক্ত /১২ গণ্ডা কষায় /১২ গণ্ডা।

লবণরসে লবণ ॥০ আনা মধুর /১২ গণ্ডা অম্ল /১২ গণ্ডা—
—কটু /১২ গণ্ডা তিক্ত /১২ গণ্ডা কষায় /১২ গণ্ডা।

কটুরসে কটু ॥০ আনা মধুর /১২ গণ্ডা অম্ল /১২ গণ্ডা—
—লবণ /১২ গণ্ডা তিক্ত /১২ গণ্ডা কষায় /১২ গণ্ডা।

তিক্তরসে তিক্ত ॥০ আনা মধুর /১২ গণ্ডা অম্ল /১২ গণ্ডা—
—লবণ /১২ গণ্ডা কটু /১২ গণ্ডা কষায় /১২ গণ্ডা।

কষায়রসে কষায় ॥০ আনা মধুর /১২ গণ্ডা অম্ল /১২ গণ্ডা—
—লবণ /১২ গণ্ডা কটু /১২ গণ্ডা তিক্ত /১২ গণ্ডা।

রস অব্যক্ত। উহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ বা চর্ম্ম প্রভৃতি পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে আত্মাই কেবল উহার স্বাদ গ্রহণের যোগ্য। আত্মা কর্ণ দ্বারা শব্দের নব রস, চক্ষু দ্বারা রূপরস, ত্বক্ বা চর্ম্ম দ্বারা স্পর্শরস ও নাসিকা দ্বারা গন্ধরসের স্বাদ গ্রহণে যেরূপ সমর্থ,

রসনা বা জিহ্বার সহায়তায় মধুরাদি ষড়রসের স্বাদ গ্রহণেও সেইরূপ সমর্থ হইয়া থাকে। স্বাদ গ্রহণে সমর্থ হইয়াও আত্মা উহা প্রকাশ করিতে অসমর্থ হওয়ায় অব্যক্ত বিষয়ের গবেষণা অব্যক্তই থাকিয়া যায়। রসজ্ঞ অনুসন্ধিৎসু যদি অনুসন্ধান করে,তবেই ইহার প্রকৃত তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারে। মাটিতে সমস্ত দ্রব্য ও গুণের সমাবেশই মাটিকে সর্ব্বরসান্বিতা করিয়াছে।

জড় আত্মা

জল পঙ্গু। বায়ুই উহার একমাত্র নেতা। কর্ম্মী বায়ু যখনই ক্লান্ত হয়, তখনই বৃষ্টির সহিত রসময়ী মাটিকে আলিঙ্গন করিয়া শ্রান্তি দূর করে। অশান্তির ভীষণ তাড়নায় উৎপীড়িত রসময় বায়ু শান্তির আশায় জলের প্রতি কণার সহিত বহুধা বিচ্ছিন্ন হইয়া আত্মারূপে বহুভাবে মাটির গর্ভে আবদ্ধ হইয়াছে, —তমসা সঙ্গিনী তাহার। যাহা কিছু ছিল, তাহা সমস্তই জলের সহিত মাটিতে আত্মসমর্পন করিয়াছে। সাধারণ চক্ষুর অগোচর হইয়াও তাহা বীজে বৃক্ষের ন্যায় রসায়নবিদ্ অনুসন্ধিৎসুর নিকট সমস্তই সুপ্রকাশ। রসময়ী মাটির গর্ভে আবদ্ধ আত্মা তমসার তেজে সুপ্ত শিশুর ন্যায় রসশয্যায় শায়িত ও অর্দ্ধনিদ্রিত বা জড়। শান্তিরসের আর প্রগাঢ় আলিঙ্গন নাই, শান্তি হইয়াছে অশান্তির আশ্রিতা। রুক্ষ-স্বভাব তমসাই কেবল আত্মার মহানিদ্রার অন্তরায়। পরমাত্মা

বায়ুর বিচ্ছিন্ন এবং আবদ্ধ অবস্থাই আত্মা। গমনাগমন ও ভাব বিনিময়ে শক্তিহীন আত্মাই জড় আত্মা নামে অভিহিত।

জড় দেহ

পতিসঙ্গে বীজরূপী সতেজ জল বা রস ধারণ করিয়া মাটি আজ চিন্ময়ী। রূপের আধার অন্ধ তেজ তমসার সহিত মাটির গর্ভে অবস্থান করিয়া অচেতনার একমাত্র আশ্রয় জল বা রস ক্রমেই বহুভাবে বহুরূপ ধারণ করিতে চলিয়াছে। চেতনা তমসার তাপে উহা ক্রমেই শুষ্ক ও দৃঢ়। দৃঢ় হইয়াও উহা রসময় আত্মাকে ত্যাগ করে নাই। জলের দৃঢ় আলিঙ্গনে আত্মা প্রায় অচল বা জড় অবস্থায় অবস্থিত।

আদি চন্দ্রের ন্যায় পৃথিবীতেও জল হইতে রস, উপরস; ধাতু, উপধাতু; রত্ন, উপরত্ন; ধাতব লবণ, তৈল ও প্রস্তর প্রভৃতি বহুবিধ তৈজস পদার্থের উৎপত্তি সম্ভব হইয়াছে। তেজের প্রাধান্যে জল দৃঢ় হইলে পঙ্গু বা জড় হইতে বাধ্য হইয়া থাকে। শান্তিকামী জলযোনি আত্মা চিরসঙ্গিনী অচেতনাকে ত্যাগ করিতে অসমর্থ বলিয়াই সে আজ অচেতনার আধার জলের দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ বা জড়দেহের দেহী। গর্ভবতী মাটি ক্রমেই পীনোন্নতা পয়স্বিনী,—যেন পূর্ণা যুবতী। উহার উত্তর বক্ষে পুরুষ ও প্রকৃতিরূপে গৌরীশঙ্কর ও কাঞ্চনজঙ্ঘা সুধার আধার পীনোন্নত পয়োধর দুইটি যেন অভ্রভেদী হইয়াছে। কালের শাসনে অনুশাসিতা মাটি জড় হইয়াও রত্ন প্রসবিনী। সে আজ বহু জড় সন্তানের জননী হইতে

চলিয়াছে। তৈজস পদার্থে সর্ব্বদাই তেজের প্রভাব অধিক। তেজের প্রভাব অধিক থাকায় ভূগর্ভস্থ রসবিকার সমস্তই তৈজস নামে অভিহিত।

জড়জগতে আত্মার উত্তম, উৎসাহ, বুদ্ধি আছে—সীমাবদ্ধ। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার আছে; ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও তৃপ্তি আছে;—নাই কেবল ভাব বিনিময়ের শক্তি। রসময়ী মাটির ক্রোড়ে মাটির রসে পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত এই জড়জগতের একমাত্র প্রতিপালক পরমাত্মা বায়ুই আত্মার পিতা,—জল ব্রহ্মরূপিণী যোনি বা দেহ এবং গর্ভধারিণী ব্রহ্মময়ী মাটি উহাদের একমাত্র মাতা।

মহাত্যাগী চন্দ্রের প্রভাবে তেজের প্রভাব হীনপ্রভ। শান্তি আত্মা অশান্তির সঙ্গিনী হইয়াও এস্থানে শান্তিদায়িনী। এরূপ শান্তি আর কোনও স্থানে নাই বলিয়াই শান্তিপ্রিয় পরমাত্মা ব্রহ্মময়ী পৃথিবীকে চিরসঙ্গিনী করিয়াছে। তেজের প্রভাবে মৃণ্ময়ী চিণ্ময়ী এবং অচেতনা চৈতন্যময়ী হইয়াও আদি চন্দ্রের ন্যায় কখনও অশান্তির একাধিকারে আসিবে না।

জল আগুনের চিরশত্রু। চেতনা শান্তির বক্ষে এস্থানেও সময় সময় অশান্তির আগুন প্রজ্বলিত করিতে প্রয়াস পায়,—কিন্তু নিত্য নূতন শান্তিজলের শুভ আগমনে উহার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া থাকে। মাটির শান্তি ও আত্মার তৃপ্তি সাধনের জন্য পরমাত্মা বায়ু অবিরত পুরাতন দিয়া চন্দ্রলোক হইতে নানা পথে নিত্য নূতন শান্তিজল বহনে নিযুক্ত রহিয়াছে।

বহুদিন একস্থানে আবদ্ধ না থাকিলে জল তেজস্বী হইতে পারে না। মাটির গর্ভে আবদ্ধ জল বহুবিধ তৈজস দেহ ধারণ করিলেও বিজয়ী রসরাজের মহান ত্যাগে এ পৃথিবী সূর্য্যে পরিণত হইতে সমর্থ হইবে না। তেজের প্রভাব বর্দ্ধিত হইলে উহা যে জলে নিমজ্জিত হইয়া মহাপ্রলয় সূচনা করিবে,—সময় সময় সাময়িক ভূমিকম্প হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

কফ।

তৈজস পদার্থ ধারণ করিয়া নিদাঘে শুষ্ককণ্ঠ হইলেও গর্ভবতী মাটির অন্তরে রসের সঞ্চার নিয়মিত। ৯ই আষাঢ়ের পর হইতে সূর্য্যের প্রবল প্রভাব দীন হইয়া চলিল। উহার মন্দ প্রভাবে চন্দ্রের প্রভাব ক্রমেই মন্দ। উগ্রস্বভাব বায়ুর উগ্রতা কথঞ্চিৎ শান্তভাব ধারণ করিয়াছে। নিদাঘের প্রবল বায়ুপ্রবাহে শ্রান্ত ক্লান্ত মেঘগুলি যেন জলভারে অবনত। নভোমণ্ডল প্রায়ই মেঘাবৃত। উহারা শান্তিতে মাটির বক্ষে অবিশ্রান্ত মৃদুমন্দ শান্তিবারি সিঞ্চন করিয়া ক্লান্তি দূর করিবার অবসর পাইয়াছে। বর্ষা সমাগতা। তমসাবৃতা মাটি অবিরত শান্তিসুধা পান করিয়া রসময়ী আজ।

আঁধারে তেজের প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। (প্রলয়) মেঘের ছায়া বা অন্ধকারে মাটির গর্ভে তেজের প্রাধান্য অনিবার্য্য। অশান্তির আশ্রয় তেজস্বী তেজ মাটির বক্ষস্থ

শান্তিবারি শোষণ করিতে অত্যন্ত আগ্রহশীল হইল। শান্তিতে অশান্তির প্রভাব উপলব্ধি করিয়াও অবিরত শান্তিসুধা পানে শান্ত বায়ু এই সময় অত্যন্ত কুপিত হয়। ক্রুদ্ধ হইলে কর্ম্মে অপটু হইতে বাধ্য। শান্তির আশ্রয় জলের একমাত্র নেতা পরমাত্মা বায়ুর অলসতায় মাটির আশ্রিত রস প্রভাবহীন হইয়াছে। তেজস্বী হইয়াও জলের প্রাধান্যে তেজ মাটির বক্ষস্থ জলগুলি শোষণ করিতে সমর্থ হইল না। অসমর্থ হইয়াও সে উৎসাহহীন হয় নাই।

নিদাঘের প্রখর তাপে দগ্ধপ্রায় মাটির বক্ষে অবিরত মেঘের ছায়া বা অন্ধকারের প্রাধান্য ভূগর্ভস্থ তেজের তেজ বৃদ্ধি করায় বর্ষার প্রারম্ভে মাটিতে অগ্নি ও মৃদ্‌গুণের প্রাধান্য উপস্থিত। তেজ ও মৃদ্‌গুণের প্রাধান্য উপস্থিত হইলে লবণ রসের উৎপত্তি অনিবার্য্য। (ষড়রস) লবণরস জলের পিচ্ছিলতা সম্পাদক। জলের পিচ্ছিলতাই জলে তৈল ও আঠার অস্তিত্ব প্রমাণ করে। ধূনাতে জল সংযোগ করিলে আঠার উৎপত্তি হয়। আঠা, জল ও তৈল মিলিত হইতে সমর্থ। ধূনা, তৈল ও জল একত্র মিলিত হইলে যে প্রকার পিচ্ছিল পদার্থের উৎপত্তি সম্ভব, বর্ষাকালে অবিরত মৃদুবৃষ্টির প্রভাবে মাটির বক্ষস্থ জলকেও সেইরূপ পিচ্ছিল পদার্থে পরিণত হইতে দেখা যায়। কফে তৈলাংশ থাকায় উহা জলের উপর ভাসিতে সমর্থ।

মেঘমালার আচ্ছাদনী ভেদ করিয়া সূর্য্য পৃথিবীর উপর

প্রভাব বিস্তারে প্রায়ই অসমর্থ। তেজস্বী হইয়াও জলের প্রাধান্যে শান্তভাবাপন্ন মাটির তেজ সামান্য হইলেও মাটির বক্ষস্থ জলরাশিকে সম্পূর্ণ শোষণ করিতে সমর্থ হয় নাই। মেঘের ছায়ায় বা অন্ধকারে তেজস্বী মাটির তেজ ও মৃদ্‌গুণের প্রাধান্যে বর্ষাকালে লবণরসের উৎপত্তি অনিবার্য্য হইয়াছে। লবণরসের প্রভাবে মাটির বক্ষস্থ অবিদগ্ধ জল লবণাক্ত হইয়া পিচ্ছিলভাব ধারণ করিল।

মন্দতেজ তেজের প্রভাবে প্রভাবান্বিত অবিদগ্ধ পিচ্ছিল-ভাবাপন্ন লবণরস জলই কফ নামে পরিচিত। উহা তেজের প্রভাবে প্রগাঢ়ভাব থারণ করিলে মধুর রসে পরিবর্ত্তিত হয়। কফ—গুরু, শীতল ও স্নিগ্ধ। গুরু, শীতল, স্নিগ্ধ ও পিচ্ছিল প্রভৃতি গুণসম্পন্ন মধুর স্বভাব কফ ভেদবুদ্ধিহীন। মহা-প্রেমিকই কেবল প্রেমের আলিঙ্গনে সকলকে মুগ্ধ ও জয় করিতে সমর্থ। অচেতনা আত্মার একমাত্র আশ্রয় রস বা জল কফে পরিবর্ত্তিত হইলে মধুর স্বভাব আত্মা তাহারই আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। পতিপ্রাণা মধুর-প্রকৃতি সে আজ শান্তিকামী রসময় পরমাত্মা বায়ুর সহিত কফের আশ্রিতা। পরমাত্মা বায়ু আত্মা শান্তির সঙ্গ ত্যাগ করিতে পারে নাই। মধুরে মাধুরে আজ মধুর মিলন উপস্থিত।

উদ্ভিদ।

বর্ষার প্রভাব আর নাই। রত্নপ্রসবিনী ঋতুমতী রসময়ী মাটি অনন্ত কাল প্রসব করিয়া চলিয়াছে,—চলিয়াছে নানা

রঙ্গে পতি সঙ্গে হেলিয়া দুলিয়া। শান্তি কিন্তু শান্তি হারাইতে বসিল। অনন্ত শান্তির যতটুকু অংশ কফের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, ততটুকুই ষড়ঋতুর কবলে পতিত হইয়া অশান্তির উৎপীড়নে উৎপীড়িত হইতে আরম্ভ করিল। ষড়ঋতুর কবলে পতিত শান্তির আশ্রয় কফগুলি অশান্তির আশ্রয় তেজের প্রভাবে ক্রমে অম্ল, মধুর, তিক্ত, কষায় ও কটুরস ধারণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। অনন্ত রসময় পরমাত্মা বায়ুর যতটুকু অংশ কফের আশ্রয়ে ছিল, ততটুকু অংশ আজ ষড়রসের রসিক হইয়া কফদেহে আবদ্ধ।

সর্ব্বপ্রথম উদ্ভিদের উৎপত্তি চেতন জগতের অগোচর। চেতন জগৎ সূচিত হইবার পূর্ব্বেই যে উদ্ভিদের সূচনা হয়; উহার প্রকাশ্য ক র্ম্মই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। বীজের সূচনা না হইলে উদ্ভিদের সূচনা যেরূপ অসম্ভব, উদ্ভিদের সূচনা না হইলে বীজের সূচনাও সেইরূপ অসম্ভব। লতা, পত্র ও মূলপ্রসারী উদ্ভিদ দেখিয়া বীজের প্রয়োজন সম্বন্ধে সন্দেহের সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব নহে।

যাহা হইতে যাহার উৎপত্তি হয়, তাহাতে তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করিলে প্রত্যেক উদ্ভিদে সর্ব্বত্রই বীজের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য। শক্তিসম্পন্ন প্রকৃতি ও পুরুষের স্থূল বা সূক্ষ্ম মিলন স্থানই বীজ নামের যোগ্য। যে উদ্ভিদের যে স্থানে সতেজ প্রকৃতি ও পুরুষ অবস্থান করে, সে উদ্ভিদ সেই স্থান হইতে বিস্তৃতিলাভ করিতে সমর্থ।

অনুসন্ধিৎসুর নিকট বীজে বৃক্ষ নিত্য, সত্য ও প্রত্যক্ষ হওয়ায় বীজ এবং উদ্ভিদ কোনটীই অগ্র পশ্চাৎ উৎপন্ন হইতে পারে না। যে কোন তত্ত্বজিজ্ঞাসু একটী বীজের সংযোগ স্থান তীক্ষ্ণ ছুরিকা দ্বারা মৃদু হস্তে পৃথক করিলে প্রকৃতি ও পুরুষাকার দুইটী পত্র সমন্বিত ব্রহ্মরূপিণী গুঁড়ি বা পত্র দুইটীর উৎপত্তি ও মিলন স্থানের সন্ধান পাইতে পারে। আরও অনুসন্ধিৎসার সহিত সন্ধান করিলে উহাতে মূল, পুষ্প ও ফল দৃষ্টিগোচর হয়। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের জন্য যে কোন তৈলবীজই প্রশস্ত। একটীর সন্ধান পাইলে বিজ্ঞ ব্যক্তি ঐ জাতীয় সর্ব্বত্রই একরূপ দর্শন করিতে সমর্থ হইবে। সর্ব্বত্র স্থুল দর্শনের অযোগ্য হওয়া অসম্ভব নহে বলিয়াই তৈলবীজকে আদর্শ করা হইল।

তেজ ও রসের আদান প্রদানে ঋতুমতী মাটির বক্ষে আবদ্ধ বা জড় রসময় আত্মার সহিত শায়িত কফগুলি ক্রমে সবুজ বর্ণ ধারণ করিয়া সজীব রহিয়াছে। পুনরায় বর্ষা সমাগমে রসময় উহারা পত্র-পুষ্প সমন্বিত বহু প্রকার বিবিধ আকার উদ্ভিদে পরিণত হইল। অশান্তির উৎপীড়নে পরমাত্মা বায়ু অশান্তি, শান্তি ও রসের সহিত বাষ্পাকারে উত্থিত হইতে যাইয়া কফ-দেহে বহুভাবে আবদ্ধ হওয়ায় কফগুলি বিভিন্ন প্রকার বুদ্‌বুদের ন্যায় বহু আকার ধারণ করিয়াছে বলিয়াই বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদের সৃষ্টি সম্ভব হইয়াছে। জল হইতে উৎপন্ন উহারা জলেই পুষ্ট। দুগ্ধে ঘৃত থাকায় দুগ্ধ হইতে ঘৃতের উৎপত্তি যেরূপ সম্ভব, জলে তৈলাক্ত পিচ্ছিল পদার্থ থাকায় জল হইতে

উদ্ভিদের বীজরূপী কফের আগমও সেইরূপ সম্ভব। আকাশ, বাতাস, তেজ, জল ও মাটি উহাদের জীবন ধারণের সহায় হইলেও একমাত্র জল বা রসের অভাবে উহাদের জীবন ধারণ অসম্ভব হওয়ায় জলই প্রধান উপাদান হইতে বাধ্য। যাহাতে যাহা নাই, তাহা হইতে তাহার উৎপত্তি ও পুষ্টি অসম্ভব হওয়ায় জলই উহাদের একমাত্র যোনি বা ব্রহ্মপদের যোগ্য। জলে উদ্ভিদের সত্ত্বা ছিল বলিয়াই জল হইতে উৎপন্ন উহারা জলে পুষ্ট হইতে সমর্থ।

মাটির গর্ভে তেজের প্রাধান্য বিদ্যমান থাকায় রস যেরূপ তেজের অধীন হইয়া তৈজস পদার্থে পরিণত হয়, তেজের মন্দ প্রভাবে মাটির বক্ষস্থ অবিদগ্ধ রসও সেইরূপ কফে পরিণত হইয়া রসালা বৃক্ষলতা বা উদ্ভিদে পরিবর্ত্তিত হইল। তৈজস পদার্থে তেজ এবং উদ্ভিদে রসেব বা কফের প্রাধান্য জগতে অশান্তি চেতনা ও শান্তি অচেতনার সমান শক্তি ঘোষণা করে। মাটিতে রসের আগম-নিগম বা জোয়ার-ভাটা নিয়মিত হওয়ায় মাটির আশ্রিত কালের অধীন রসগ্রাহী উহাদের দেহেও রসের আগম-নিগম বা জোয়ার-ভাটা নিয়মিত।

পিত্তের সূচনা

বৎসরের পর বৎসর চলিয়াছে,—ঋতুর পর ঋতুস্নাতা মাটি বর্ষার জল ধারণ করিয়া বহু জড় সন্তানের জননী। জননীর উত্তর বক্ষে সুধার আধার কাঞ্চনজঙ্ঘা ও গৌরীশঙ্কর অভ্রভেদী পীনোন্নত পয়োধর দুইটী হইতে অবিরত নিঃসৃত সুধারাশি কত

প্রবাহিনী সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। শত শত প্রবাহিনী সুধা লইয়া প্রতি সন্তানের মুখে উপস্থিত। ক্ষুধার সময় সুধা পান করিয়া দিন দিন হৃষ্টা, পুষ্টা ও বৰ্দ্ধিতা তরুলতা পত্র-পুষ্প ও ফলভারে অবনতা আজ। একুল ওকুল তটিনীর কূলে কত বন উপবন সৃষ্টি করিয়া উহারা মাটিকে অপূর্ব্ব সাজে সজ্জিতা করিয়াছে। পরমাত্মা বায়ুর চুম্বনে হেলিয়া দুলিয়া পবিত্র-স্বভাব বৃক্ষলতা সাম মন্ত্রের সুমধুর সুরে পত্র, পুষ্প, ফল ও সুবাস বিতরণ করিয়া সৰ্ব্বদাই যেন মাতৃপূজায় ব্যস্ত।

তেজ ও জল কেহই পচনশীল নহে। উহারা প্রত্যেকই পরিবর্ত্তনশীল। তেজের আধিক্য যেরূপ রস বা জলকে শোষণ করিতে সমর্থ, হীনতেজ তেজের প্রভাব সেইরূপ রস, জল বা রসপ্রধান বস্তুর অবিদগ্ধকারক। তেজ জলের চিরশত্রু। সে দূরে থাকিয়া যেরূপ আপন ধৰ্ম্ম প্রতিপালন করিতে সমর্থ, নিকটে সেরূপ নহে। রস বা জলের প্রাধান্য উপস্থিত হইলে তেজ হীন-বল হইতে বাধ্য।

পূজার অর্ঘ্য পত্র, পুষ্প, ফল ও সুবাসগুলি মাটি সাদরে গ্রহণ করিয়াছে। বনের ছায়ায় বা অন্ধকারে তেজস্বী মাটির তেজ উহার রসভাগ শোষণ করিতে ক্রুটী করে নাই। তেজের উচ্ছিষ্ট শুষ্ক অর্ঘ্যগুলি আজ মাটির বক্ষে শায়িত। বর্ষার অপ্রতিহত প্রভাবে উহারা অবিরত সিক্ত এবং মধ্যে মধ্যে বৃষ্টির প্রবল প্রভাবে ধৌত হইয়া নিম্নগামী জলের সহিত কতকাংশ মাটিতে, কতকাংশ খাল, বিল, নালা প্রভৃতি নিম্নতর

ভূমি সমূহে, কতকাংশ বা প্রবাহিনীর জলে পতিত হইয়া অপার জলধি সঙ্গমে চলিয়াছে,—চলিয়াছে জলযোনি জলের সহিত মিশিবে আশায়। সে আশা পূর্ণ হইল না। দুগ্ধ হইতে একবার ঘৃত উত্থিত হইয়া উহা যেরূপ পুনরায় দুগ্ধের সহিত মিলিত হইতে সমর্থ হয় না, মাতৃপূজার অর্ঘ্যগুলিও সেইরূপ জলের সহিত মিলিত হইতে সমর্থ হইল না,—মাটির অর্ঘ্য গ্রহণ করিল মাটি।

রসময় বা জলসিক্তদ্রব্য একস্থানে প্রচুর পরিমাণে জমা থাকিলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই উহাকে উত্তপ্ত হইতে দেখা যায়। প্রচুর পরিমাণ জলসিক্ত বা রসময় দ্রব্য জলের নিম্নে বা মাটির আশ্রয়ে জমা হইয়াছে। জলের প্রভাবে মাটির তেজ মন্দ প্রভাব ধারণ করিলেও তেজের আশ্রয় চেতনা চেষ্টায় বিরত হয় নাই। অভাবই কর্ম্মের প্রেরণা দিয়া থাকে। মাটির আশ্রয়ে দ্রব্যের আগম চেতনার উৎসাহ বর্দ্ধন করিল।

দ্রব্যই আগুন জ্বালিবার একমাত্র স্থান। সপত্নী আত্মার প্রেমরস বা জল হইতে বিচ্ছেদ সাধন করিয়া পরমাত্মা বায়ুর সহিত সতত রমণের আশায় সে উহাদিগকে প্রজ্বলিত করিতে গিয়াছিল,—কিন্তু জলের প্রবল প্রভাব তাহার সে চেষ্টা ব্যর্থ করিয়াছে। রসময় দ্রব্যের সহিত মিলিত হইয়া আগুন জ্বালিতে অসমর্থ সে উহাদিগকে উত্তপ্ত করিলেও উহার তেজ ক্রমে বিদগ্ধ হইয়া চলিল। বিদগ্ধ শব্দ রসজ্ঞ, পণ্ডিত; দক্ষ বা পটু অর্থ বোধক। জল যেরূপ দ্রব্যগুলিকে নিজের অধিকারে

আনয়ন করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, তেজও সেইরূপ চেষ্টার ক্রটী করে নাই। তেজ বিদগ্ধ হইয়াও এ যুদ্ধে জয়ী। বিরুদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী উভয়ের বিরুদ্ধ ইচ্ছায় মাটির আশ্রিত দ্রব্যগুলি ক্রমে মাটি ও অগ্নিগুণে লবণ, অগ্নি ও জল গুণে অম্ল এবং জল ও বায়ুগুণের প্রাধান্যে কটুরসে পরিণত হইয়া সত্য সত্যই অগ্নি গুণ সম্পন্ন রসজ্ঞ, পণ্ডিত, দক্ষ, পটু ও পূতি গন্ধ তীব্র ক্ষার বা সারে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। চেতনা আগুন জ্বালিতে অসমর্থা হইলেও দ্রব্য গুলিকে আয়ত্তাধীন করিল। মাটির তেজ ও সূর্য্যের তাপে বদ্ধজল ক্রমে সুশুষ্ক হইবার সঙ্গে সঙ্গে সার-গুলিও সুশুষ্ক হইয়া মাটির আশ্রয়ে অবস্থান করিতেছে,—চেতনা তাহার সঙ্গিনী॥

পিত্ত

পৃথিবী সর্ব্বসহা। সে সকলের প্রভাবই সমান ভাবে ধারণ ও বহন করিতে সমর্থ। আদি চন্দ্রের ন্যায় এস্থানে কেহ একাধি-পত্য বিস্তার করিতে পারে নাই। কালের শাসনে অনুশাসিতা এই পৃথিবীতে সকলেই কালের অধীন। বর্ষা, শরৎ ও হেমন্ত ঋতুতে এস্থানে তেজ যেরূপ প্রভাব বিস্তার করে, শীত, বসন্ত ও গ্রীষ্ম ঋতুতে সেইরূপ রসের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। এ স্থানে বাহ্য তেজের প্রভাবে জল ও কফের সঞ্চার এবং জল ও কফের প্রভাবে পিত্তের সঞ্চার অবশ্যম্ভবী।

সার এক প্রকার ক্ষার দ্রব্য। পাশ্চাত্য ভাষায় ইহাই গ্যাস নামে পরিচিত। মাতৃপূজার অর্ঘ্য বা আবর্জ্জনা গুলি সর্ব্বত্রই

সারে পরিণত হইয়া মাটিতে আত্ম সমর্পণ করিয়াছে। পরিমিত জলের সঙ্গ লাভ করিয়া উহা এক প্রকার পূতিগন্ধ বিশিষ্ট উত্তপ্ত আগ্নেয় বাষ্পসার ত্যাগ করে। সময় সময় উহাকে' অগ্নি উদ্গীরণ করিতেও দেখা যায়। ভৌতিক আলেয়া ঐ সারের প্রতিক্রিয়া ভিন্ন আর কিছুই নহে। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা এই সার হইতেই গ্যাসের আলো আবিষ্কার করিয়াছে। উহা যেন সাক্ষাৎ রূপবান তেজ।

'সার' শব্দ—উত্তেজক, তেজ, বল, শ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্ট, বিবিধবর্ণ ও পীড়া অর্থ বোধক। ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিতে উহার তুল্য বস্তু আর নাই। চেতন জগতের কারণ অগ্নিগুণসম্পন্ন লবণ, অম্ল ও কটু রসের সমষ্টি তীক্ষ্ণ, উষ্ণ ও তীব্র রসজ্ঞ তেজের প্রতিমূর্ত্তি ক্ষার হইতে য়্যাসিড্ বা বাষ্পসারের ন্যায় এই সার হইতে উৎপন্ন বাষ্পসারের প্রকাশ্য কর্ম্মই উহাকে মায়ু বা পিত্ত নামে অভিহিত করিয়া থাকে।

চেতন জগৎ বা জীবদেহে তাপ দান করাই পিত্তের প্রধান ধর্ম্ম। যতক্ষণ উহা জীবদেহে বিদ্যমান থাকে, ততক্ষণই দেহ তাপবান বা চেতন। চেতন জগৎ বা জীব দেহে তাপের অভাব হইলে দেহ অচেতন বা নিষ্ক্রিয় হয়। দেহের নিষ্ক্রিয় বা অচেতন অবস্থার অপর নাম্ মৃত্যু।

দেহে আত্মার স্থিতি কালকে আয়ু বলা হয়। আত্মার শ্রেষ্ঠ স্থিতি কালই (পরম+আয়ু) পরমায়ু। পিত্তের অভাবে দেহে আত্মার অভাব অনিবার্য্য হওয়ায় ইতর, শক্র, শ্রেষ্ঠ ও

কেবল অর্থবোধক 'পর' শব্দ যোগে নিকৃষ্ট বা ইতর বস্তু হইতে উৎপন্ন এই মায়ু বা পিত্তকে পর+মায়ু বলিলে বোধ হয় ভুল হয় না। পরমায়ুঃ শব্দের পরিবর্ত্তে পরমায়ু ভাষার প্রচলন এবং শ্রুতি মাধুর্য্যই অনুসন্ধিৎসুর গবেষণা সত্যে পরিণত করে।

জীবদেহে পিত্ত ভিন্ন অন্য অগ্নি নাই। তেজের অভাবে পরমাত্মা বায়ুর ন্যায় পিত্তের অভাবে জীবদেহে আত্মার অভাব অনিবার্য্য। বিসূচিকা প্রভৃতি মহামারী মন্দাগ্নি-সম্ভূত। বৃষ্টির প্রভাবে জলের সঙ্গ লাভ করিয়া মাটির আশ্রিত সার হইতে গ্যাসের ন্যায় সর্ব্বত্র পিত্তের সঞ্চার সম্ভব হওয়ায় জনপদ-ধ্বংসকারিণী মহামারীর সময় বৃষ্টির আগমে জীবদেহে অগ্নির বৃদ্ধি ও মহামারীর প্রভাব নাশ প্রত্যক্ষ করিয়া ইতর ও শ্রেষ্ঠ বাচক 'পর' শব্দ যোগে এই পিত্ত বা মায়ুকে পরমায়ু নামে অভিহিত না করিলে চিরসত্যের অপলাপ করা হয়।

চেতন জগতে একমাত্র এই পিত্ত বা মায়ুই আয়ুঃ, বর্ণ, বল, স্বাস্থ্য, উৎসাহ, পুষ্টি, প্রভা, তেজঃ, ওজঃ, ক্ষুধা, প্রাণ ও তাপ উৎপাদক। অপরিমিত জল, রস বা রসময় পদার্থের সঙ্গ লাভ করিয়া কালের শাসনে অনুশাসিত এই পিত্তই আবার দেহে দাহ, পাক, ঘর্ম্ম, ক্লেদ, কোথ, (পচা) ও রক্তিমা সমূহ সৃষ্টি করিয়া দেহ ও আত্মার মহা অশান্তি সৃষ্টি করায় রোগ নামে পরিচিত হইতে বাধ্য।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

চেতন জগতের কল্পনা

কল্পনা নহে মায়া, মিথ্যা নহে। যাহারা কল্পনাকে বাস্তবে পরিণত করিতে অসমর্থ, তাহারাই বলে রাক্ষসী মায়া কল্পনা সর্ব্বনাশী। বিনা কল্পনায় কোন কর্ম্মই হইতে পারে না। কল্পিত-কর্ম্মের অনুষ্ঠানই কল্পনাকে বাস্তবে পরিণত করিয়া থাকে। যাহা ছিল না বা নাই তাহার কল্পনা আসিতে পারে না। কল্পনা বাস্তবে পরিণত হইবে আজ,—না হয় কাল। কালে উহার স্বরূপ প্রকাশ হইতে বাধ্য।

শরতের জলভরা শুভ্র মেঘগুলি অনিশ্চিতের দিকে চলিয়াছে,—চলিয়াছে সান্ধ্য সমীরণে হেলিয়া দুলিয়া ক্ষুণ্ণ মনে শূণ্য পটে মৃদু মন্দ ভাবে। সান্ত্বনার ছলে সোহাগভরে চালিত করিয়া বিশ্বকর্ম্মা পরমাত্মা বায়ু উহাদের সহিত যেন কত খেলায় মত্ত। সে খেলায় যে কত ভাঙ্গা গড়া, কত কল্পনা ও কত আশা বিদ্যমান, খেলার ছলে অঙ্কিত চিত্রলেখা বা আলেখ্যই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। কুম্ভ কারের কল্পনা যেরূপ এক মাটিকে বিভিন্ন আকার বহুপ্রকার পাত্রের সূচনা করে, বিশ্বকর্ম্মা বায়ুর কল্পনাও সেইরূপ মেঘগুলিকে মুহূর্ত্তে কতপ্রকার বিভিন্ন আকার সজীব দেহ, বৃক্ষ, লতা, বন, উপবন ও পর্ব্বত প্রভৃতির সূচনা, পরিবর্ত্তন ও লয় করিয়া অনুসন্ধিৎসুর প্রাণে কল্পনাকে

বাস্তবে পরিণতির অনুসন্ধিৎসা জাগাইয়া চলিয়াছে। কল্পনার বিরতি নাই, আশার শেষ নাই, সৃষ্টি অশেষ। জগতে যাহা কিছু আছে বা বর্ত্তমান নাই, অনন্ত আকাশের চিত্রলেখায় তাহার অভাব নাই

সন্ধ্যা সমাগতা। সৃষ্টির সন্ধান দিয়া আলেখ্য আজ সন্ধ্যার অন্ধকারে আত্মগোপন করিল। অনুসন্ধিৎসুর দৃষ্টি নিম্নগামী হইয়া বদ্ধ হইল বদ্ধ জলে। কত শত শত শৈবাল, পঙ্কজ, তগর, কুমুদ ও কল্হার সুশোভিত পূতিগন্ধ নীলবর্ণ সে বদ্ধজল কবির হৃদয়ে শরতের অপূর্ব্ব শোভা অঙ্কন করিল। অনুসন্ধিৎসুর নিম্নগামী দৃষ্টি চিত্রলেখার কল্পনা বাস্তবে পরিণত দেখিবার জন্য সজীব দেহের সন্ধানে ব্যস্ত।

সূচনা।

মাটিতে সারের অভাব নাই। শরতে বৃষ্টির প্রভাব মন্দভাব ধারণ করিয়াছে। বর্ষার অন্তরীক্ষ তিক্ত-জল মাটির আশ্রয়ে উপস্থিত হইয়া মাটি ও জলগুণের প্রাধান্যে মধুর রস ধারণ করিলেও উহা অধিক দিন স্থায়ী হইল না। পরিমিত জলের সঙ্গ লাভ করিয়া গ্যাস যেরূপ আগ্নেয়-বাষ্প ত্যাগ করে, মাটির আশ্রিত সারও সেইরূপ বর্ষার পরিমিত জলের সঙ্গ লাভ করিয়া পূতিগন্ধ বাষ্পসার বা পিত্ত ত্যাগ করিতে সমর্থ হওয়ায় শরতে সর্ব্বত্রই পিত্তের সঞ্চার অনিবার্য্য হইয়াছে।

পিত্ত পচনশীল নহে। পরিপাক ও শোষণ করাই উহার

ধর্ম্ম। অপরিমিত জল, রস ও রসময় পদার্থের সঙ্গ লাভ করিলে উহা শক্তিহীন হইয়া রসময় ও বিদগ্ধ হয়। বিদগ্ধ পিত্ত মিশ্রিত জল বা রস অবিদগ্ধ হইয়া কফে পরিবর্ত্তিত হইতে বাধ্য। (কফ) রসের সঞ্চারে পিত্তের সঞ্চার এবং তেজের প্রতিমূর্ত্তি পিত্তের সঞ্চারে কফের প্রকোপ কালের অধীন।

ক্ষাররস দ্রব্যরসের রঞ্জক। পিত্তের রস ক্ষার। লবণ, অম্ল ও কটুরসের সমষ্টি তীব্র ক্ষাররস পিত্তের প্রভাবে মাটির আশ্রিত রসময় দ্রব্যগুলির রঞ্জিত রস জলের সহিত মিলিত হইয়া শরতের বদ্ধ জলরাশিকে রঞ্জিত ও পূতিগন্ধ করিয়াছে।

লবণরস জলের পিচ্ছিলতা সম্পাদক, অম্লরস বিচ্ছেদ-কারক ও কটুরস শোষক। অপরিমিত জল, রস বা রসময় দ্রব্যের সহিত মিলিত হইয়া কটুরস তাহার শক্তি প্রায় হারাইয়াছে। লবণরসের প্রভাবে অপরিমিত জলরাশি পিচ্ছিল ভাব ধারণ করায় পিত্তের অম্লগুণে ঐ পিচ্ছিল অংশ যেরূপ বিচ্ছিন্ন ও নিম্নগামী, সামান্য হইলেও কটুরসের প্রভাবে সেইরূপ জলের পিচ্ছিলাংশ ভারবস্তু কফগুলি ক্রমে গাঢ় হইয়া মাটির আশ্রয়ে চলিয়াছে।

শরতের বদ্ধ জলে আজ আর কফ ও পিত্তের অভাব নাই। নিম্নগামী কফের সহিত মধুর প্রকৃতি অচেতনা যেন চেতনাকে শাস্তি দিতে চলিয়াছে। সারের সার বা পিত্ত চেতনার অধীন। জল হইতে পৃথক থাকিলে সার কখনই পিত্ত ত্যাগ করিতে

সমর্থ হয় না। জলের নিকটে জল হইতে পৃথক থাকিয়া পরিমিত জল বা রস গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলে সারে পিত্ত ত্যাগের শক্তি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

কফগুলি মাটির আশ্রয়ে উপস্থিত হওয়ায় উহার পিচ্ছিলতা-গুণে মাটি ও সার জল হইতে অনেকটা পৃথক্ হইয়াছে। পিচ্ছিল কফের আবরণ ভেদ করিয়া জল সারের উপর আর অধিক প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইল না। জলের নিকটে জল হইতে পৃথক থাকিয়া পরিমিত জল বা রস গ্রহণে সমর্থ সার যেরূপ তেজস্বী, অচেতনার সহিত পরমাত্মার সঙ্গ লাভ করিয়া চেতনাও সেইরূপ তেজস্বিনী হইয়াছে।

চেতনার আজ আনন্দের সীমা নাই। সপত্নী-হিংসা তাহার উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। জলের নিকটে জল হইতে পৃথক থাকিয়া পরিমিত জলের সঞ্চারে গ্যাসের আগ্নেয় বাষ্পের ন্যায় জলের নিকটে পিচ্ছিল কফের আবরণে ঢাকা জল হইতে পৃথক মাটির আশ্রিত সার তীব্রস্বভাব পূতিগন্ধ পিত্ত ত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়াছে। সপত্নী-হিংসা বিষে জর্জ্জরিতা অচেতনাকে চেতনার তীব্র প্রভাব অনুভব করিয়া পরমাত্মা বায়ু ক্রোধে উন্মত্তপ্রায়। সে যেরূপ শান্তির শান্তিরক্ষায় উদ্বিগ্ন, শান্তি অচেতনাও সেইরূপ পরমাত্মার শান্তিবিধানে ব্যস্ত। পতিপ্রাণা সে ব্যথিতা হইয়াও ব্যথিত পতিকে ত্যাগ করে নাই। চেতনার জ্বালাময় প্রভাব ধারণ করিয়া জলের আশ্রয় অচেতনা সচেতনা বায়ুর সহিত বাষ্পাকারে চলিয়াছে।

সজীব দেহ।

চেতনা ও অচেতনায় তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত। উভয়ই মৌলিক বা অনাদি। এই মহাযুদ্ধে উহাদের জয়-পরাজয় চিন্তা অপেক্ষা নৈসর্গিক যুদ্ধ কৌশল ও তাহার পরিণাম প্রত্যক্ষ করিবার আগ্রহে রসায়নবিদ্ রস বা জলের আশ্রয় গ্রহণ করিল। ক্ষার হইতে য়্যাসিড্ বা দ্রাবক বাষ্পের ন্যায় সার হইতে অবিরত বাষ্পসার বা পিত্তের উৎপত্তি যেরূপ দ্রুত চলিয়াছে, পরিবর্ত্তনশীল জলও সেইরূপ অবিরত কফে রূপান্তরিত হইয়া কফের পুষ্টি বর্দ্ধন করিতে লাগিল। চেতনার উৎপীড়নে চঞ্চল ও সচেতন বায়ু পিচ্ছিল কফের আবরণ ভেদ করিয়া অধিক দূর অগ্রসর হইতে সমর্থ হইল না। পিচ্ছিল লালিকায় আবদ্ধ হইয়া সে কফরাশির মধ্যে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে বাধ্য হইল বা অচেতনার আশ্রিত শান্তিময় কফ অশান্তির উৎপীড়নে মহা অশান্ত বায়ুকে শান্তি দিবার জন্য দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিতে যাইয়া বায়ুপূর্ণ দৃতি অথবা জলবুদ্‌বুদের ন্যায় শূন্যগর্ভ বিভিন্ন আকার বহুপ্রকার দেহে পরিণত হইল।

শূন্যগর্ভ হইয়াও সমস্ত দেহগুলি জলে ভাসমান হইতে সমর্থ হয় নাই। পুনঃপুনঃ কফের আলিঙ্গনে গুরু ও পুষ্ট দেহের কতকগুলি মাটির আশ্রয়ে, কতকগুলি অর্দ্ধ ভাসমান, কতকগুলি বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু জলবুদ্‌বুদ্ বা গাঁ্যাজানির ন্যায় জলের উপর ভাসমান থাকিতে বাধ্য হইয়াছে।

কেবল জলে নহে। স্থলেও বর্ষায় সিক্ত পত্র, পুষ্প ও ফলের আচ্ছাদনে ঢাকা মাটির আশ্রিত সার উহাদের পরিমিত রসাস্বাদন করিয়া তীব্র পিত্ত ত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়াছে। জ্বালাময় পূতিগন্ধ সেই পিত্তের প্রভাবে পূজার অর্ঘ্য পত্র-পুষ্পাদির রস কফে পরিবর্ত্তিত না হইয়া পারে নাই। জলে কফের ন্যায় সচেতনা চঞ্চলমতি বায়ুকে ধারণ করিয়া মাটির আশ্রয়ে বা ভূমিতেও কফগুলি বিভিন্ন আকার বহু প্রকার দেহে পরিণত হইয়াছে।

অনাদি অনন্ত বিরাট পুরুষ পরমাত্মা বায়ু একাই আজ বহুভাগে বহুভাবে বিভক্ত ও কফদেহে আবদ্ধ হইয়া জীবাত্মা নামে অভিহিত। সচেতনা পিত্তের সহিত অচেতনা শান্তির আশ্রয় কফদেহে আবদ্ধ হইয়াও আত্মার নিদ্রা নাই। চেতনা অশান্তির তাড়নায় সে যেরূপ সতত শান্তিহারা সচেতন, পিত্তের প্রভাবে দেহগুলি সেইরূপ সজীব।

পরমাত্মা বায়ুর জাগরণ না ঘটিলে দেহের সূচনা হইত না। চেতনার তাড়নায় সতত অস্থিরমতি পরমাত্মা বায়ুর চঞ্চলগতি বিবিধ আকার বহু প্রকার দেহের সূচনা করিয়া চিত্রলেখায় অঙ্কিত বায়ুর কল্পনা বাস্তবে পরিণত করিল। অনুসন্ধিৎসুর প্রাণে আজ বিপুল আনন্দ উপস্থিত। সে আনন্দ তাহার অনন্ত অনুসন্ধিৎসার প্রবৃত্তি জাগাইয়া চলিয়াছে।

স্ত্রী, পুরুষ ও নপুংসক দেহ।

জলে ও স্থলে তিন জাতীয় দেহের সৃষ্টি দৃষ্টিগোচর হইল।

উগ্র বাষ্পবেগ বা সচেতনা পিত্তের সহিত আত্মাকে ধারণ করিয়া কতকগুলি কফদেহ মাংসপেশীর ন্যায় দীর্ঘ, অপেক্ষাকৃত মন্দ বাষ্পবেগ ধারণ করিয়া কতকগুলি গোলাকার, এবং মন্দ বাষ্পবেগ ধারণ করিয়া অর্ব্বুদ বা আব্ নামক রোগ বিশেষের ন্যায় কতকগুলি চাপা দীর্ঘ, কতকগুলি বা চাপা গোল আকার ধারণ করিয়াছে।

বাষ্পের উগ্রবেগে যে দেহগুলি পেশীর ন্যায় দীর্ঘ ও সূক্ষ্মাগ্র, সেগুলি অধিক শূন্যগর্ভ হইয়াও খর্ব্ব বা বেঁটে; গোলাকার দেহগুলি স্থূল বা অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ও নাতিশূন্যগর্ভ; এবং অর্ব্বুদের ন্যায় চাপা দেহগুলির যে কতকগুলি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ, তাহারা গোলাকার, চেপ্টা বা চাপা দেহগুলি অপেক্ষা অধিক শূন্যগর্ভ হইয়াও পেশীর আকার দেহগুলির ন্যায় অধিক শূন্যগর্ভ নহে।

অশান্তির তাড়নায় চঞ্চলমতি বাষ্প বা আত্মা কফদেহে আবদ্ধ হইবার সময় কতকগুলি দেহের সম্মুখভাগ স্থূল এবং কতকগুলি দেহের পৃষ্ঠদেশ স্থূল কফের আবরণে আচ্ছাদিত হইয়াছে। প্রকাশমান চেতন জগতে মৃতদেহগুলি জলে নিক্ষেপ করিলে স্ত্রীদেহের সম্মুখভাগ জলের উপরে বা চিত হইয়া এবং পুরুষদেহের পৃষ্ঠদেশ জলের উপরে বা উপুড়ভাবে ভাসমান দেখিয়া অনুসন্ধিৎসু খর্ব্বাকৃতি স্থূলপৃষ্ঠ পেশীর ন্যায় দীর্ঘ দেহগুলিকে স্ত্রীজাতীয় এবং গোলাকার নাতিশূন্যগর্ভ স্থূল সম্মুখভাগ দেহগুলিকে পুরুষদেহ অনুমান করিল। আবার

চেতন জগতে স্ত্রী ও পুরুষ ভেদে দুই জাতীয় নপুংসক প্রত্যক্ষ করিয়া অর্ব্বুদাকৃতি চাপা-দীর্ঘ দেহগুলিকে স্ত্রী এবং গোলাকার-চাপা দেহগুলিকে পুরুষ অনুমান করিয়াও সামান্য বাষ্পবেগ ধারণ করায় নপুংসক দেহের অনুমান করিয়াছে। প্রত্যক্ষ দর্শনে উহার কোন অনুমানই অমূলক হইল না। ব্যক্ত জগতে সকলই সত্যে পরিণত হইয়া সাধনায় সিদ্ধি দান করিল।

দেহে রক্ত ও তাপ।

চেতনার প্রতিহিংসা-বৃত্তি নষ্ট হয় নাই। অচেতনার আশ্রয় কফদেহে আবদ্ধ হইয়াও পিত্তাশ্রিত চেতনা যুদ্ধে বিরত হইল না। অচেতনা ও চেতনাব নূতন ধরণের সে মহাযুদ্ধ অনুসন্ধিৎসুকে মুগ্ধ করিয়াছে।

তেজের সঞ্চারে জলের ন্যায় তেজের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি পিত্তের সঞ্চারে দেহে রসের সঞ্চার অনিবার্য্য। লবণ, অম্ল ও কটুরস মুখে ধারণ করিলে উহাতে রসের সঞ্চার যেরূপ অবশ্যম্ভাবী, লবণ, অম্ল ও কটুরসের সমষ্টি তীব্র ক্ষাররস পিত্তকে ধারণ করিয়া দেহ-গহ্বরেও সেইরূপ রসের সঞ্চার আরম্ভ হইয়াছে। দ্রব্যরসে তীব্র ক্ষাররস মিলিত হইলে উহা উত্তপ্ত ও রঞ্জিত হইতে বাধ্য। তীব্র ক্ষাররস পিত্তের সহিত দেহরস মিলিত হইয়া কোষ্ঠে বা দেহের শূন্যগর্ভ স্থানে উত্তপ্ত ও রঞ্জিত হয়। রঞ্জিত রসই রক্ত নামে পরিচিত। দেহের একমাত্র সন্তাপকারক পিত্তমিশ্রিত সেই রঞ্জিত রস বা রক্তই দেহকে সর্ব্বদা উত্তপ্ত রাখিয়াছে।

চর্ম্ম।

সন্তাপই চর্ম্ম সৃষ্টির একমাত্র কারণ। দেহে আজ সন্তাপের অভাব নাই। অগ্নির মৃদু-মন্দ সন্তাপে দুগ্ধ যেরূপ সরের আবরণে আবৃত হয়, রক্তের মৃদুমন্দ সন্তাপে দেহেও সেইরূপ চর্ম্মের সূচনা হইয়াছে। চর্ম্মের আবরণে আবৃত দেহ ক্রমেই দৃঢ় হইয়া চলিল। চর্ম্মের স্তর সাতটি। সপ্তস্তর চর্ম্ম ভেদ না করিলে দেহে বাহ্য প্রভাব প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় না। চর্ম্ম দেহের আবরণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। দেহস্থ রসই ক্রমে শুষ্ক ও দৃঢ় হইয়া চর্ম্মে পরিণত হয়। বাহ্য প্রভাব ধারণ করিয়া উহা আত্মার গোচর করিতে সমর্থ হয় বলিয়াই চর্ম্মকে স্পর্শনেন্দ্রিয় বলা হইয়া থাকে।

দৈহিক যন্ত্র।

চেতন জগতে সকল জীবদেহই যন্ত্রচালিত। অন্ত্র, ফুস্‌ফুস্‌, হৃৎপিণ্ড, যকৃৎ, প্লীহা, মূত্রপরিষ্কারক যন্ত্র, মূত্রস্থলী ও জরায়ু প্রভৃতি যে সমস্ত যন্ত্রের সাহায্যে দেহ চালিত, জীবজগতে বা দেহে তাহা সমস্তই বক্ষ-প্রাচীরের অভ্যন্তর হইতে বঙ্‌ক্ষণ দেশ বা কুচ্‌কী পর্য্যন্ত বিস্তৃত শূন্যগর্ভ স্থানে অতি সুকৌশলে সন্নিবেশিত। পৃথক পৃথক কার্য্য করিয়াও উহারা পৃথক নহে। বৃক্ষের মূল, গুঁড়ি ও শাখা প্রশাখার ন্যায় যন্ত্র গুলি ক্রমে বিস্তৃতি লাভ কয়িয়াছে। বৃক্ষের গুঁড়ি কাটিয়া দিলে মূল ও শাখা প্রশাখা যেরূপ নিষ্ক্রিয় হয়, যন্ত্রের গুঁড়ি

বিনষ্ট বা নিষ্ক্রিয় হইলে সমস্ত যন্ত্রই সেইরূপ নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকে। কেহ কেহ এই যন্ত্রগুলির অগ্রপশ্চাৎ ক্রম-বিকাশ স্বীকার করেন না। ক্রমবিকাশ স্বীকার করিলে আদি ও অন্ত স্বীকার করিতে হয়। সসীম দেহে যন্ত্রগুলি সীমাবদ্ধ হইতে বাধ্য। উহাদের অন্ত আছে। অন্ত স্বীকার করিলে আদি স্বীকার করা স্বাভাবিক। একত্রে একই সময়ে সমস্ত গুলি যন্ত্রের সূচনা যাঁহারা স্বীকার করেন, তাহাদের গবেষণা রসায়নবিদ্ অনুসন্ধিৎসু স্বীকার করে প্রলয়ে,—ব্যক্ত বা প্রকাশ্য জগতে নহে। অনুসন্ধিৎসু কাহারও উক্তি অবিশ্বাস বা উপেক্ষা করে না। এক রস হইতে সকলের উৎপত্তি সম্ভব হওয়ায় তর্কের সিদ্ধান্ত অপেক্ষা প্রত্যক্ষ প্রমাণসহ সত্যের সন্ধান শ্রেয়ঃ মনে করিয়া সে আজ রসের অনুগমন করিল।

আমাশয় ও অন্ত্র।

কোমল চর্ম্মাবৃত কফদেহের শূন্যগর্ভে আম বা অপক্ক রস সঞ্চিত ও রঞ্জিত হইয়া রক্তের সূচনা করিয়াছে। ক্ষাররস দ্রব্যরসে মিলিত হইয়া রস হইতে দ্রব্যগুলিকে যেরূপ পৃথক করে, দেহবিগলিত পিত্তমিশ্রিত রসও সেইরূপ রসের পিচ্ছিলাংশ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। জলের আশ্রিতা মাটির ন্যায় রসের আশ্রিত পিচ্ছিলাংশ আজ রসের আধার হইবার জন্য নিম্নগামী হইয়াছে। দেহতাপে শুষ্ক ও বায়ুদ্বারা চালিত হইয়া উহা ক্রমেই থলির আকার ধারণ করিল। স্থূল হইতে

ক্রমে সূক্ষ্ম এই থলির পরিমাপ প্রত্যেক জীবের হস্তের চতুর্দ্দশ হস্ত হইলেও স্ত্রীদেহে উহার পরিমাপ দ্বাদশ হস্ত মাত্র। ইহার অপর নাম অন্ত্র। জীবদেহে ইহাই আদি। ইহার তুল্য সুবৃহৎ যন্ত্র জীবদেহে আর নাই। ইহার সর্ব্বোর্দ্ধ স্থূল অংশ আম বা অপক্করস ধারণ করায় আমাশয় নামে পরিচিত। আমাশয়ের নিম্নাংশ সঙ্কুচিত। এই সঙ্কুচিত কতকটা অংশ রস ধারণ ও গ্রহণ করে বলিয়া গ্রহণী নামে অভিহিত হইয়াছে এই স্থানে তাপের আধার রূপহীন তেজ বা পাচকপিত্ত অবস্থান করে। গ্রহণীস্থ পিত্ত তাপদায়ক ও রসের পরিপাক কারক। গ্রহণীর নিম্নে কতকটুকু নাতিস্থূল স্থানকে ক্ষুদ্রান্ত্র বলা হয়। ইহাই বায়ু বা আত্মার শান্তি নিকেতন বা প্রধান অবস্থান স্থান। উহা দক্ষিণ বঙ্ক্ষণ বা কুচকীর উপর যাইয়া একটি থলির আকার ধারণ করিয়াছে। ঐস্থানে রসের মলভাগ জমা হয় বলিয়া উহাকে মলাশয় বা উণ্ডুক বলে। বায়ুর চঞ্চল গমনে উণ্ডুকের পরবর্ত্তী অংশ কুঞ্চিত আকারে মলরাশি বহন করিয়া চলিয়াছে,—চলিয়াছে ঊর্দ্ধদিক হইয়া অধোদেশে, অশান্তির তাড়নায় উৎপীড়িত চঞ্চলগতি বায়ু বা আত্মার প্রবাহে প্রবাহিণীর ন্যায়। এই অন্ত্রের আদি বা স্থূল অংশ আমাশয়ই যে জীব দেহের আদি যন্ত্র, উহার প্রকাশ্য কর্ম্ম সমূহই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। ইহা রসের বিকার ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমাশয়ের নিম্ন হইতে মলের রসে পুষ্ট অন্ত্রগুলি ক্রমেই দৃঢ় হইয়া চলিয়াছে।

হৃৎপিণ্ড ও ফুস্‌ফুস্‌।

আমাশয়ের রঞ্জিত ও উত্তপ্ত রস হইতে অবিরত বাষ্প উৎপন্ন বা রসশয্যায় শায়িত আত্মা পিত্তের তাড়নায় জর্জ্জরিত হইয়া পিত্তমিশ্রিত রসের সহিত বাষ্পাকারে উত্থিত হইয়া ইতস্ততঃ বহির্গমনের চেষ্টায় উদ্বিগ্ন। উহার বহির্গমনের চেষ্টায় গ্রহণীর ঊর্দ্ধে নাভিস্থলে বা আমাশয়ের শেষ অংশ হইতে চক্রাকারে নাভিকে বেষ্টন করিয়া প্রধানতঃ ২৪টি নাড়ী বা প্রণালী বহির্গত হইয়াছে। ঊর্দ্ধ ও অধোগামিনী ঐ প্রণালী গুলি রসের পিচ্ছিলাংশ হইতে উৎপন্ন হইয়া উহাদের একটি আমাশয়ের রঞ্জিত রস বা রক্ত বহন করিয়া চলিয়াছে,—চলিয়াছে ঊর্দ্ধদিকে দূরতর স্থানে। উহার শেষ অংশ একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে কমল কলিকার ন্যায় রক্তের দ্বিতীয় গোলাঘর বা আধারে পরিণত হয়। বাষ্পবেগে অবিরত চালিত রক্তের চাপ যখন উহা সহ্য করিতে সমর্থ হইল না, তখন যে পথে উহার মধ্যে রক্ত প্রবেশ করিতেছিল, সেই পথের চতুর্দ্দিকে কলিকা গাত্র হইতে কতকগুলি প্রণালী বহির্গত হইয়া ঊর্দ্ধ ও অধোদিকে বিস্তৃতিলাভ করিল।

রক্ত গতায়াত কালে ঐ যন্ত্রটীর মধ্যে যে ফেন উদ্গত হইয়াছে, একটী প্রণালী সেগুলিকে লইয়া ঐ যন্ত্রনালীর চতুর্দ্দিকে মধুচক্রের ন্যায় আর একটী যন্ত্রের সূচনা করে। বায়ুপূর্ণ এই তৃতীয় যন্ত্রটী নিম্নদেশ হইতে বর্দ্ধিত হইয়া ক্রমে ঊর্দ্ধদেহে সংলগ্ন হয়। রক্তের দ্বিতীয় অধার কমল কলিকার

ন্যায় যন্ত্রটী বায়ুপূর্ণ দৃতির আকার তৃতীয় যন্ত্রের গাত্রে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া দোদুল্যমান,—যেন দৃঢ় কফে আবদ্ধ রহিয়াছে। তৃতীয় যন্ত্রটী দেখিলে স্বতঃই মনে হয়, নিরাশ্রয় রক্তের আধার দ্বিতীয় যন্ত্রটীকে ধারণের জন্যই যেন উহা আত্ম প্রকাশ করিয়াছে।

দ্বিতীয় যন্ত্রটীর মধ্য দিয়া রক্ত গমনাগমনের সময় উহার উত্থান ও পতন অনিবার্য্য হইল। উহার উত্থান-পতন দেখিয়া মনে হয়, উহাই যেন আমাশয় হইতে রঞ্জিত রস বা রক্তগুলি হরণ করিয়া স্থানান্তরে প্রেরণ করে। 'হৃ' ধাতুর অর্থ হরণ করা। ভাবে ক্বিপ্ প্রত্যয়ান্ত করিলে 'হৃ' ধাতু হইতে হৃৎ শব্দের উৎপত্তি হইয়া থাকে। পিণ্ডাকার এই যন্ত্রের হরণ করা স্বভাব দেখিয়াই বোধ হয় অনুসন্ধিৎসু উহাকে হৃৎপিণ্ড নামে অভিহিত করিয়াছে।

নাসারন্ধ্র।

অক্লান্তকর্ম্মী হৃদ্‌যন্ত্রের অবিরত কর্ম্মই দেহের চেতনা আনয়ন করে। দেহের চেতনা রক্ষা করায় উহার অপর নাম চেতনাধিষ্ঠান। বায়ু বা আত্মাই উহার একমাত্র নায়ক। চেতনার তাড়নায় সতত অস্থিরমতি আত্মা অচেতনা ও চেতনার অধিষ্ঠান রস ও পিত্তের সহিত পঞ্চধা বিভক্ত হইতে বাধ্য হইয়াছে। আমাশয় হইতে জাগরিত এক আত্মা বা বায়ুই সমান, অপান, প্রাণ, উদান ও ব্যান নামে পরিচিত। পঞ্চ-প্রাণ,

পঞ্চ-বায়ু বা পঞ্চ-আত্মা এক্ষণে শান্তির শান্তিরক্ষায় সতত ব্যস্ত। ক্লেদক, অবলম্বক, বোধক, তর্পক ও শ্লেষ্মক প্রভৃতি পাঁচভাগে বিভক্ত অচেতনার আশ্রয় কফের ন্যায়,—পাচক, রঞ্জক, সাধক, আলোচক ও ভ্রাজক প্রভৃতি পাঁচভাগে বিভক্ত চেতনার আশ্রয় পিত্ত সতত অস্থিরমতি ঐ পঞ্চবায়ু বা আত্মার সহিত বিদ্যমান থাকিয়া দেহকে প্রতিপালন করিতে উদ্যত হইল। চেতনা ও অচেতনা আত্মার সঙ্গ ত্যাগ না করায় উহাদের আশ্রয়গুলিও আত্মার সঙ্গ ত্যাগ করিতে পারে নাই।

নিরাশ্রয় হৃদ্‌যন্ত্রের আশ্রয় তৃতীয় যন্ত্রটী বায়ু বা আত্মার দ্বিতীয় স্থান। বায়ুপূর্ণ দৃতির ন্যায় ঊর্দ্ধদেহ সংলগ্ন এই যন্ত্রটিতে পুনঃ পুনঃ হৃদ্‌যন্ত্রের আঘাত ঐ স্থানগত বায়ুকে উত্ত্যক্ত করিয়া তুলিল। তৃতীয় যন্ত্রস্থ বায়ু উত্ত্যক্ত হইয়া ক্রমেই ঊর্দ্ধগামী হইতে চেষ্টা করায় ঊর্দ্ধদেহ বায়ুর চাপে দেহ অপেক্ষা নাতিসূক্ষ্ম আকারে বর্দ্ধিত হইয়া চলিয়াছে। এই বর্দ্ধিত অংশই ক্রমে গলদেশ ও শিরোদেশ সূচনা করিল। গল-দেশ অপেক্ষা শিরোদেশ স্থূলতর হওয়ায় উহার নিম্নক্ষেত্র হইতে সতত মুক্তিকামী বায়ু বহির্গমনের চেষ্টা করে। ছিদ্র-কারক বায়ুর সেই বহির্গমনের চেষ্টায় শিরোদেশ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে প্রকাশমান নাসাস্থানটি উন্নত হইয়া নাসারন্ধ্রের সৃষ্টি হয়। হৃদযন্ত্রের পুনঃপুনঃ আঘাতে তৃতীয় যন্ত্র হইতে বায়ু ঐ নাসাপথে পুনঃ পুনঃ বহির্গত ও অন্তরে প্রবিষ্ট হইতে বাধ্য হইল। তৃতীয় যন্ত্রটি যেন আধুনিক মোটর গাড়ীর বাঁশীর

ন্যায় সুকৌশলে প্রস্তুত। হৃদ্‌যন্ত্রের আঘাত যতবার উহাতে পতিত হয়, ততবারই ফুস্‌ফুস্-শব্দে বহির্গত হইয়া পুনরায় পূর্ব্ব পরিমাণ বায়ু তৃতীয় যন্ত্রটির মধ্যে প্রবেশ করিতে বাধ্য হয়। বায়ু নির্গমনের এই ফুস্‌ফুস্ শব্দ হইতেই বোধ হয় ঐ তৃতীয় যন্ত্রটী ফুস্‌ফুস্ নামে পরিচিত হইয়াছে।

গলনালী ও মুখগহ্বর।

দেহের চেতনা উপস্থিত। আমাশয়স্থ বাষ্পবেগ আমাশয়কে বর্দ্ধিত করিয়া ঊর্দ্ধদিকে নাতিস্থূল একটি সরল ও কোমল প্রণালীর সূচনা করিল। উহা দৃঢ় শ্বাসনালীকে অবলম্বন করিয়া চলিয়াছে। শ্বাসনালীর শেষ অংশে বা নাসারন্ধ্রের নিম্নে উপস্থিত হইয়া প্রণালীটি আর বাষ্পবেগ সহ্য করিতে সমর্থ হইল না। "ওঁ" শব্দের সহিত বিদীর্ণ হইয়া "আ" শব্দে অবসন্ন সে শ্বাসনালীর গাত্রে বিলীন অবস্থায় পতিত হইয়াছে। প্রশস্ত ভাবে বিদীর্ণ এই স্থানটিই জীবদেহে মুখগহ্বর নামে পরিচিত। শ্বাসনালীর গাত্রে বিলীন থাকায় অন্ত্রস্থ বায়ু বা বহির্ব্বায়ু কোনটীই ঐ পথে সহজে নির্গত বা প্রবিষ্ট হইতে সমর্থ হয় না। আমাশয়ে বায়ুর চাপ অত্যধিক হইলে সময় সময় ঐ পথে উদ্গাত হইবার সম্ভাবনা থাকিলেও বহির্ব্বায়ু অন্ত্রে বা আমাশয়ে প্রবেশ করিতে অসমর্থ।

এই প্রণালীটি দ্রব্যবাহী। দ্রব্য বায়ু অপেক্ষা গুরু। উহাতে গুরু দ্রব্য প্রবেশ করিবা মাত্র সহজেই অধোগামী

হইতে সমর্থ হয়। উহার মুখে গুরু দ্রব্য উপস্থিত হইলে উহা ক্রমে প্রসারিত ও সঙ্কুচিত হইয়া দ্রব্যগুলিকে অধোগমনে সাহায্য করিয়া থাকে। অত্যধিক বাষ্পবেগে আমাশয়স্থ দ্রব্য উদীর্ণ হইতে সমর্থ হইলেও সহজে নহে। উহা কষ্টে উদীর্ণ হইয়া দেহকে অত্যন্ত দুর্ব্বল করে।

আমাশয়ে রসের আগম।

চেতনার অধিষ্ঠান হৃদ্‌যন্ত্রটী আমাশয়ের সমস্তটুকু রস হরণ করিয়াছে। রস কখনও বিনষ্ট হয় না। পিত্তের তাড়নায় জীবদেহস্থ রস—রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র প্রভৃতি দ্রব্যে পরিবর্ত্তিত হয়। রসের অভাবে রসযোনি দেহাবদ্ধ আত্মার মহা অশান্তি উপস্থিত। সে রসের অভাব অনুভব করিয়াছে। অভাবের অনুভূতিই জ্ঞান। অভাবের তাড়নায় আত্মা যেরূপ জ্ঞানী, সেইরূপ কর্ম্মী হইয়াছে। তাহার কর্ম্মে বিরতি নাই। কর্ম্মের দ্বারা জ্ঞান মার্জ্জিত হইয়া ক্রমেই পরিস্ফুট হয়। জীব যে পর্য্যন্ত অভাব অনুভব না করে, সে পর্য্যন্ত তাহার জ্ঞান ও কর্ম্মের স্ফূর্ত্তি হয় না। আত্মার শান্তিতেই দেহের শান্তি। শান্তিকামী আত্মা শান্তিময় রসের আশায় অস্থির হইয়া উঠিল। ভোগ পিপাসা তাহার প্রবলতর হইয়াছে। শান্তিই আত্মার একমাত্র ভোগ্য। রস ভিন্ন অন্য কিছুতেই শান্তি নাই। যে স্থানে রস, সেই স্থানেই শান্তি বিরাজিতা। ব্রহ্মরূপিণী যোনি বা রসবিকার সচেতন দেহে রসের অভাব উপলব্ধি করিয়া

সতত অস্থির প্রাণপ্রতিম পতি বায়ুর শান্তির জন্য দেহ আজ রস সংগ্রহ করিতে আগ্রহশীল হইয়া উঠিল। একান্ত আগ্রহই প্রার্থিত বস্তুকে নিকটস্থ করে। আগ্রহের অভাবে নিকটস্থ বস্তুও দূরবর্ত্তী বলিয়া মনে হয়।

আত্মা ও দেহকে সান্ত্বনা দিবার জন্য পরমাত্মা বায়ু শান্তিময় রসের সহিত সর্ব্বদাই অতি নিকটে উপস্থিত। আত্মা ও দেহের একান্ত আগ্রহ উপস্থিত হইলেই সে উহাদিগকে সান্ত্বনা দান করে। শান্তিকামী আত্মা দেহকে রসের অভাব জ্ঞাপন করিবামাত্র দেহে উদ্যম ও উৎসাহ দুইই উপস্থিত হইল। আত্মার শান্তিকামনা ও দেহের রসাকজ্ক্ষায় দেহ মুখব্যাদান করিয়াছে। উহাদের অত্যন্ত আগ্রহ পরমাত্মাকে ব্যাকুল করিল। সে শান্তিময় রসের সহিত ঐ পথে আমাশয়ে প্রবেশ করিয়া উভয়ের শান্তি বিধানে নিযুক্ত হইয়াছে।

শান্তির আধার রসই ব্রহ্ম। রসবিকার হওয়ায় আত্মার একমাত্র অবস্থান স্থান ব্রহ্ম পদ বাচ্য এই দেহকে বিকৃত রসই কেবল শান্তি বিধান করিতে সমর্থ। ব্রহ্মই খাদক, ব্রহ্মই খাদ্য আবার ব্রহ্মই ব্রহ্মের পুষ্টিসাধক। আত্মার ভোগ্য শান্তি। সে শান্তি ভিন্ন অন্য কিছুই কামনা করে না। কেবল শান্তির জন্যই আত্মা দেহকে চালিত করিয়া থাকে। শান্তির জন্যই তাহার ব্রহ্ম উপাসনা। শান্তি উপাসনায় সতত ব্যস্ত আত্মার গতি ও ভাববৈষম্যই বিভিন্ন প্রকার দেহের সূচনা করিয়াছে।

মলদ্বার।

আমাশয়ে রসের অভাব নাই। নিত্য নূতন রসের সঞ্চার হইবামাত্র উহা রক্তে পরিবর্ত্তিত হইয়া ক্রমে দেহপুষ্টির সূচনা করে। দেহপুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রগুলিও ক্রমেই পুষ্ট। ক্ষুদ্রান্ত্রস্থ আত্মা রসের মলাংশ গ্রহণ করিয়া নিম্নগামী হইয়াছে। তাহার চাপে বা বেগে স্থূলান্ত্র বা মলবাহিনী প্রণালী দুইটি বঙ্ক্ষণ বা কুচ্‌কীর মধ্যস্থানের নিম্নাংশে বিদীর্ণ হইল। এই বিদীর্ণ স্থানই মলদ্বার। এই স্থানে সম্বরণী, প্রসারণী ও বিসর্জ্জনী নামক তিনটি আবর্ত্তনী নির্ম্মিত হইয়া আত্মা বা বায়ুর তৃতীয় অবস্থান স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই পথে বায়ু কষ্টে বহির্গত হইতে সমর্থ হইলেও আবর্ত্তনী তিনটির প্রভাবে বহির্ব্বায়ু অন্তরে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় না।

যন্ত্রাবরণী ও রসনা।

পান, ভোজন ও শ্বাস প্রশ্বাসের সহিত জীবদেহে রস ও পিত্তের আগম অনিবার্য্য হইয়াছে। উহাদের কর্ম্মফলে হৃদ্‌যন্ত্রের আর অবকাশ নাই। রস হরণে সমর্থ সে পক্ক ও অপক্ক উভয় রসই হরণ করে। অপক্ক রস দেহের পুষ্টিসাধন করিতে সমর্থ হয় না। হৃদ্‌যন্ত্রে উপস্থিত হইয়া রঞ্জিত রস বা রক্তগুলি সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত হয়। অপক্ক বা

অবিদগ্ধ রসই কফ ত্যাগ করিতে সমর্থ। অপক্ক রসের প্রাধান্য ঘটিলে পিচ্ছিল কফের প্রভাবে রক্তের প্রবাহ নিয়মিত হইতে পারে না। অনিয়মিত রক্তের প্রবাহ উপস্থিত হইলে হৃদ্‌যন্ত্রের গতি অনিয়মিত হইতে বাধ্য। হৃদ্‌যন্ত্রের অনিয়মিত গতিই হৃদ্‌রোগ নামে পরিচিত।

হৃদ্‌যন্ত্র হইতে একটি প্রণালী অপক্ক রসের পিচ্ছিলাংশ বা কফগুলি বহন করিয়া ফুস্‌ফুস্‌ গাত্রে উপস্থিত করে। কফ কখনও ফুস্‌ফুসের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় না। ফুস্‌ফুসের স্বাভাবিক তাপে উহার গাত্রস্থ তরল কফগুলি শুষ্ক ও গাঢ় হইবার সময় যে বাষ্প উত্থিত হয়, ঐ বাষ্পরস দেহতাপে দৃঢ় হইয়া সূক্ষ্ম জালের ন্যায় একটি আবরণী সূচনা করে। এই আবরণী ফুস্‌ফুস্‌ ও হৃদ্‌যন্ত্রকে বেষ্টন করিয়া যন্ত্রগুলির ঊর্দ্ধে ও বক্ষপ্রাচীরের নিম্নে অবস্থিত। উহার সীমা দুইটি মেরুদণ্ডকে অবলম্বন করিয়া কণ্ঠদেশ হইতে শূন্যগর্ভ স্থানের নিম্নদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। অপক্ক, তরল বা জলীয় কফ ধারণ করে বলিয়া এই আবরণী কফের দ্বিতীয় গোলাঘর বা কফাশয় নামে পরিচিত হয়।

ফুস্‌ফুস্‌ গাত্রে কফ সঞ্চিত হইয়াও অধিক সময় অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না। কিঞ্চিৎ গাঢ়ভাব অবলম্বন করিলে উহা উদীর্ণ হইতে বাধ্য। উহা ফুস্‌ফুস্‌ গাত্রে অধিক সময় অবস্থান করিলে অবস্থান স্থানে ক্ষত উৎপন্ন হইয়া জীবদেহের প্রভূত অনিষ্ট সাধন করে। যাহা অবস্থান করিলে অবস্থান স্থানের

অনিষ্ট সাধিত হয় সে স্থান তাহার অবস্থান স্থান বা গোলাঘর হইবার অযোগ্য।

কণ্ঠদেশে উপস্থিত যন্ত্রাবরণীর প্রান্তদেশ অন্নবহা প্রণালী ও শ্বাসনালীর শেষাংশে এমনই সুকৌশলে উহাদিগকে বেষ্টন করিয়া বিদীর্ণ হইয়াছে যে, বাহিরের কোনও পদার্থই উহার মধ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় না। স্থুল ভাবাপন্ন উহারই একদেশ স্থুলভাবে বর্দ্ধিত হইয়া রসনা বা জিহ্বা নামে পরিচিত।

নাভিস্থান হইতে কণ্ঠদেশ পর্য্যন্ত আবরণী ও যন্ত্রগুলির মধ্যস্থানই সতত ঊর্দ্ধগামী আত্মা বা বায়ুর চতুর্থস্থান। ঊর্দ্ধ-গামী উদান বায়ুর ঊর্দ্ধবেগ আবরণীকে নাসারন্ধ্র ও মুখ-গহ্বরের সহিত এরূপ সম্বন্ধযুক্ত করিয়াছে যে, উহা হইতে কেবল কফগুলি মুখ ও নাসাপথে নির্গত হইতে সমর্থ হয়।

মূত্র পরিষ্কারক-যন্ত্র ও মূত্রস্থলী।

রস সুপক্ক হইলেও সম্পূর্ণ পরিপক্ক হইতে অসমর্থ। অপক্ক ও রঞ্জিত রস বা রক্তের জলীয়াংশ গ্রহণ করিয়া হৃদ্‌যন্ত্র হইতে আর একটী প্রণালী প্রবাহিতা। উহা নিম্নগামিনী। ফুস্‌-ফুসের নিম্নদিকে যাইয়া ঐ প্রণালী দুইটী পিণ্ডাকার মূত্র পরিষ্কারক যন্ত্রের সূচনা করে। বৃক নামক ঐ যন্ত্র মূত্রসার হইতে নির্ম্মিত। মূত্র পরিষ্কারক এই পঞ্চম যন্ত্র হইতে উহা

আর একটী প্রণালীর সূচনা করিয়াছে। মূত্রের চাপে ক্রম-বর্দ্ধিতা এই প্রণালী নিম্নগামী হইয়া দক্ষিণ বঙ্ক্ষণ বা কুচকীর উপর বিস্তৃত একটী থলির আকার ধারণ করে। এই ষষ্ঠ যন্ত্রটীর নাম মূত্রথলী বা বস্তিদেশ। মূত্রের চাপে বা প্রবাহে বস্তিদেশ দ্বিতীয়া প্রণালী প্রসব করিয়াছে। উহাই আরও নিম্নগামী হইয়া বিদীর্ণ ক্রমে মূত্র নির্গমনের দ্বার সূচনা করে।

মূত্রদ্বার।

পুরুষ দেহ অপেক্ষা স্ত্রীদেহে বাষ্পবেগ অধিক ও সম্মুখের দেহাবরণ নাতিস্থূল হওয়ায় মূত্রনালী অধিক দূর অগ্রসর হইতে সমর্থ হয় নাই। মূত্র ও বায়ুর চাপে দেহগাত্র সহজেই বিদীর্ণ হইয়া মূত্রদ্বার বা যোনি সৃষ্টি করে।

পুরুষদেহের মূত্রদ্বার সম্পূর্ণ অন্য প্রকার। পুরুষদেহে বাষ্পবেগ অনধিক ও দেহাবরণ স্থূলতর হওয়ায় মূত্রবাহিনী প্রণালীটী সহজেই বিদীর্ণ হইতে সমর্থ হয় নাই। মূত্রবাহিনী প্রণালীর সহিত স্থূলতর দেহাবরণটী মূত্র ও বায়ুর চাপে বর্দ্ধিত হইয়া নাতিদীর্ঘ ও নাতিস্থূল মেঢ্র সূচনা করে। দেহ হইতে দূরতর স্থানে উহা বিদীর্ণ হইয়া মূত্র নির্গমন দ্বার সৃষ্টি করিয়াছে।

স্ত্রী ও পুরুষ ভেদে নপুংসক দেহে মূত্রদ্বার পূর্ব্ববৎ হইলেও বাষ্পবেগ মন্দ হওয়ায় উহার আয়তন উভয় স্থলেই অতি সামান্য হইতে বাধ্য হইয়াছে।

যকৃৎ, প্লীহা ও পিত্তকোষ।

হৃদ্‌যন্ত্র হইতে প্রবাহিতা প্রথমা বায়ু ও ফেন বাহিনী, দ্বিতীয়া কফবাহিনী এবং তৃতীয়া মূত্রবাহিনী প্রণালীর বিষয় সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। ঐ সমস্ত প্রবাহিনী বহির্গমন স্থানের একপার্শ্ব হইতে উৎপন্ন আরও একটী রক্তবাহিনী প্রণালী প্রবাহিতা। বহু শাখাপ্রশাখা প্রসারিনী মহা বেগবতী পরিস্রুত রক্তবহা এই প্রণালী পুরুষদেহের দক্ষিণাংঙ্গ এবং স্ত্রী-দেহের বাম অঙ্গ অবলম্বন করিয়া ঊর্দ্ধ ও অধোদিকে সর্ব্বাঙ্গে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে।

সর্ব্বাঙ্গে রক্ত সিঞ্চন করাই রক্তবহা প্রণালীর প্রধান ধর্ম্ম। রক্ত সিঞ্চন করিয়া সে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে। প্রত্যাবর্ত্তনের পথে উহা অপক্ক বা দুষিত রক্ত সংগ্রহ করিয়া চলিয়াছে। ফুস্‌ফুস্ গাত্রের সম্মুখে দক্ষিণাংশের নিম্নস্তরে উপস্থিত হইয়া উহা দৃঢ় কফে আবদ্ধ ও বিদীর্ণ হয়। এইস্থান হইতে দুষিত রক্তের ফেনাংশ নির্গত হইয়া থাকে। এই ফেনগুলি ফুস্‌ফুস্ ও যন্ত্রা-বরণীকে অবলম্বন করিয়া একটী বিস্তৃত সপ্তম যন্ত্রের সূচনা করে। অপক্ক বা দুষিত রক্তের প্রভাব যত অধিক হয়, উহার কায়াও ততই বর্দ্ধিত হইতে বাধ্য। বয়োবৃদ্ধির অনুপাতে উহার বৃদ্ধি অনিবার্য্য। বয়োবৃদ্ধ মানবদেহে উহার পরিমাণ আড়াই সের পর্য্যন্ত দেখা গিয়াছে। ক্রমবর্দ্ধনশীল যকৃৎখণ্ড নামক এই সপ্তম যন্ত্রটিকে দেখিলে মনে হয় উহা যেন দৃঢ় কফের বন্ধনে ফুস্‌ফুস্ ও যন্ত্রাবরণীকে অবলম্বন করিয়া দোদুল্যমান।

সপ্তম যন্ত্রের সূচনা করিয়াও প্রধানা প্রণালীটীর গতিভঙ্গ হয় নাই। সে দূষিত রক্তাংশ বহন করিয়া ফুস্‌ফুস্ গাত্রের বাম অংশে হৃদ্‌যন্ত্রের নিম্নতর স্থানে উপস্থিত। এস্থানেও' সে পুনরায় গাঢ় কফে আবদ্ধ। তাহার গতিভঙ্গ হইল। এস্থান হইতে অগ্রসর হইতে অসমর্থ হওয়ায় উহা ক্রমে বিস্তৃত হইয়া প্লীহা নামক অষ্টম যন্ত্রের সূচনা করে। এই যন্ত্রটীর এক প্রান্ত ফুস্‌ফুসের সহিত দৃঢ় কফের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ায় সপ্তম যন্ত্রের ন্যায় ইহাও ফুস্‌ফুস্ গাত্রে দোদুল্যমান।

প্রধানা প্রণালীর গতিভঙ্গ হইলেও প্রবাহ ভঙ্গ হয় নাই। প্লীহা নামক অষ্টম যন্ত্রটি গাঢ় কৃষ্ণরক্ত মিশ্রিত বর্ণের দূষিত রক্ত ধারণ করিয়া—উহার নীল-পীতবর্ণ জলীয়াংশ ত্যাগ করিতে আগ্রহশীল হওয়ায় উহা হইতে পিত্তবহা প্রণালী বহির্গত হয়। প্লীহার দান নীল-লোহিত বর্ণ তিক্ত ও ক্ষাররস রূপবান জলীয় তীব্র পিত্তগুলি বহন করিয়া প্রবাহিনীটি সপ্তম যন্ত্রের বক্ষে উপস্থিত হইয়া গাঢ় কফে আবদ্ধ হইয়াছে। পুনরায় উহার গতিভঙ্গ হইল। অগ্রসর হইতে অসমর্থ উহা ঐ স্থানেই বিস্তৃতি লাভ করিয়া নবম যন্ত্রের সূচনা করিল,—বিদীর্ণ হইল না। পিত্তগুলি স্থানাভাবে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে উদ্যত হইয়াছে। উহার প্রত্যাবর্ত্তন কালে পিত্তবাহিনী প্রণালী হইতে দ্বিতীয়া প্রণালী বহির্গত হইয়া নিম্নগামিনী। এই প্রণালীটি আমাশয়ের কোমল আবরণীটির গাত্রে উপস্থিত হইয়াছে। আমাশয়ের কোমল আবরণী উহার প্রবাহ সহ্য করিতে অসমর্থ হওয়ায় বিদ্ধ হয়।

উহাকে বিদ্ধ করিয়া পিত্তবাহিনী প্রণালীটি অধিকদূর অগ্রসর হইতে সমর্থ হইল না। পিত্তের চাপে উহার কোমলাগ্র বিদীর্ণ হইয়াছে। প্রবাহিনীর পথ-শ্রান্তি বিদূরিত হইল। তীব্র স্বভাব পিত্তকে ত্যাগ করিতে সমর্থ হওয়ায় তাহার মহাশান্তি উপস্থিত। তাহার গাত্র অবসন্ন হইয়াছে। নবম যন্ত্রস্থ সঞ্চিত পিত্ত সর্ব্বদা তাহাকে কর্ম্মিষ্ঠা করিতে সমর্থ হয় না। আমাশয়ে ভোজ্য প্রবেশ কালে আমাশয়ের কম্পনে যকৃৎ যন্ত্রের কম্পন স্বাভাবিক। যকৃৎ খণ্ড কম্পিত হইলে উহার আশ্রিত নবম যন্ত্রস্থ পিত্ত আমাশয়ে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়। তীব্র ক্ষার-রস এই পিত্ত আমাশয়স্থ দ্রব্যরসে মিলিত হইয়া রসগুলিকে রঞ্জিত বা রক্তে পরিণত করায় উহাকে রঞ্জক-পিত্ত বলা হইয়া থাকে।

'য' শব্দ যুক্ত অর্থ প্রকাশ করে। য+কৃ ধাতুকে ভাবে ক্বিপ্ প্রত্যয়ান্ত করিয়া যকৃৎ শব্দ উৎপন্ন হয়। সপ্তম যন্ত্রটী পিত্ত-কোষকে ধারণ করিয়া আমাশয়ের সহিত সংযুক্ত করায় যকৃৎ নাম উহার সার্থক হইয়াছে। এই যকৃৎ খণ্ড হইতে পিত্তকোষে পিত্ত আগমের বা সঞ্চয়ের কোন পথ বিদ্যমান না থাকায় যকৃৎ খণ্ড হইতে পিত্তকোষে পিত্তের সঞ্চার সম্ভব হয় নাই।

বিরেচন দ্বারা প্লীহার বৃদ্ধি যত শীঘ্র হ্রাস হয়, যকৃৎ খণ্ডের বৃদ্ধি তত শীঘ্র হ্রাস বা প্রশমন না হওয়ায় প্লীহার সহিত পিত্ত-কোষের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ এবং যকৃতের সহিত দূরতর সম্বন্ধ প্রমাণ সিদ্ধ হইয়া থাকে। আরও প্রমাণ করা হইল যে যকৃৎ খণ্ডস্থ

সাকার পিত্ত রক্তের মল-ধাতু ভিন্ন আর কিছুই নহে। পিত্ত ও যকৃৎ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ উপস্থিত হইলে শাস্ত্রপ্রমাণ অপেক্ষা প্রত্যক্ষ প্রমানই সহজ ও প্রশস্ত। যন্ত্র সমূহ সর্ব্বজীবেই এক। যে কোন জীব-দেহ হইতেই এই লেখনীর ভাষা সত্যে পরিণত হইতে সমর্থ। অজীর্ণরস হইতে যকৃৎযন্ত্রের সূচনা ও পুষ্টি যেরূপ সম্ভব, দুষিত রক্ত হইতে প্লীহার সূচনা ও পুষ্টি সেইরূপই সম্ভব হইয়া থাকে। অজীর্ণ হইতে যকৃৎ এবং দুষ্ট রক্ত হইতে প্লীহার সূচনা ও পুষ্টি হওয়ায় প্লীহা ও যকৃৎ অজীর্ণ বা রক্তদুষ্টির কারণ হইতে পারে না।

জরায়ু।

স্ত্রীদেহে জরায়ু একটী প্রধান ও অতিরিক্ত যন্ত্র। পুরুষদেহে উহা থাকে না। স্ত্রীদেহ উৎপন্নকালে পুরুষ দেহ অপেক্ষা অধিক বাষ্পবেগ ধারণ করায় উহাতে বায়ু ও পিত্তের প্রাধান্য থাকিতে বাধ্য। বায়ু ও পিত্ত বা মায়ুর প্রাধান্যই স্ত্রীজাতিকে দীর্ঘায়ু করিতে সমর্থ হয়। পিত্তের প্রভাব ও বাষ্পবেগের প্রাধান্যে আমাশয়ের নিম্নাংশ বা নাভিদেশ হইতে একটী অতিরিক্ত প্রবাহিনী নিম্নগামিনী। এই নিম্নগামিনী প্রবাহিনী যোনিদ্বারের ঊর্দ্ধে শূন্যগর্ভস্থানে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। বিস্তৃত ত্রিকোণাকার এই প্রধান যন্ত্রটীকে জরায়ু বা গর্ভাশয় বলে। একটী প্রণালী ঐ জরায়ু ও যোনিদ্বারকে সংযুক্ত করিয়াছে। যোনি ঐ প্রণালী ও মূত্রনালীর বহির্দ্বার বিশেষ। যোনির মধ্যাংশ কফের আবরণে

আবৃত। উহার উপরিস্থ ক্লেদ উৎপাদক একটী গোলাকার আবর্ত্তনীকে কামাদ্রি বলা হয়। কামাদ্রি হইতে ভগদ্বারের উভয় পার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষময় বৃহৎ ওষ্ঠাকৃতি একটী স্থান বিদ্যমান রহিয়াছে।

যোনির উপরিভাগের উভয় পার্শ্বে কামোদ্দীপক বহু শিরা ও স্নায়ু দ্বারা আবৃত খর্ব্ব ওষ্ঠাকৃতি আর একটী স্থান ভগদেবী নামে পরিচিত। ঐ খর্ব্ব ওষ্ঠাকৃতি অংশ দ্বারা বেষ্টিত মূত্রনালীর উপরিভাগে সঙ্গম সুখের আধার ভগাঙ্কুর অবস্থিত। ভগাঙ্কুরের নিম্নে একটী কফের আবরণী মূত্রনালী ও জরায়ুকে পৃথক করিয়াছে। ঐ আবরণীটী সতীদেবী নামে পরিচত। যুবতী-দিগের প্রথম ঋতুকাল হইতে এই যবনিকা ক্রমে অদৃশ্য হইয়া থাকে। যুবতীদিগের ঋতুকালে জরায়ুতে বায়ু ও রক্তের চাপ অধিক হওয়ায় জরায়ুর এক, দুই বা ততোধিক স্থান বিদীর্ণ হয় বলিয়াই ঋতু শোনিত নির্গত হইতে দেখা যায়। পুরুষের শুক্র ধারণে সমর্থ এই যন্ত্রটীতে গর্ভের সূচনা হওয়ায় উহা গর্ভাশয় নামে পরিচিত হইয়া থাকে।

কোষ।

কোষ শুক্রের দ্বিতীয় আধার। স্ত্রীদেহে কোষ দুইটী যেরূপ জরায়ুতে অবস্থান করে, পুরুষদেহে সেইরূপ মূত্রদ্বার ও মলদ্বারের মধ্যে মুত্রদ্বার বা মেঢ্রের ঠিক নিম্নে অবস্থিত। শুক্রের প্রধান স্থান মস্তক। মস্তক হইতে দুইটী শুক্রবাহিনী

প্রণালী মেরুদণ্ডের দুই পার্শ্ব দিয়া নিম্নগামিনী হইয়াছে। কোষ দুইটী ঐ শুক্রবাহিনী প্রণালীদ্বয়ের শেষ অংশ। কোষ-দ্বয় হইতে মূত্র নির্গমন পথে শুক্রত্যাগের জন্য একটী প্রণালী কোষ ও মূত্রনালীকে সংযুক্ত করিয়াছে।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।

গলদেশের নিম্নাংশ হইতে মলদ্বার পর্য্যন্ত স্থূলতম শূন্যগর্ভ স্থানটী অঙ্গবাচক। সর্ব্বদেহেই অঙ্গ প্রায় এক প্রকার। পিত্তের তাড়নায় চঞ্চলমতি চলন ও চালনশীল আত্মা বা বায়ুর গতিবৈষম্যে অঙ্গের বিভিন্ন স্থান চালিত হইয়া চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, মুখ, মূত্রদ্বার, ও মলদ্বার প্রভৃতি নয়টী দ্বার এবং হস্ত, পদ প্রভৃতি প্রত্যঙ্গ সমূহ উৎপন্ন হয়। বায়ুবাহিনী, পিত্ত-বাহিনী, কফবাহিনী, রক্তবাহিনী, রজোবাহিনী, স্তন্যবাহিনী ও শুক্রবাহিনী বহু প্রণালী উহারই প্রবাহে চালিত হইয়া অঙ্গের সহিত প্রত্যঙ্গগুলিকে দৃঢ়ভাবে নিবদ্ধ ও দৃঢ় করিয়াছে। জীবদেহে প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই আত্মা বা বায়ুর প্রবাহে ক্রিয়াশীল। মাটি, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ প্রভৃতি পঞ্চ মহাভূতের গুণসমষ্টি হইতে উৎপন্ন পঞ্চাত্মক চঞ্চল মন নাসারন্ধ্রের নিম্ন হইতে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থান পর্য্যন্ত অবিরত ছুটাছুটি করিয়া দেহে সর্ব্বদা কর্ম্মের প্রেরণা দান করিতে ব্যস্ত থাকে।

সগুণ আত্মাই মন। পঞ্চাত্মক আত্মা বা বায়ু মনন কার্য্যে

নিযুক্ত থাকায় মন নামে অভিহিত হয়। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, ও গন্ধের শান্তিরস ভিন্ন মন অন্য কিছুই গ্রহণ করে না। শান্তিরসই উহার একমাত্র কাম্য। শান্তির আশায় চঞ্চলমতি উহার বিভিন্ন ভাবধারাই দেহগুলিকে বিভিন্নভাবে চালিত করিয়া থাকে। মন আজ ব্রহ্ম সেবার সেবাইত। ব্রহ্ম সেবাই তাহার প্রধান কার্য্য। কর্ম্মই জ্ঞানকে মার্জ্জিত করিতে সমর্থ। মহাকর্ম্মী উহার জ্ঞান ক্রমেই মার্জ্জিত ও পরিস্ফুট হইয়া চলিয়াছে। আত্মা বা মনের বিভিন্ন ভাব বা ইচ্ছাধারা ও গতিবৈষম্যে জলের উপরিস্থ ভাসমান দেহগুলি শূন্যে উড্ডীন হইয়া খেচর, জলমধ্যস্থ দেহগুলি জলে বিচরণ করায় জলচর, এবং ভূমিস্থ দেহগুলি ভূমিতে বিচরণ করিয়া ভূচর নামে অভিহিত হয়।

দেহে বায়ুর স্থান।

দেহে আবদ্ধ বায়ু বা আত্মা রুক্ষস্বভাব। বহির্জ্জগতে চন্দ্র ও সূর্য্য এবং পৃথিবীতে জল ও অগ্নির শীতল ও উষ্ণ গুণ দুইটি যেরূপ রুক্ষস্বভাব বহির্ব্বায়ু বা পরমাত্মার ঐশ্বর্য্য, চেতন জগতে উহাদের সাক্ষাৎ রূপান্তর কফ ও পিত্তের শীতল ও উষ্ণ গুণ দুইটি সেইরূপ দেহাবদ্ধ বায়ু বা আত্মার ঐশ্বর্য্য। বিরুদ্ধ স্বভাব ঐশ্বর্য্যবান বা ভগবান আত্মা পরমাত্মার ন্যায় রুক্ষস্বভাব ধারণ করিতে বাধ্য। ভগবান আত্মা বা দেহাবদ্ধ বায়ু অব্যক্ত হইলেও উহার কর্ম্মসমূহ ব্যক্ত। সূর্য্য ও চন্দ্রের আদান প্রদান

হইতে জাগরিত পরমাত্মা বায়ু যেরূপ উহাদের ও পৃথিবীর চালক, পালক ও নেতা, পিত্ত ও রস বা কফের আদান প্রদান হইতে সতত জাগরিত দেহাবদ্ধ আত্মাও সেইরূপ উহাদেরও দেহের চালক, পালক এবং নেতা। চন্দ্র, সূর্য্য ও পৃথিবীর ন্যায় কফ, পিত্ত ও দেহ বায়ু বা আত্মার অনুগামী। দেহাবদ্ধ আত্মা বা বায়ু দেহজগতে পাঁচভাগে বিভক্ত হইয়া পঞ্চ আত্মা নামে অভিহিত হইয়াছে। উহারা দেহজগতের যে যে স্থানে যেরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, সেই অনুষ্ঠিত প্রকাশ্য বিভিন্ন কর্ম্ম সমূহই উহাদের পৃথক পৃথক স্থান নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ।

১। দেহের চালক ও পালক সমান, প্রাণ, অপান, উদান ও ব্যান প্রভৃতি পঞ্চ আত্মার মধ্যে সমান বায়ু বা আত্মাই প্রধান। গ্রহণীর নিম্নে ক্ষুদ্রান্ত্র অবস্থিত। ঐ ক্ষুদ্রান্ত্রের শেষ অংশ দক্ষিণ কুচ্‌কী বা বঙ্ক্ষণের উপর বিস্তৃত হইয়া মলাশয় নামে অভিহিত হয়। ঐ মলাশয় হইতে গ্রহণী পর্য্যন্ত ক্ষুদ্রান্ত্র বা পক্বাশয়। পক্বাশয়ে অবস্থিত বায়ু গ্রহণীস্থ পাচকাগ্নি বা পাচক পিত্তকে উদ্দীপ্ত করিয়া বিভিন্ন স্থানগত বায়ুর সমতা রক্ষা করায় সমান বায়ু বা আত্মা নামে পরিচিত হয়। সমান বায়ুর সমভাবই প্রণালীসমূহকে ক্রিয়াশীল করিয়া দেহকে নিয়মিত করিবার একমাত্র কারণ।

২। সমান বায়ু বা প্রধান আত্মার ক্রিয়াবৈষম্য উপস্থিত না হইলে ফুস্‌ফুস্‌যন্ত্রস্থ প্রাণ বায়ুর ক্রিয়াবৈষম্য উপস্থিত হয় না। হৃদ্‌যন্ত্রের তাড়নায় ফুস্‌ফুস্‌ হইতে পুনঃপুনঃ শীর্ষ, নাসা, মুখ,

জিহ্বা ও কণ্ঠ প্রভৃতি স্থানে গমনাগমন করিয়া উহা শ্বাস, প্রশ্বাস, হাঁচি, থুথুফেলা, উদ্গার ও খাদ্যাদি গ্রহণ কার্য্যে সর্ব্বদা বিব্রত থাকিয়া দেহকে সচেতন করে বলিয়াই ফুস্‌ফুস্ যন্ত্রস্থ বায়ু প্রাণ নামে খ্যাত। ফুস্‌ফুস্ বা বক্ষ এই দ্বিতীয় আত্মা বা প্রাণ বায়ুর প্রধান স্থান।

৩। নাভি হইতে কণ্ঠ পর্য্যন্ত যন্ত্রসমূহ ও যন্ত্রাবরণীর মধ্যস্থানে উদান বায়ু বা তৃতীয় আত্মার প্রধান স্থান। এই স্থানে অবস্থান করিয়া বাক্য-কথন, শারীরিক চেষ্টা, তেজঃ, ওজঃ, বর্ণ ও বল রক্ষা করায় এই তৃতীয় আত্মা উদান বায়ু নামে অভিহিত। সমান বায়ুর ক্রিয়া বৈষম্য উপস্থিত হইলে উহার ক্রিয়াবিপর্য্যয় অনিবার্য্য।

৪। সমান বায়ু বা প্রধান আত্মার কার্য্যসমূহ সুসম্পন্ন হইলে অপান বায়ু বা চতুর্থ আত্মা কোষ ও মূত্রাশয় হইতে মূত্র নির্গমন দ্বার, উরু ও কুচ্‌কীর উপরিস্থ মলাশয় হইতে মল নির্গমন দ্বার এবং জরায়ুতে সর্ব্বদাই কর্ম্মতৎপর। চতুর্থ আত্মার কর্ম্ম-কুশলতা হইতে মল, মূত্র, শুক্র, আর্ত্তব বা ঋতুশোণিত ও গর্ভ নির্ব্বিঘ্নে যথাসময়ে অপগত বা নির্গত হইতে সমর্থ হওয়ায় উহা অপান বায়ু নামে পরিচিত হইয়া থাকে।

৫। পঞ্চম আত্মা বা ব্যান বায়ু শীঘ্রগামী। উহা সর্ব্ব শরীরে বিচরণ করিয়া আক্ষেপ, বিক্ষেপ, নিমেষ ও উন্মেষ প্রভৃতি কার্য্য সুসম্পন্ন করায় ব্যান বায়ু নামে খ্যাত এই পঞ্চম আত্মার প্রভাবে স্পর্শ-জ্ঞান-সম্পন্ন দেহ দৃঢ় হইয়া থাকে। দেহবন্ধনী বা

স্নায়ুসমূহ উহার প্রধান স্থান। প্রধান আত্মা বা সমান বায়ুর ক্রিয়াবৈষম্য উপস্থিত হইলে উহার ক্রিয়াবৈষম্য অনিবার্য্য। ব্যান বায়ুর ক্রিয়াবৈষম্য উপস্থিত হইলে দেহ দুর্ব্বল ও শিথিল হইতে বাধ্য হয়।

দেহে পিত্তের স্থান।

চেতনার আশ্রয় রূপের আধার পিত্তই আত্মার জ্ঞানদাতা। রূপের আধার হইয়াও উহা রূপহীন। যকৃৎ যন্ত্রে কোষাবদ্ধ নীললোহিতবর্ণ পূতিগন্ধ যে রূপবান জলীয় পিত্ত দৃষ্টিগোচর হয়, উহা রক্তের মল-ধাতু। দ্রব্যের আশ্রয় লাভ করিয়া রূপহীন তেজ যেরূপ রূপবান অগ্নির সূচনা করে বা অগ্নিতে পরিবর্ত্তিত হয়, রূপহীন পিত্তও সেইরূপ দ্রব্যের আশ্রয় লাভ করিয়া রূপবান হইয়া থাকে। পরমাত্মা বায়ুর প্রবাহে সূর্য্যের ন্যায় চলন ও চালনশীল আত্মা বা দেহাবদ্ধ বায়ুর প্রবাহে উহা চলনশীল হয়। চালিত পিত্ত পাঁচভাগে বিভক্ত। পঞ্চ পিত্তেই শক্তি আছে,—কিন্তু শক্তি প্রচারের শক্তি নাই। শীতল ও উষ্ণ গুণসম্পন্ন কফ ও পিত্তের গুণে আসক্ত মহাশক্ত বায়ু বা আত্মাই কেবল উহাদের শক্তি প্রচার করিতে সমর্থ। কটু, অম্ল ও লবণরসের সমষ্টি তীক্ষ্ণ, উষ্ণ ও ক্ষাররস এই পিত্ত পাঁচটির শক্তি ধারণ ও ভোগ করিয়া স্থান বিশেষে আত্মা যে সমস্ত লক্ষণ প্রচার করে, সেই সমস্ত

লক্ষণ, চিহ্ন বা নির্দ্দেশ অনুসারে উহা পাচক, সাধক, আলোচক, ভ্রাজক ও রঞ্জক নাম ধারণ করিতে বাধ্য হয়।

১। দেহে পিত্ত ভিন্ন অন্য অগ্নি নাই। আমাশয় ও পক্বাশয়ের মধ্যে গ্রহণী নামক স্থানে সমান বায়ুর পার্শ্বে অবস্থান করিয়া যে পিত্ত চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য ও পেয় প্রভৃতি চতুর্ব্বিধ খাদ্য পরিপাক করে, তাহা পাচকাগ্নি নামে অভিহিত। জীবের আয়ু, বর্ণ, বল, স্বাস্থ্য, উৎসাহ, পুষ্টি, প্রভা, ওজঃ, তেজঃ, ক্ষুধা ও প্রাণ সমস্তই ইহার অধীন। পাচকাগ্নি বিকৃত হইলে রোগ, নির্ব্বাণ হইলে মৃত্যু এবং অক্ষুণ্ণ থাকিলে দেহে বিভিন্ন স্থানগত পিত্ত প্রকৃতিস্থ থাকে এবং দেহের স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকে।

২। পাচকাগ্নি বা প্রধান মায়ুর ক্রিয়া অক্ষুণ্ণ থাকিলে প্রাণ বায়ুর পার্শ্বে হৃদ্‌যন্ত্রে অবস্থিত পিত্ত বা মায়ু আত্মার ইচ্ছা ও অনিচ্ছা প্রভৃতি পূর্ণ করে বলিয়াই উহা সাধক পিত্ত নামে খ্যাত। পাচকাগ্নির ক্রিয়াবৈষম্য উপস্থিত হইলে উহার ক্রিয়াবৈষম্য অনিবার্য্য হয়।

৩। তৃতীয় মায়ু বা পিত্ত মস্তক ও চক্ষুতে প্রাণবায়ুর নিকটে অবস্থান করিয়া দৃষ্টিশক্তি বিস্তার করিতে সমর্থ হয়। আলো, আঁধার ও রূপের জ্ঞান জন্মায় বলিয়া ইহা আলোচক পিত্ত নামে অভিহিত। পাচকাগ্নি বিকৃত হইলে আলোচক পিত্তের শক্তিবৈষম্য উপস্থিত হইয়া থাকে। চক্ষু ও মস্তকই উহার প্রধান অবস্থান স্থান।

৪। গাত্র সংলগ্ন দ্রব প্রলেপাদি শোষণ করা চতুর্থ পিত্তের প্রধান কার্য্য। সর্ব্বদেহাশ্রিত ব্যান বায়ুর নিকটে অবস্থান করিয়া দেহসংলগ্ন দ্রব পদার্থ শোষণ বা ভর্জ্জন করায় উহা ভ্রাজক পিত্ত নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহার একমাত্র অবস্থান স্থান চর্ম্ম। প্রধান পিত্ত বা পাচকাগ্নির তাপই সর্ব্বদা উহার কার্য্যে সহায়তা করে। পাচকাগ্নির ক্রিয়া বিপর্য্যয় না ঘটিলে চর্ম্মগত তাপের হ্রাসবৃদ্ধি হয় না।

৫। উদান বায়ুর নিকটে যকৃৎ যন্ত্রে অবস্থিত রূপবান পিত্ত আমাশয়স্থ দ্রব্যরসের সহিত মিলিত হইয়া দ্রব্যরসগুলি রঞ্জিত বা রক্তে পরিণত করায় উহা রঞ্জকপিত্ত নামে পরিচিত। পাচকাগ্নির শক্তি অক্ষুণ্ণ থাকিলে আত্মার পুনঃপুনঃ ভোগ বাসনা ও কর্ম্মের প্রেরণা উপস্থিত হইয়া থাকে। আত্মার শান্তি কামনা বা রসাকাঙ্ক্ষায় দেহে রসের আগম অনিবার্য্য। যকৃৎ-যন্ত্রস্থ নীললোহিত-বর্ণ তীব্র তিক্ত ও ক্ষাররস রূপবান এই পঞ্চমাপিত্তের প্রভাবেই রসগুলি রক্তে পরিণত হইয়া দেহের পুষ্টি সাধনে সমর্থ হয়। পাচকাগ্নির ক্রিয়াবৈষম্য উপস্থিত হইলে ইহার ক্রিয়াবৈষম্য অবশ্যম্ভাবী হইয়া থাকে।

দেহে কফের স্থান।

তেজের প্রভাবে পৃথিবীতে রসের সঞ্চার যেরূপ অনিবার্য্য, পিত্তের সঞ্চারে আমাশয়ে রসের প্রভাবও সেইরূপ অনিবার্য্য। বহির্জ্জগতে সূর্য্যের প্রভাবে চন্দ্রের ন্যায় দেহজগতে পিত্তের

প্রভাবে রসের প্রভাব উপস্থিত হইয়া থাকে। রসের প্রভাব উপস্থিত হইলে জীবদেহে সুপক্ক কফের সৃষ্টি যেরূপ অবশ্যম্ভাবী, কফের প্রভাবে দেহের পুষ্টিও সেইরূপ অবশ্যম্ভাবী হয়।

দেহে পিত্তের প্রভাবে রসের পরিণামই কফ। পক্ক ও অপক্ক উভয় রসই কফে পরিবর্ত্তিত হইতে সমর্থ। পক্ক রসের পরিণাম বা সুপক্ক কফ যেরূপ দেহের পুষ্টিসাধক, অপক্করসের পরিণাম অবিদগ্ধ কফ সেরূপ নহে। অবিদগ্ধ কফ সর্ব্বদাই দেহের ক্ষয় সম্পাদন করে। রসের পরিণাম এই কফ কখনও রস-হীন হয় না। জীবদেহে আম বা অপক্ক রসের প্রথম আগম স্থান আমাশয়। রসের পরিপাক ও অপাক এই স্থানেই প্রথম আরম্ভ হয়। আমাশয়ের পার্শ্বে গ্রহণী নামক স্থানে অবস্থিত একমাত্র পাচকাগ্নি বা প্রধান পিত্তই পরিমিত রসকে পরিপাক করিতে সমর্থ। অপরিমিত রসের আগম আরম্ভ হইলে উহা স্বয়ং বিদগ্ধ হইয়া রসগুলিকে অবিদগ্ধ করে। চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য ও পেয় প্রভৃতি চতুর্ব্বিধ আহার্য্যই সর্ব্বপ্রথম আমাশয়ে উপস্থিত হইয়া যকৃৎ যন্ত্র হইতে স্খলিত পিত্তের সহিত মিশ্রিত ও রঞ্জিত হয়। পিত্ত মিশ্রিত আমরসের পক্ক বা অপক্ক অবস্থা হইতে উৎপন্ন কফ দ্বারা নির্ম্মিত আমাশয় নামক যন্ত্রে সর্ব্বপ্রথম কফের সৃষ্টি হওয়ায় উহাই কফের প্রধান স্থান হইতে বাধ্য।

পক্বাশয় বা ক্ষুদ্রান্ত্রস্থ সমান বায়ুর পার্শ্বে অবস্থিত আমাশয়ের কফই বায়ুর সহিত পঞ্চধা বিভক্ত হইয়া শ্লৈষ্মিক কার্য্যসমূহ

সম্পাদন করে। কফে শক্তি থাকিলেও শক্তি প্রচারের শক্তি নাই। একমাত্র নেতা চলন ও চালনশীল আত্মা বা বায়ুই উহার শক্তি প্রচার করিতে সমর্থ। সে বিভিন্ন স্থানে উহার বিভিন্ন প্রভাব ভোগ করিয়া রসযোনি কফকে ক্লেদক, অবলম্বক, বোধক, তর্পক ও শ্লেষ্মক প্রভৃতি নামে পরিচিত করিয়াছে।

১। ভুক্ত বস্তুগুলিকে ক্লিন্ন বা কর্দ্দমাকারে পরিণত করায় আমাশয়স্থ কফ ক্লেদক নামের যোগ্য হইয়াছে। উহা আমাশয়ে অবস্থান করিয়া দেহের বিভিন্ন স্থানগত কফের পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে।

২। আত্মা বা বায়ুর প্রবাহে পক্ব ও অপক্ব উভয় রসই গতিশীল। পিত্তমিশ্রিত গতিশীল উহা হৃদ্‌যন্ত্রে উপস্থিত হইয়া মূত্র, রক্ত ও কফরূপে পৃথক হইয়া থাকে। হৃদ্‌যন্ত্রে পরিস্রুত ও পৃথক্‌কৃত কফগুলি বক্ষ বা ফুস্‌ফুস্‌ গাত্রে ও যন্ত্রাবরণীতে অবস্থান করে বলিয়া উহা কফের দ্বিতীয় স্থান বা গোলাঘর। এই স্থান হইতে কফ মেরুদণ্ডের ঊর্দ্ধদিকে স্কন্ধাস্থি, অধোদিকে উরু, দেহাস্থিসমূহ, যকৃৎ, প্লীহা ও হৃদ্‌যন্ত্রকে ধারণ করে। উহাদের একমাত্র অবলম্বন দ্বিতীয়স্থানগত কফ অবলম্বক নামে পরিচিত।

৩। জিহ্বামূল ও কণ্ঠস্থানে অবস্থান করিয়া কফই আত্মার ষড়রসের জ্ঞান উৎপাদন করে। জিহ্বামূল ও কণ্ঠ কফের তৃতীয় স্থান। তৃতীয় স্থানগত কফ আত্মাকে রসের বোধ জন্মায় বলিয়া উহা বোধক নামে অভিহিত হইয়াছে।

৪। মস্তকে অবস্থিত কফ উহার স্নেহগুণে মস্তক ও ইন্দ্রিয়সমূহকে সর্ব্বদা স্নিগ্ধ ও তৃপ্ত করে। ইন্দ্রিয়গুলিকে তৃপ্তি-দান করায় মস্তকস্থ চতুর্থ কফের নাম তর্পক।

৫। আমাশয় হইতে পক্ক ও অপক্ক রস হৃদযন্ত্রে পরিশ্রুত হইয়া পৃথক হইলেও সম্পূর্ণ পৃথক হইতে সমর্থ হয় না। উহার কতকাংশ রক্তের সহিত সর্ব্বত্র গমন করিতে বাধ্য হয়। প্রত্যেক সন্ধি বা অস্থি সংযোগ স্থানই কফের পঞ্চম স্থান। সংযোগ-স্থানগত স্নেহপূর্ণ পিচ্ছিল কফের প্রভাবে অস্থিসমূহের শেষ ও প্রথম অংশ সর্ব্বদা পিচ্ছিল থাকে। সন্ধিস্থানসমূহে অস্থিগুলির সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত না হইবার একমাত্র কারণ কফের পিচ্ছিলতা। সন্ধিসমূহে কফ অবস্থান করে বলিয়াই অস্থিগুলি গতিশীল হইতে সমর্থ। গ্রহণীস্থ পাচকাগ্নির ক্রিয়াবৈষম্যে সর্ব্বত্রই বায়ু, কফ ও পিত্তের ক্রিয়াবৈষম্য অনিবার্য্য হইয়া থাকে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

স্ত্রী ও পুরুষে সম্বন্ধ।

সম্বন্ধের একমাত্র কারণ কামনা। কামনা শব্দ ইচ্ছা বোধক। কামনা শূন্য হইলে সম্বন্ধ উপস্থিত হইতে পারে না। চেতনাই কামনার একমাত্র আকর। তেজে চেতনার অস্তিত্ব স্বীকার করিলে চেতনার আশ্রয় তেজের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি বা রূপান্তর পিত্তে চেতনার অস্তিত্ব স্বীকার করা অমূলক নহে।

জীবদেহে পিত্তের অভাব না থাকায় চেতনার অভাব নাই। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীদেহে পিত্তের প্রাধান্য প্রমাণ করা হইয়াছে (পঞ্চম পরিচ্ছেদ)। যাহাতে পিত্তের প্রাধান্য বিদ্যমান, তাহাতে কামনা শক্তি অধিক থাকিতে বাধ্য। রূপের আধার পিত্তের প্রাধান্যে স্ত্রীদেহে সৌন্দর্য্য ও লাবণ্য যেরূপ বিদ্যমান, পুরুষ দেহে সেরূপ নহে। পিত্ত যে সত্য সত্যই লাবণ্যকর, সৌন্দর্য্য-বর্দ্ধক ও কামোদ্দীপক গন্ধক প্রভৃতি পিত্তকর বস্তু সেবনে তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়।

বায়ু বা পিত্তের প্রাধান্যে স্ত্রীদেহ যেন চেতনার সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি। কর্ম্মে প্রেরণাদায়িনী স্ত্রীমূর্ত্তিগুলি যেরূপ দীর্ঘায়ু, সেইরূপ কাম ও কামনাশক্তি প্রবণা। উহার প্রধান কামনা

সৃষ্টি প্রসার। সৃষ্টি প্রসার করিতে সমর্থা হইলে উহারা যতটা তৃপ্তিলাভ করে অন্য কিছুতেই সেরূপ তৃপ্তা হয় না।

সৃষ্টি প্রসার কার্য্যে উহাদের একমাত্র নেতা পুরুষ। পুরুষের সঙ্গলাভ না করিলে সৃষ্টির প্রসার অসম্ভব। মায়ের জাতি স্ত্রী-মূর্ত্তি মাতৃত্বের প্রসার কল্পে পত্নীত্ব স্বীকার করিয়া পুরুষের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে বাধ্য। পত্নীরূপে পুরুষের সঙ্গলাভ করিয়া গর্ভবতী স্ত্রীমূর্ত্তি আজ অনন্ত সৃষ্টির সূচনা বা মাতৃত্বের প্রসারকার্য্যে নিযুক্তা হইয়াছে।

সৃষ্টির ক্রমোন্নতি।

আমাশয় হইতে জরায়ু বা গর্ভাশয়ে নিত্যই বাষ্পবেগ প্রবাহিত। জরায়ুতে অধিক বাষ্পবেগ উপস্থিত হইলে উহা বিদীর্ণ হয়। জরায়ুর বিদীর্ণকালই ঋতুকাল। বায়ু বা পিত্ত দ্বারা রঞ্জিত আমাশয়স্থ রস বা রক্ত বাষ্পবেগে প্রবাহিত হইয়া জরায়ুর বিদীর্ণ স্থান হইতে নির্গত হইলে উহাকে ঋতু শোণিত বলা হয়। ঋতুকালে প্রথম চতুর্থ দিবস পর্য্যন্ত উহার প্রবাহ যেরূপ অধিক, চতুর্থ দিবসের পর সেরূপ পরিলক্ষিত হয় না। দশম দিবসের পর উহার প্রবাহ মন্দতর ভাব ধারণ করে। ষোড়শ দিবসান্তে বাষ্পবেগ মন্দতম ভাব ধারণ করায় জরায়ুর বিদীর্ণ স্থান সংযোজিত হওয়া স্বাভাবিক নিয়ম।

ঋতুকালে পুরুষের শুক্র জরায়ুতে প্রবেশ কারলে, ঋতু-

শোণিতের সহিত জরায়ুর বাষ্পবেগ শুক্রের পিচ্ছিল লসিকায় আবদ্ধ হইয়া পূর্ব্বোক্ত কফ-দেহের ন্যায় ডিম্বাকার দেহের সৃষ্টি অনিবার্য্য। দেহ ধারণ করিলে শুক্র ও ঋতুশোণিত জরায়ু হইতে নির্গত হওয়া কঠিন। ঋতুর চতুর্থ দিবস হইতে দশম দিবস পর্য্যন্ত গর্ভাশয়ে অধিক বাষ্পবেগ বিদ্যমান থাকায় পুরুষের শুক্রগুলি যেরূপ স্ত্রীদেহ ধারণ করে, দশম দিবসান্তে নাতিমন্দ বাষ্পবেগে সেইরূপ পুরুষ দেহের উৎপত্তি অনিবার্য্য। ষোড়শ দিবসান্তের মন্দতর ও মন্দতম বাষ্পবেগের প্রভাবে পুরুষের শুক্র গর্ভাশয়ে উপস্থিত হইয়া স্ত্রী ও পুরুষ ভেদে নপুংসক দেহ ধারণ করিতে বাধ্য।

শুক্র-শোণিতজ দেহ গর্ভে অবস্থান করিয়া গর্ভরসে ক্রমে পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এই শুক্রদেহে আমাশয়স্থ মায়ু বা পিত্ত দ্বারা রঞ্জিত রস বা রক্তের পরিমাণ ও শক্তির অনু-পাতেই বাষ্পবেগ বা আত্মার স্থিতিকাল নিরূপিত হয়। পিত্তের স্থিতিকালই দেহে বায়ু বা আত্মার স্থিতিকাল। শ্রেষ্ঠ মায়ু বা পিত্তের স্থিতিকাল পরমায়ু বোধক।

গর্ভাবস্থায় গর্ভবতী যেরূপ আহার বিহার ও মনোভাব পোষণ করে, গর্ভস্থ সন্তানও সেইরূপ আহার বিহারে অভ্যস্ত হইয়া মাতৃমনোভাব ধারণ করিতে বাধ্য হয়। গর্ভবতী গর্ভাবস্থায় যতটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে এবং উজ্জ্বল বর্ণসমূহ দর্শন করে, সন্তানের রূপও ততটা পরিষ্কার, উজ্জ্বল এবং লাবণ্য-ময় হইয়া থাকে।

গর্ভরসে পুষ্ট দেহে রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র প্রভৃতি ধাতু, উপধাতু ও মলধাতু সমূহ সমস্তই রসের রূপান্তর। পৃথিবীর ন্যায় সমস্ত চেতন জগতে তিন ভাগ জল বা জলীয় বস্তু এবং একভাগ কঠিন পদার্থ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। গর্ভ হইতে গর্ভস্থ দেহী বা আত্মার জ্ঞান ক্রমে পরিস্ফুট হয়।

বিভিন্ন দেহে গর্ভকাল বিভিন্ন হইলেও ভাব এক। সৃষ্টি-প্রসারিণী মাতৃজাতির অনন্ত সৃষ্টি-কামনায় সৃষ্টি অসীম। অসীম ও অনন্ত সৃষ্টি ক্রমেই উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া চলিল। সৃষ্টির ক্রমোন্নতিতে দেহের আকার প্রকারও ক্রমেই উন্নত হইয়া চলিয়াছে। কালের অধীন মাটির আশ্রয়ে অবস্থিত ও কালের শাসনে অনুশাসিত ক্রমোন্নত রসগ্রাহী চেতন জগতে রসের আগম-নিগম কালের অধীন। রসময়ী মাটি ও জড় জগতে জোয়ার-ভাটা এবং রসের আগম-নিগমের ন্যায় চেতন জগতে রসের আগম-নিগম বা সঞ্চয় ও ক্ষয় নিয়মিত হইয়া থাকে।

সিদ্ধান্ত।

অনুসন্ধিৎসুর এই গবেষণামূলক তথ্য সাধারণের চক্ষুতে নূতন হইলেও চিরসত্য। সত্য কখনও মিথ্যা ও নূতন হয় না। অবলম্বনকামী অবলম্বনহীন অবস্থায় যাহা সম্মুখে দেখিতে পায়, বিনা বিচারে সে তাহাই গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। গর্ভ বিষয়ে প্রাচীন গবেষণা যখন তমসাচ্ছন্ন, তখন বৈদেশিক

অনুসন্ধিৎসুর গবেষণামূলক তথ্য উপস্থিত হওয়ায় সকলেই তাহাকে অবলম্বন করিয়া তাহারই ভাবে অনুপ্রাণিত। আজ তাহার প্রবল প্রাভাবের সময় এ তথ্য হাস্যাস্পদ হইলেও অনুসন্ধিৎসুর নিকট উপেক্ষণীয় হইবে না। কালের বিচারে যে কোন কালে এই সত্য চিরসত্য বেদে পরিণত হইতে বাধ্য।

জড় জগতে উদ্ভিদ এবং চেতন জগৎ বা সজীব চলনশীল দেহের সৃষ্টি এই পৃথিবী ভিন্ন অন্য কোনও স্থানে সম্ভব হয় নাই। গ্রহসমূহ সমস্তই তৈজস পদার্থের খনি। তৈজস পদার্থের খনি গ্রহসমূহে চন্দ্রের প্রভাব বা জোয়ার এবং বৃষ্টির প্রভাব না থাকায় কফ ও উদ্ভিদের সূচনা যেরূপ অসম্ভব, বৃক্ষ-লতা প্রভৃতি উদ্ভিদের উৎপত্তি না হওয়ায় পিত্তের সৃষ্টি সেইরূপ অসম্ভব। কফের সৃষ্টি না হইলে উদ্ভিদের ন্যায় কফ ও পিত্তের সৃষ্টি না হইলে চেতন জগতের সূচনা হইতে পারে না। তেজ ও কফ যেরূপ উদ্ভিদ সূচনাকারী, কফ ও পিত্ত সেইরূপ রক্ত-মাংস নির্ম্মিত দেহের সূচনা করে।

পাশ্চাত্য অনুসন্ধিৎসুদিগের মধ্যে কেহ কেহ গ্রহসমূহে বিভিন্ন চন্দ্রের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। তথায় চন্দ্রের অস্তিত্ব স্বীকার করিলে জোয়ার, ভাটা ও বৃষ্টির প্রভাব স্বীকার করিতে হয়। পৃথিবীর ন্যায় নিত্য নূতন জোয়ার-ভাটা ও বর্ষার প্রভাব স্বীকার করিলে গ্রহসমূহে নিত্য প্রজ্বলিত অগ্নির অস্তিত্ব থাকে না।

জল অগ্নির চিরশত্রু। জলের প্রভাবে অগ্নির প্রভাব নষ্ট

হইতে বাধ্য। নিত্য প্রজ্বলিত অগ্নির প্রভাব না থাকিলে গ্রহসমূহ ও পৃথিবী সকলেই অচল হইত। গ্রহসমূহে প্রজ্বলিত অগ্নিই উহাদের সকলের ধারণ, চালন ও পালনের কারণ,—কর্ত্তা নহে।

গ্রহসমূহে নিত্য প্রজ্বলিত অগ্নির অস্তিত্ব স্বীকার করিলে উদ্ভিদ এবং রক্তমাংস নির্ম্মিত দেহের অবস্থান অসম্ভব হয়। কোন কোন অনুসন্ধিৎসু যন্ত্রের সাহায্যে গ্রহসমূহে যে চলনশীল জীবদেহ দর্শন করিয়াছেন, রসায়নবিদ্ অনুসন্ধিৎসুর গবেষণা-মূলক যুক্তি তাহা স্বীকার করিতে অসমর্থ। তাহাদের এই দর্শন দৃষ্টিভ্রম হওয়া অসম্ভব নহে।

লোকবিশেষের কোন কথাই মূঢ়ের ন্যায় বিশ্বাস বা উপেক্ষা করা উচিৎ নহে। প্রত্যক্ষবৎ অনুমান বা প্রত্যক্ষ দর্শন দ্বারা প্রত্যেক বিষয়ের সত্য নিরূপণ করা উচিত। মাছি না হইলে মধুর সন্ধান লাভ করা যায় না। মধু কোথায় থাকে, জানে তাহা মাছি। অতি নিকৃষ্ট বস্তু হইতেও সে মধু সংগ্রহ করে। সামান্য লোকের কথাতেও অলৌকিক তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। কোন কিছু উপেক্ষা না করিয়া পক্ষপাতশূন্য তত্ত্ব-জিজ্ঞাসুই প্রকৃত তত্ত্বের সন্ধান পাইবার যোগ্য।

ব্রহ্মযজ্ঞ।

আত্মা ও দেহের উৎপত্তি-স্থান এক। রসযোনি দেহ ভিন্ন আত্মার দ্বিতীয় অবস্থান স্থান নাই। অবস্থান ও উৎপত্তি-

স্থান ব্রহ্মপদবাচ্য হওয়ায় চেতন জগতে একমাত্র দেহই জীবাত্মার সাক্ষাৎ ব্রহ্ম। দেহের শান্তিতেই আত্মার শান্তি। ভূচর, জলচর ও খেচর প্রভৃতি ব্রহ্মপদবাচ্য দেহের একমাত্র নেতা শান্তিকামী আত্মার স্বীয় শান্তির নিমিত্ত দেহের শান্তি বিধানে নিযুক্ত হওয়া স্বাভাবিক।

দেহে শান্তি সংস্থাপন করিতে সংযমের প্রয়োজন। শান্তি ও অশান্তির কবলে পতিত আত্মা সংযমী না হইলে বিরুদ্ধ-স্বভাবা উহাদিগকে নিয়মিত করা অসম্ভব। অশান্তির ভীষণ তাড়নায় সতত অস্থির আত্মা সংযম হারাইতে বাধ্য হইল। কেবল শান্তিই তাহার একমাত্র কাম্য। একান্ত শান্তির অভাব তাহার বহুদিন ঘটিয়াছে। শান্তি ও অশান্তি সমান অধিকার লাভ করিয়াও একাধিকারের আশা ত্যাগ করে নাই। একান্ত শান্তিকামী অসংযমী আত্মা সর্ব্বদাই রসের সন্ধানে ব্যস্ত। রস ভিন্ন অন্য কোথাও শান্তি নাই। আত্মার রসাকাঙ্ক্ষায় দেহে রস সংগ্রহের প্রেরণা উপস্থিত। দেহ যতই রস সংগ্রহ করে, অশান্তির আশ্রয় তেজের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি দেহাগ্নি বা পিত্তের প্রভাবে রসগুলি ততই বিদগ্ধ হইয়া রক্ত-মাংস প্রভৃতি ধাতু উপধাতু ও মলধাতুতে পরিবর্ত্তিত হইয়া চলিয়াছে।

দেহাগ্নি বা দক্ষরাজ পিত্ত দেহে মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছে। সে যজ্ঞের হবি একমাত্র রস। রসব্রহ্ম রসযোনি দেহব্রহ্মের আকর্ষণে দেহে উপস্থিত হইতে বাধ্য। রসব্রহ্ম দেহব্রহ্ম দ্বারা আকর্ষিত ও ব্রহ্মাগ্নিতে আহুত হইয়া সর্ব্বদাই

ব্রহ্মকার্য্য বা দেহের পুষ্টি এবং আত্মার তৃপ্তি বিধান করায় ইহাই প্রকৃত ব্রহ্মযজ্ঞ (গীতা, জ্ঞানযোগ ২৪ শ্লোক)।

রসের আগমে পুনঃপুনঃ শান্তি উপলব্ধি করায় আত্মা দেহব্রহ্মকে ভুলিয়া কেবল রসের শরণাপন্ন হইয়াছে। একান্ত শান্তিকামী আত্মার রসাকাঙ্ক্ষা ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া চলিল। ব্রহ্মজ্ঞানহারা অসংযমী আত্মাব অত্যন্ত রসাকাঙ্ক্ষায় দেহে অপরিমিত রসের আগম অনিবার্য্য হইয়াছে। ব্রহ্মযজ্ঞের পরিবর্ত্তে কেবল উদর-যজ্ঞের অনুষ্ঠান উপস্থিত। বিনা আহ্বানে বা নিষ্প্রয়োজনে রসের আগম উপস্থিত হইলে দেহাগ্নি নির্ব্বাপিত হইতে বাধ্য।

মন্দশক্তি মায়ু বা পিত্ত যেরূপ দেহ ও আত্মার অশান্তি উপস্থিত করে, শক্তিহান মায়ু বা দেহাগ্নি সেইরূপ মহাপ্রলয় বা মৃত্যুর কারণ হয়। মৃত্যু শব্দ বিলয় অর্থ বোধক। মায়ু বা পিত্ত শক্তিহীন হইলে, দেহে রসের প্রাধান্য অনিবার্য্য। রসের প্রাধান্য উপস্থিত হইলে আত্মা রসশয্যা গ্রহণ করিয়া মহাশান্তি বা মহানিদ্রায় অভিভূত হয়। মৃত্যু শব্দ নাশ অর্থ প্রকাশ করে না। রস-শয্যায় শায়িত আত্মার নিষ্ক্রিয় অবস্থাই মৃত্যু।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

কালপ্রকৃতি।

শীতল ও উষ্ণ স্বভাবা বাহ্য প্রকৃতি দুইটির বিরুদ্ধ কর্ম্মপ্রসূত বৎসর, অয়ন, ঋতু, দিন ও রাত্রি প্রভৃতি কাল উহাদের প্রভাব ধারণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। ঐ সকল কালে শীতল ও উষ্ণ ভিন্ন অন্য কোনও প্রভাব উপলব্ধি হয় না। কালের অধীন জগৎ ও জাগতিক সমস্তই কালপ্রভাব ধারণ করিতে বাধ্য। এই সকল কালপ্রকৃতি জীবদেহের উপর যে ভাবে প্রভাব বিস্তার করে, অনুসন্ধিৎসু এক্ষণে তাহারই সন্ধানে চলিয়াছে।

অয়ন প্রভাব।

শীতল ও উষ্ণ স্বভাবা বাহ্য প্রকৃতি দুইটি কালের শাসনে অনুশাসিতা। প্রত্যেক বৎসর-কাল উহাদের প্রভাব পৃথকভাবে ধারণ করিয়া দুইভাগে বিভক্ত। বৎসরের এক একটি অংশ অয়নকাল নামে পরিচিত। দক্ষিণায়ন কালে বহির্জগতে শীতের প্রাধান্য ও উত্তরায়ন কালে তাপের প্রাধান্য উহাদের প্রভাব ভিন্ন আর কিছুই নহে। বাহ্য শীতলতা কালের অধীন পৃথিবী ও দেহে যেরূপ তাপ বা অগ্নি ও পিত্তের প্রভাব বৃদ্ধি এবং জল, রস বা কফের প্রভাব মন্দ করে, উহার উষ্ণগুণে সেইরূপ

পৃথিবী ও দেহে জল, রস ও কফের বৃদ্ধি এবং তাপ বা অগ্নি ও পিত্তের মন্দপ্রভাব অবশ্যম্ভাবী। বাহ্য শীতের প্রভাবে বহির্ব্বায়ু যখন শীতল, পৃথিবী ও দেহাভ্যন্তরস্থ বায়ু তখন রুক্ষ। আবার বাহ্যতাপে বহির্ব্বায়ু যখন রুক্ষ, পৃথিবী ও দেহাবদ্ধ বায়ু যে তখন শীতল স্বভাব ধারণ করে, তাহা কল্পনা নহে,—সর্ব্বদাই উপলব্ধিযোগ্য।

ঋতু প্রভাব।

কালের অধীন চন্দ্র ও সূর্য্য ক্রমগতিশীল হওয়ায় উহাদের প্রভাব-তারতম্য অনিবার্য্য হইয়াছে। চন্দ্র ও সূর্য্যের প্রভাব-তারতম্যই প্রত্যেক বৎসরকালে বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত ও গ্রীষ্ম প্রভৃতি ষড়ঋতুর সূচনা করে। চন্দ্রের প্রভাব ত্যাগ এবং সূর্য্যের প্রভাব গ্রহণ। আদান-প্রদানরূপ মহাযুদ্ধে উহাদের নেতৃত্ব করে চেতনা ও অচেতনা। চন্দ্রে রসের অধিষ্ঠাত্রী যেরূপ শান্তা শীতলা অচেতনা আত্মা, সূর্য্যে তেজের অধিষ্ঠাত্রী সেইরূপ উষ্ণস্বভাবা অশান্তি চেতনা। ঋতুকালে অচেতনা ও চেতনার শীতল ও উষ্ণ গুণ ভিন্ন অন্য কিছুই উপলব্ধি যোগ্য নহে। পরমাত্মা বায়ুকে লইয়া উহাদের মধ্যে যে মহাযুদ্ধ চলিয়াছে, তাহা অনন্তকালপ্রসারী। সে যুদ্ধের আদি থাকিলেও অন্তের সম্ভাবনা নাই।

শান্তি অচেতনা পরমাত্মার যেরূপ কাম্য, অশান্তি চেতনা সেরূপ নহে। সে অশান্তিকে ত্যাগ করিতে সতত ইচ্ছুক,

কিন্তু শান্তিকে ত্যাগ করিতে অসমর্থ। শান্তি আত্মাকে ত্যাগ করিতে অসমর্থ সে রসরাজ চন্দ্রে অশান্তির আগুন সূর্য্যের প্রভাব উপস্থিত হইলে অচেতনাকে লইয়া রসের সহিত মাটির আশ্রয় গ্রহণ করে বলিয়াই মাটিতে অশান্তির প্রভাব উপস্থিত হয়। মাটিতে অশান্তির আশ্রয় তেজের অভাব নাই। মাটির তেজ ও সূর্য্যের প্রভাবে অতিষ্ঠ পরমাত্মাই জড় ও চেতন জগতের কল্পনা করে। সেস্থানেও একান্ত শান্তির অভাব ঘটিল। রসদেহে শান্তির চিরশত্রু অশান্তি তেজ ও পিত্তের আশ্রিতা। তেজের প্রভাবে জড়দেহের দেহী জড় আত্মা যেরূপ অতিষ্ঠ, চেতন জগতেও দেহাবদ্ধ চেতনাত্মা সেইরূপ অশান্তির আশ্রয় পিত্তের প্রভাবে মহা অশান্তি ভোগ করে।

অশান্তির উৎপীড়নে উৎপীড়িতা হইয়াও শান্তি পরমাত্মা ও আত্মাকে ত্যাগ করে না। পরমাত্মা ও আত্মার অশান্তি উপস্থিত হইলে রসময়ী শান্তি রসময় করিয়া সতত উহাদিগের শান্তি বধান করে। চন্দ্র ও সূর্য্য যেন শান্তি ও অশান্তির জ্বলন্ত মূর্ত্তি। উহাদের শীতল ও উষ্ণ গুণ দুইটির প্রভাব গবেষণা করিলে ঋতুপ্রভাব বিষয়ে অভিজ্ঞ হওয়া সহজ। ঋতুপ্রকৃতির সাধনায় সিদ্ধ প্রকৃতি-সাধকই অশান্তির করাল কবল হইতে অনেকটা মুক্ত হইতে সমর্থ হইয়া থাকে।

অশান্তির অপর নাম রোগ। ক্ষয়, আময়, ব্যাধি, সন্তাপ বা জ্বর রোগের নামান্তর মাত্র। ঋতুপ্রভাবে অনভিজ্ঞ অসংযমী যেরূপ রোগ ভোগ করে, সংযমী প্রকৃতি-সাধক

সেরূপ করে না। পরমাত্মা ও আত্মাকে একাধিকারে লইবার জন্য শান্তি ও অশান্তির নিয়ত চেষ্টা চলিয়াছে। শান্তির প্রধান আশ্রয় মাটির পাণিগ্রহণে অত্যন্ত ইচ্ছুক সূর্য্যের প্রভাবই রসরাজ চন্দ্রকে অসংযমী ও কামাতুর করে। গরমে বরফের ন্যায় সূর্য্যের প্রখর তাপে চন্দ্রের প্রভাব বা ত্যাগশক্তি চরমে উপনীত হইয়াছে। অসংযমী সে আজ অশান্তির উৎপীড়নে ক্ষয়ের চরম সীমায় উপস্থিত। সূর্য্যের প্রবল প্রভাবে নিদাঘের দিনগুলি যেরূপ বৃদ্ধির চরম সীমায় উপনীত, ক্ষীণতম চন্দ্রের প্রভাবে রাত্রির আয়তন সেইরূপ ক্ষুদ্রতম আজ। পুরাণের হেঁয়ালী চন্দ্রের ক্ষয়রোগ অনুসন্ধিৎসুর গবেষণায় প্রকট ভাব ধারণ করিয়াছে।

তেজ ধারণে সমর্থ দীপ্তিশীল সমস্তই চন্দ্রের নামান্তর। রক্ত, মাংস, মেদ অস্থি, মজ্জা ও শুক্র প্রভৃতি ধাতুতে তেজ না থাকিলে উহারা দীপ্তিশীল হইতে পারিত না। রসসার উহারা দীপ্তিশীল হওয়ায় চন্দ্র নামে আখ্যাত হইবার যোগ্য। দেহের উপকরণ সমূহ চন্দ্রবাচক হইলে উহাদের সমষ্টি দেহকেও চন্দ্র নামে অভিহিত করা অমূলক হইবে না।

বর্ষা।

১০ই আষাঢ় হইতে সূর্য্যের প্রভাব ক্ষয়ের পথে অগ্রসর। প্রভাব শব্দ কর্ম্মপটুতা বোধক। সূর্য্যের প্রভাব ক্ষীণ হইলে শীতে বরফের ন্যায় চন্দ্রের ত্যাগ শক্তি মন্দভাব ধারণ করিতে বাধ্য। পরমাত্মা বায়ুর উগ্রভাব ক্রমে শান্তভাব অবলম্বন

করিতে বাধ্য হইয়াছে। নিদাঘে বায়ুর উগ্রতায় চন্দ্রের ত্যাগ বর্ষার সূচনা করিতে সমর্থ হয় নাই। সূর্য্যের মন্দ-প্রভাবে বায়ু শান্তভাব ধারণ করায় নভোমণ্ডল এই সময়, প্রায়ই মেঘাবৃত। মেঘের ছায়ায় বা অন্ধকারে মাটির আশ্রিত তেজে তাপের সঞ্চার অবশ্যম্ভাবী। রসের অধীন মাটি ও অগ্নি গুণের প্রাধান্যে এই সময় সর্ব্বত্রই লবণরসের প্রাধান্য উপস্থিত (ষড়রস)। চন্দ্র সংযমের পথে অগ্রসর হইলেও উহার ত্যাগের বাসনা নষ্ট হয় নাই। মেঘরাশি ভেদ করিয়া সূর্য্য পূর্ব্বের ন্যায় পৃথিবীর উপর শোষণ-শক্তি বিস্তার করিতে অসমর্থ হইয়াছে। বর্ষা সমাগতা। প্রায় অবিরত প্রবল বর্ষণ ও জোয়ারের প্রাধান্যে পৃথিবী আজ রসময়ী। বর্ষার প্রবল প্রভাবে আবর্জ্জনা, শবদেহ ও মলমূত্রাদি খাল, বিল, নালা প্রভৃতি নিম্নতর ভূমি এবং প্রবাহিনীর জলে উপস্থিত হইয়া অবিরত জলসিক্ত উহারা মাটির আশ্রিত সারের পুষ্টি বর্দ্ধন করিতে নিযুক্ত হইয়াছে। বাহ্য প্রকৃতি ক্রমে শীতল-ভাব ধারণ করিতে উদ্যত। অবিরত রসের সঞ্চারে পৃথিবীস্থ অগ্নি বা তেজ রসের আশ্রিত হয়। রস বা জল অগ্নির চির-শত্রু। রসের আশ্রয় গ্রহণ করিলে তেজ বা অগ্নি শান্তভাব ধারণ করিতে বাধ্য। জলরাশি পরিপাক করিতে অসমর্থ হইলে জলের প্রভাবে জলসিক্ত মাটির আশ্রিত দ্রব্যগুলির সহিত মাটির আশ্রিত তেজ বিদগ্ধ হইয়া যেরূপ লবণরসের সূচনা করে, রসপ্রধান দেহে বিদগ্ধ তেজ ও পিত্ত অবিদগ্ধ রসের

সহিত মিশ্রিত হইয়া সেইরূপ জড় ও চেতন জগতে লবণরসের সূচনা করিয়াছে। পৃথিবীর সহিত নিকট সম্বন্ধ জড় জগৎ কেবল রস গ্রহণ করায় লবণরসপ্রধান মাটিতে উৎপন্ন সর্ব্বত্রই লবণরসের প্রাধান্য অনিবার্য্য। আবার খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ হেতু এই কালোৎপন্ন লবণরসপ্রধান দ্রব্যসমূহ পান-ভোজনে সংযত না হইলে চেতন জগতেও লবণরসের প্রাধান্য অনিবার্য্য হইয়া থাকে।

অগ্নি শান্তভাব ধারণ করায় পৃথিবী ও পরমাত্মা বায়ু রসস্থ হইয়া ভুরিভোজনান্তে পেটুক ব্রাহ্মণের ন্যায় এই সময় কুপিত, অলস বা অকর্ম্মণ্য হয়। কুপিত শব্দ অলসতার নামান্তর মাত্র। একমাত্র পরমাত্মা বায়ুই সকলের নেতা বা চালক। সে কুপিত বা অকর্ম্মণ্য হইলে সমস্তই অকর্ম্মণ্য হইতে বাধ্য। বর্ষারম্ভে, শীতকালে, মেঘের আরম্ভে ও অন্ধকারে বায়ু অলস বা কর্ম্মে অপটু হয় বলিয়াই পৃথিবীস্থ ধূমরাশি বহুদূর ঊর্দ্ধগমনে অসমর্থ হয়।

পৃথিবীতে রসের প্রাধান্য উপস্থিত হইলে উহার সহিত অতি নিকট সম্বন্ধ জড় জগতে রসের প্রাধান্য অনিবার্য্য। রসপ্রধান জড় জগতে তেজ রসের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া এই সময় শান্তভাব ধারণ করিয়াছে। জড় আত্মা বা বায়ু আজ রসস্থ হইয়া কুপিত হওয়ায় এবং তেজ শান্তভাব অবলম্বন করায় জড় জগতে সর্ব্বত্র শক্তিমান্দ্য উপস্থিত।

মাটি, জল, আকাশ, বাতাস ও জড় জগতের সহিত নিকট

সম্বন্ধ চেতন জগৎ বা জীবদেহে শ্বাস-প্রশ্বাস ও পান-ভোজনের সহিত রসের প্রাধান্য উপস্থিত। রসপ্রধান জীবদেহে দেহস্থ অগ্নি বা পিত্ত এই সময় রসের অধীন হইয়া শান্তভাব ধারণ, করে। পাচকাগ্নি বা পিত্তের শান্তিতে দেহ, কফ ও আত্মা বা বায়ু এই সময় রসস্ত ও কুপিত। সর্ব্বত্র রসের প্রাধান্য, কফ ও আত্মা বা বায়ুর আলস্য এবং অগ্নি বা পিত্তের শান্তিতে এই সময় জীবদেহে সর্ব্বত্র শক্তিমান্দ্য উপস্থিত হয়।

সূর্য্যের প্রভাব ক্রমে ক্ষীণ হওয়ায় ১০ই শ্রাবণ হইতে বর্ষার প্রভাব ক্রমেই মন্দ। এই সময় বৃষ্টি বা বর্ষার প্রভাব ক্রমে মন্দভাব অবলম্বন করায় পরিমিত জলের সঙ্গ লাভ করিয়া মাটির আশ্রিত সঞ্চিত সার বাষ্পসার বা পিত্ত ত্যাগ করিতে সমর্থ হয়।

আকাশ, বাতাস, জল ও মাটিতে সর্ব্বত্রই বাষ্পসার বা পিত্তের সঞ্চার এই সময় প্রকৃতির নিয়ম। পিত্তহীন স্ফুটিত সারগুলি উদ্ভিদ দেহে যেরূপ তেজের সঞ্চার করে, পান-ভোজন ও শ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত জীবদেহে পিত্তের সঞ্চারও সেইরূপ অনিবার্য্য হইয়াছে।

সূর্য্যের মন্দ প্রভাবে ক্রমে হ্রস্ব দিনগুলির অনুপাতে রাত্রির আয়তন দীর্ঘ হইয়া চলিল। বর্ষার প্রভাব মন্দ হইলেও এ-সময় মেঘের প্রভাব মন্দ নহে। মৃদু মন্দ বর্ষার প্রভাব ও অন্ধকারের প্রাধান্যে বাহ্য প্রকৃতি ক্রমেই শীতল। আঁধার ও শীতে তেজের প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। উহাদের প্রভাবে

মাটির তেজ যেরূপ শক্তি সঞ্চয় করিতে উদ্যত, দেহাগ্নি বা পিত্তও সেইরূপ জীবদেহে শক্তি সঞ্চয় করিতে যত্নশীল হয়। রসের প্রভাব উহাদের সে চেষ্টা বিফল করিতে যত্নের ত্রুটি করে না। গ্রীষ্মকালে অগ্নিপক্ক রসপ্রধান বস্তুতে অম্লরসের ন্যায় মন্দ অগ্নি ও অগ্নিগুণ সম্পন্ন তেজ এবং পিত্তের সঞ্চয় সর্ব্বত্র অম্লরসের সৃষ্টি করে। অম্লরস সর্ব্বত্র পবিপাক কার্য্যে অগ্নিগুণের সহায় এবং রস হইতে স্থূল বস্তুর বিচ্ছেদ কারক।

তাপ, তেজ ও পিত্তের সঞ্চারে এই সময় রসের আশ্রিত অলস বায়ু সর্ব্বত্রই কথঞ্চিৎ প্রভাবশীল বা কর্ম্মপটু। বায়ুর কর্ম্মপটুতার অনুপাতে লবণরসপ্রধান জল, রস ও কফ এই সময় কর্ম্মপটু বা প্রভাবশীল হয়। বায়ু ও কফের প্রভাব রসের প্রাধান্য নষ্ট করে। পৃথিবী, দেহ, রস ও কফ ত্যাগশীল হওয়ায় চন্দ্রবাচক সমস্তই আরোগ্যের পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে।

দুরারোগ্য হইলেও ক্ষয় বা রোগ অসাধ্য নহে। পরিবর্ত্তনশীল কালের অধীন রোগের একান্ত শান্তি অসম্ভব। জগৎ দূরের কথা—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ অথবা উহাদের রূপান্তর অগ্নি, তেজ, জল এবং বায়ু, পিত্ত ও কফ প্রভৃতি তিনটি গুণ হইতে অতীত বা মুক্ত কোন স্থান বা জীব নাই। গুণময় সমস্তই কালের অধীন। কালের শাসনে অনুশাসিত সমস্তই শান্তি ও অশান্তি ভোগ করিতে বাধ্য। কালের অধীন অসংযমী চন্দ্র কালপ্রভাবে সংযমব্রত অবলম্বন করিয়াছে। মহাবৈদ্য

পরমাত্মা ও আত্মা বা বায়ু পৃথিবী, দেহ, রস ও কফের দান বহন করিয়া বহির্জ্জগতে চন্দ্র এবং দেহজগতে চন্দ্রবাচক সমস্ত ধাতু ও ধাতুসমষ্টি-দেহের ক্ষয় পূরণে যত্নবান হইয়াও এই সময় কর্ম্মে সুপটু হইতে সমর্থ হয় নাই।

বর্ষাকালে অগ্নি যতই দীপ্তিশীল হউক না কেন, রসের প্রাধান্যে অগ্নি, তেজ ও পিত্ত অধিক কর্ম্মপটু হইতে সমর্থ হয় না। রসের প্রাধান্যে এই সময় জড় ও চেতন জগতে সর্ব্বত্রই শক্তিমান্দ্য কালের নিয়ম। আবার রসের প্রাধান্য হেতু অন্যান্য ঋতু অপেক্ষা বর্ষা ঋতুতে দেহের পরিমাপ বা ওজন সর্ব্বত্রই অধিক পরিলক্ষিত হয়।

বর্ষা ঋতুর গবেষণায় ১০ই আষাঢ় হইতে ৯ই শ্রাবণ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র লবণরসের প্রভাব, অগ্নি, তেজ ও পিত্তের শান্তি এবং পৃথিবী, দেহ, রস, কফ, পরমাত্মা ও আত্মা বা বায়ুর অলস বা কুপিত অবস্থার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ১০ই শ্রাবণ হইতে ৯ই ভাদ্র পর্য্যন্ত পৃথিবী ও দেহের সর্ব্বত্র অগ্নি, তেজ ও পিত্তের সঞ্চার এবং রস, কফ, পরমাত্মা ও আত্মা বা বায়ুর প্রকোপ, প্রভাব বা কর্ম্মপটুতার প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া অনুসন্ধিৎসু সর্ব্বত্র পরিমাপের গুরুত্ব ও অম্লরসের প্রাধান্য উপলব্ধি করে।

শরৎ।

সূর্য্যের মন্দ প্রভাবে চন্দ্রের প্রভাব বা বর্ষার প্রাধান্য আর নাই। জলভরা শুভ্র মেঘগুলি শূন্যপটে ঘুরিয়া ঘুরিয়া শরতের

আগমনী ঘোষণা করিল। ৯ই ভাদ্র বর্ষা বিগতা। অনুসন্ধিৎসু ১০ই ভাদ্র হইতে শরতের সঙ্গী হইয়াছে।

ক্রমক্ষয়শীল সূর্য্যের প্রভাব এবং অবিরত বর্ষণশক্তিহীন মেঘের ছায়ায় বা অন্ধকারের প্রভাবে বাহ্য প্রকৃতি ক্রমেই শীতল হইয়া চলিল। অন্ধকার ও শীতল গুণের প্রভাবে পার্থিব ও দৈহিক অগ্নি, তেজ ও পিত্ত ক্রমে তেজস্বী হইলেও সর্ব্বত্র রসের প্রাধান্য বিদ্যমান থাকায় প্রভাব বিস্তার করিতে অসমর্থ হইয়াছে।

আজও সর্ব্বত্র রসের প্রাধান্য বিদ্যমান। জলসিক্ত জ্বালানী-সংযোগে সঞ্চিত অগ্নির দুরবস্থার ন্যায় রসের প্রাধান্যে পার্থিব ও দৈহিক অগ্নি, তেজ ও পিত্ত প্রভাব বিস্তার করিতে অসমর্থ হওয়ায় সকলেই কর্ম্মে অপটু বা কুপিতাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। জলসিক্ত জ্বালানী দ্বারা আচ্ছাদিত অবস্থায় উদ্দীপ্ত অগ্নি যেরূপ উহাদিগকে সুশুষ্ক করিতে যত্নবান হয়, পার্থিব অগ্নি, তেজ এবং পিত্তও আজ সেইরূপ চেষ্টায় নিযুক্ত। উহাদের মন্দ চেষ্টা এবং জল, রস ও মৃদুগুণের প্রাধান্যে এই সময় সর্ব্বত্র মধুররসের প্রাধান্য উপস্থিত। মধুররসের প্রভাবে পৃথিবী, দেহ, জল, রস ও কফ সকলেই আজ শান্ত।

কালের নিয়মে আজ আর মধুর রসের অভাব নাই। খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ হেতু মধুররসপ্রধান জড় ও চেতন জগতে পুনঃ পুনঃ মধুররসের আগম অনিবার্য্য হইয়াছে। মধুররস-

বিশিষ্ট জড় ও চেতন জগৎ পুনঃ পুনঃ মধুররস গ্রহণ করায় সর্বত্রই মধুরতার অত্যধিক প্রভাব উপস্থিত।

'শৄ' ধাতু শরীর অর্থ বোধক। অদি প্রত্যয়ান্ত করিলে 'শৄ' ধাতু হইতে 'শরৎ' শব্দের উৎপত্তি হয়। লবণ ও অম্লরসের প্রাধান্যে বর্ষায় উৎপন্ন কফগুলি শরতের প্রথমাংশে মধুররস ধারণ করায় উহা মধুর স্বভাব শান্তির আশ্রয় হইয়াছে। শান্তিকামী শান্তিপ্রিয় পরমাত্মা বায়ু শান্তির আশ্রয় মধুর প্রকৃতি কফকে আলিঙ্গন করিলে দেহ ও দেহী বা আত্মার সূচনা হয়। দেহ বা শরীর সৃষ্টির প্রধান ও সর্ব্বপ্রথম কালই 'শরৎ' নামের যোগ্য।

চন্দ্র ও সূর্য্যের সমান প্রভাবে ৯ই আশ্বিন দিন ও রাত্রির আয়তন সমান হয়। ১০ই আশ্বিন হইতে ক্ষয়শীল সূর্য্যের প্রভাব অধিকতর ক্ষয়ের পথে অগ্রসর হওয়ায় রাত্রি অপেক্ষা দিনের আয়তন যতটুকু ক্ষীণ, দিন অপেক্ষা রাত্রির আয়তন ততটুকু বৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইয়া চলিল। বাহ্য প্রকৃতির শীতলগুণ ও অন্ধকার বৃদ্ধির অনুপাতে পার্থিব ও দৈহিক অগ্নি, তেজ ও পিত্ত এই সময় ক্রমেই প্রভাবশীল হইয়াছে। উহাদের প্রভাবে সর্ব্বত্রই তাপের আধিক্য এবং বায়ু ও কফের সঞ্চার যে অনিবার্য্য, অগ্নি সংযোগে সিদ্ধ স্থালীর আশ্রিত রস বা জলই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। অম্লরসের প্রাধান্য যেরূপ লবণরস নাশক মধুররসের প্রাধান্যও সেইরূপ অম্লরস নষ্ট করিতে সমর্থ।

বর্ষায় উৎপন্ন লবণরস অম্লরসের প্রভাবে প্রায় পরাস্ত হইলে শরতের প্রথমাংশে উৎপন্ন মধুররস অম্লরসের প্রাধান্য প্রায় নষ্ট করিয়াছে। অগ্নিদগ্ধ গুড়ের ন্যায় পার্থিব দৈহিক অগ্নি, তেজ ও পিত্তের প্রভাবে তিক্তরসের প্রাধান্য অনিবার্য্য। উহাদের প্রভাবে পৃথিবী ও দেহ এই সময় প্রভাবশীল। চন্দ্রের ন্যায় চন্দ্রবাচক উহাদের ত্যাগই একমাত্র প্রভাব। ত্যাগশীল উহারা কেবল এক রস ভিন্ন অন্য কিছুই ত্যাগ করিতে সমর্থ নহে। রসদেহের দেহী রসময় বায়ু কখনও রসের সঙ্গ ত্যাগ করে না। অশান্তির আশ্রয় অগ্নি, তেজ ও পিত্তের প্রভাবে রসশয্যায় শায়িত আলস্যপরায়ণ বায়ুর জাগরণ বা সঞ্চয় যেরূপ সম্ভব, মধুর স্বভাব কফগুলিও সেইরূপ সঞ্চিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে।

আজ আর মেঘের প্রাধান্য নাই। অগ্নি, তেজ ও পিত্তের প্রভাবে বায়ুর জাগরণ বা সঞ্চয় শূন্যমার্গকে বিস্তৃত করিল। বায়ু ও আকাশ গুণের প্রাধান্যে তিক্তরসের সঞ্চার এই সময় অনিবার্য্য হইয়াছে। আকাশ ও বায়ুগুণে লঘু ও রুক্ষ প্রকৃতি তিক্তরস অগ্নি, তেজ ও পিত্তের শোষণকর্ম্মের সহায় হওয়ায় সর্ব্বত্রই রসের ক্ষয় ও কফের সঞ্চয় আরম্ভ হয়। পৃথিবী, দেহ, পরমাত্মা ও আত্মা চন্দ্রের নিকট চিরঋণী। আজ প্রতিদানের দিন আসিয়াছে। পরমাত্মা ও আত্মা বা বায়ু এই সময় পৃথিবী ও দেহের দান বহন করিয়া চন্দ্রের ক্ষয় নিবারণে কৃতসঙ্কল্প হয়। রসের পরিপাক বা ক্ষয় আরম্ভ

হওয়ায় জড় ও চেতন জগৎ ক্রমেই শক্তি অর্জ্জন করিয়া চলিল।

শরতের গবেষণায় ১০ই ভাদ্র হইতে ৯ই আশ্বিন পর্য্যন্ত অগ্নি, তেজ ও পিত্তের অলসতা বা মন্দ চেষ্টায় মধুর রসের উৎপত্তি এবং রস, কফ ও বায়ুর শান্তি উপলব্ধি করিয়া অনুসন্ধিৎসু ১০ই আশ্বিন হইতে ৯ই কার্ত্তিক পর্য্যন্ত অগ্নি, তেজ ও পিত্তের প্রকোপ বা কর্ম্মপটুতায় কফ, পরমাত্মা, আত্মা বা বায়ুর সঞ্চয় হওয়ায় সর্ব্বত্র তিক্তরসের প্রাধান্য, এবং পৃথিবী ও দেহে পরিপাক বা শোষণশক্তি বর্দ্ধিত হওয়ায় চন্দ্র ও চন্দ্রবাচক সমস্তের পুষ্টি ও দেহের শক্তিবৃদ্ধি প্রত্যক্ষ করিয়াছে।

হেমন্ত।

সূর্য্যের ক্ষয়শীল প্রভাবে দিনের আয়তন যত ক্ষীণ, চন্দ্রের সংযমবৃদ্ধির অনুপাতে রাত্রির আয়তন ও অন্ধকার ততই বর্দ্ধিত হইয়া চলিল। চন্দ্রের প্রভাব বা ত্যাগশক্তি সংযত হইয়াছে। দিগন্তপ্রসারী নভোমণ্ডলে সময় সময় সামান্য মেঘের সঞ্চার বৃষ্টির পরিবর্ত্তে শিশির সিঞ্চন করিয়াই আজ ক্ষান্ত। শিশিরের সূচনা দেখিয়া শরৎ হেমন্তের আসন্ন আগমন উপলব্ধি করিয়াছে। অনুসন্ধিৎসু প্রকৃতি সাধককে সে হেমন্তের সঙ্গী হইতে বলিয়া ৯ই কার্ত্তিক আত্মগোপন করিল। ১০ই কার্ত্তিক প্রণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়া সাধক হেমন্তের প্রকৃতি

সাধনায় নিযুক্ত হইয়াছে। আজ শিশির বা হিমের তেমন প্রাধান্য উপলব্ধি না হইলেও মাটিকে রসময়ী করিবার মত শিশিরের অভাব নাই। রসের প্রাধান্যে মাটির আশ্রিত অগ্নি রসের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কথঞ্চিৎ শান্তভাব ধারণ করিল। খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ রসগ্রাহী জগতে রসের প্রাধান্য অনিবার্য্য হইয়াছে। অগ্নিগুণ সপন্ন তেজ ও পিত্ত সেই রসের আশ্রিত হইয়া কিছু শান্তভাব ধারণ করিতে বাধ্য হইল।

অগ্নি, তেজ ও পিত্তের হীনপ্রভাবে শরতে সঞ্চিত রসময় পরমাত্মা ও আত্মা বা বায়ু আজ সর্ব্বত্রই কুপিত। বায়ু কুপিত হইলে কফ কর্ম্মে অপটু হইয়া থাকে। প্রজ্বলিত অগ্নিতে জলসিঞ্চন করিলে কুপিত রসময় বায়ু বা বাষ্পের প্রাধান্য যেরূপ সম্ভব, প্রজ্বলিত বা প্রভাবশীল পার্থিব ও দৈহিক অগ্নি এবং অগ্নিগুণসম্পন্ন তেজ ও পিত্তে পুনঃ পুনঃ রসের আগমে রসময় কুপিত বায়ুর প্রাধান্য সেইরূপ উপস্থিত করে।

সূর্য্যের মন্দ প্রভাবে সর্ব্বত্রই অন্ধকারের প্রাধান্য উপস্থিত। অন্ধকারের প্রভাবে তেজস্বী অগ্নি, তেজ ও পিত্ত রসের প্রাধান্যে হীনপ্রভ হওয়ায় এবং রস ও অগ্নির অত্যধিক প্রাধান্য না থাকায় মাটি ও বায়ুগুণের প্রাধান্য উপস্থিত। মাটি ও বায়ুগুণের প্রাধান্যে কষায় রসের উৎপত্তি অনিবার্য্য (কষায় রস)। রসগ্রাহী দেহে পান-ভোজনের সহিত কষায়রসের প্রাধান্য এই সময় প্রকৃতির নিয়ম।

১০ই অগ্রহায়ণ হইতে সূর্য্যের মন্দতর প্রভাব ক্রমেই মন্দতম

সীমায় আরোহণ করিতে চলিয়াছে। চন্দ্র আজ অত্যন্ত সংযমী। দিনের আয়তন যেরূপ ক্ষুদ্রতম সীমার সন্ধানে ব্যস্ত, রাত্রির আয়তন সেইরূপ বৃহত্তম সীমায় উপস্থিত হইবার জন্য অগ্রসর হইল। সূর্য্যের মন্দতম প্রভাবে অন্ধকারের প্রাধান্য এবং চন্দ্রের অত্যন্ত সংযমে শিশির বা হিমের প্রাধান্য অনিবার্য্য হইয়াছে। আঁধার ও শীতে পার্থিব ও দৈহিক উত্তাপ বর্দ্ধিত হওয়া স্বাভাবিক।

অন্ধকার ও শীতে পার্থিব অগ্নি এবং দৈহিক তেজ ও পিত্তে তাপের সঞ্চার অনিবার্য্য হইয়াছে। তাপের সঞ্চারই অগ্নির সঞ্চার। মাটীতে অগ্নির সঞ্চার হইলে পরমাত্মা বায়ু যেরূপ কর্ম্মপটু বা প্রভাবশীল হয়, দেহে তেজ ও পিত্তের সঞ্চার সেইরূপ দেহাবদ্ধ আত্মাকে প্রভাবশীল করে।

বর্ষায় সঞ্চিত মাটির আশ্রিত সারগুলি আজ অধিক সময় শিশির-বারির সঙ্গলাভ করিয়া বাষ্পসার বা পিত্ত ত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়াছে। আকাশ, বাতাস, জল ও মাটিতে সর্ব্বত্রই পিত্তের সঞ্চার অনিবার্য্য হইল। শ্বাস-প্রশ্বাস ও পান-ভোজনের সহিত চেতন জগতে পিত্তের সঞ্চার যেরূপ অবশ্যম্ভাবী, রসময়ী মাটিতে প্রস্ফুটিত সারগুলি সেইরূপ জড় জগতে তেজের সঞ্চার করিয়াছে।

অন্ধকার, শীত ও শিশিরের প্রভাবে সঞ্চিত তাপশীল অগ্নি, তেজ, পিত্ত, পরমাত্মা ও আত্মা বা বায়ুকে কর্ম্মপটু করিয়াছে। সর্ব্বত্রই বায়ুর প্রাধান্য উপস্থিত। অগ্নি, তেজ ও পিত্ত সঞ্চিত

হইয়াও শিশিরবারির প্রভাবে অধিক প্রভাব বিস্তার করিতে অসমর্থ হওয়ায় অধিক সময় শিশিরসিক্তা মাটিতে জল ও বায়ু-গুণের প্রাধান্য উপস্থিত। জল ও বায়ুগুণের প্রাধান্য কটুরস উৎপাদক (কটুরস)। কটু বা ঝাল রসান্বিতা মাটিতে রসগ্রাহী সর্ব্বত্রই কটু বা ঝাল রসের প্রাধান্য এ সময় কালের নিয়ম। হেমন্তের মাটি যে কটুরসপ্রধান এই সময় ঝালের আবাদ তাহার কতকটা প্রমাণ দিয়া থাকে।

বায়ু কর্ম্মপটু হইলে সকলেই কর্ম্মপটু হইতে বাধ্য। সঞ্চিত অগ্নি, তেজ ও পিত্তের তাপ এবং বায়ুর কর্ম্মপটুতায় মাটি, দেহ ও কফ সকলেই আজ কর্ম্মপটু বা প্রভাবশীল। একমাত্র রসত্যাগই উহাদের প্রভাব। চন্দ্রের দুঃখে দুঃখিত উহারা চন্দ্র ও চন্দ্রবাচক সমস্তের ক্ষয় পূরণের জন্য রসত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছে। ক্ষয় পূরণের একমাত্র ঔষধ রস। মাটি ও দেহের দান রসৌষধি বহন করিয়া পরমাত্মা ও আত্মা বা বায়ু অবিরত চন্দ্রলোকে চলিয়াছে। সেই রসৌষধি পান করিয়া চন্দ্র পূর্ণস্বাস্থ্য লাভ করিল। পৃথিবী ও দেহে আজ আর রসের প্রাধান্য নাই। ক্ষীণরস জড় ও চেতন জগতে দেহের পরিমাপ সর্ব্বত্র ন্যূনতম সীমায় উপস্থিত হওয়ায় দেহ-গুলি এই সময় মহাবল ধারণ করে। ৯ই পৌষ সূর্য্যের মন্দতম প্রভাব যেরূপ দিনের আয়তন অধোনতির শেষ সীমায় উপস্থিত করিয়াছে, চন্দ্রের অত্যন্ত সংযমে রাত্রির আয়তন সেইরূপ উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইল।

হেমন্তের প্রকৃতি গবেষণা করিতে যাইয়া প্রকৃতি সাধক ১০ই কার্ত্তিক হইতে ৯ই অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত রসের সঞ্চারে অগ্নি, তেজ ও পিত্তের শান্তি এবং পৃথিবী, দেহ, কফ, পরমাত্মা ও আত্মা বা বায়ুর আলস্য বা কুপিত অবস্থার প্রমাণ পাইয়া সর্ব্বত্র কষায় রসের প্রাধান্য উপলব্ধি করিয়াছে। আবার ১০ই অগ্রহায়ণ হইতে ৯ই পৌষ পর্য্যন্ত অগ্নি, তেজ ও পিত্তের সঞ্চারে পৃথিবী, দেহ, কফ, পরমাত্মা ও আত্মা বা বায়ুর প্রকোপ বা প্রভাব এবং সর্ব্বত্র রসের ক্ষয়ে পরিমাপ বা ওজনের হ্রাস ও শক্তিবৃদ্ধি দেখিয়া অনুসন্ধিৎসু সর্ব্বত্রই কটুরসের প্রাধান্য উপলব্ধি করিল।

শীত।

হিম ও শিশিরের প্রাধান্যে শীতের আগম অনিবার্য্য। শীতের প্রভাব আসন্ন উপলব্ধি করিয়া ৯ই পৌষ হেমন্ত তিরো-হিত হইয়াছে। ১০ই পৌষ হইতে অনুসন্ধিৎসু শীতের সঙ্গ লাভ করিল। ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু সূর্য্যের প্রভাব আজ হইতে দিনের আয়তন বৃদ্ধি করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সূর্য্যের প্রভাব চন্দ্রের সংযম নষ্ট করিতে উদ্যত। দিনের আয়তন বৃদ্ধির অনুপাতে রাত্রির আয়তন ক্রমেই ক্ষয়ের পথে অগ্রসর হইল।

সূর্য্যের প্রভাবেই চন্দ্রের প্রভাব। অশান্তির আগুন সূর্য্যের প্রভাব যতই বর্দ্ধিত, মহাত্যাগী চন্দ্র ততই ত্যাগশীল হইতে বাধ্য হইল। চন্দ্রের সহিত মাটির যতটা নিকট সম্বন্ধ,

সূর্য্যের সহিত ভক্ত নহে। মাটির পাণিগ্রহণের আশায় সে যতই প্রভাব বিস্তার করুক না কেন, চন্দ্র থাকিতে তাহার সে আশা পূর্ণ হইবে না। শান্তি ও অশান্তি আজ চন্দ্র ও সূর্য্যকে আশ্রয় করিয়া মহাযুদ্ধের আয়োজনে ব্যস্ত।

চন্দ্রের ক্ষয় পূরণ করিতে যাইয়া মাটি রসহীনা হইতে বসিয়াছে। রসময়ীকে রসহীনা দর্শন করিয়া অশান্তির উৎপীড়নে উৎপীড়িত পরমাত্মা বায়ু যেরূপ রুক্ষ, রসহীন দেহে আত্মাও সেইরূপ রুক্ষ ভাব ধারণ করিল। শান্তিকামী পরমাত্মা ও আত্মা বা বায়ুকে রুক্ষ দেখিয়া মাটি ও দেহের রসাকাঙ্ক্ষা উপস্থিত হইলেও এসময় অধিক রসের আগম অসম্ভব। কালের অধীন সূর্য্য আজও চন্দ্রের উপর অধিক প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হয় নাই। উহার প্রভাবের অনুপাতে চন্দ্রের সামান্য ত্যাগ শক্তি উপস্থিত। নভোমণ্ডলে অত্যল্প মেঘের সঞ্চার শিশির বিন্দুর প্রভাব বৃদ্ধি করিল।

মাটি ও দেহের রসাকাঙ্ক্ষায় রসের আগম অনিবার্য্য হইয়াছে। সামান্য হইলেও শিশিরসিক্তা মাটি আজ রসময়ী। রসময়ী মাটির আশ্রিত রসগ্রাহী জগতে পান-ভোজন ও শ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত রসের আগম অনিবার্য্য হইয়াছে। হেমন্তের সঞ্চিত অগ্নি, তেজ ও পিত্ত আজ রসের আশ্রিত হইয়া কুপিত। মাটি, দেহ, কফ, পরমাত্মা ও আত্মা বা বায়ুর অনেকটা শান্তি উপস্থিত।

শীতের প্রথমাংশে অগ্নি কুপিত হইলেও শীত ও অন্ধকারের

প্রাধান্যে অগ্নি এবং অগ্নিগুণসম্পন্ন তেজ ও পিত্তের প্রাধান্য অনিবার্য্য। অগ্নি ও মৃদ্‌গুণপ্রধান এই কালে শিশিরসিক্তা মাটি লবণরস ধারণ করিতে বাধ্য হইয়াছে (লবণরস)। খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ মাটির আশ্রিত রসগ্রাহী সমস্ত জগতে এই সময় লবণরসের প্রাধান্য অবশ্যম্ভাবী।

দিনের আয়তন বৃদ্ধির অনুপাতে ৯ই মাঘ রাত্রির আয়তন অনেকটা হ্রাস পাইয়াছে। ১০ই মাঘ হইতে সূর্য্যের প্রভাব ক্রমে প্রখরতর ভাব ধারণ করিল। সূর্য্যের প্রভাবে চন্দ্রের প্রভাব অনিবার্য্য হওয়ায় নভোমণ্ডলে ত্যাগশীল মেঘের সঞ্চার এবং মাটিতে বৃষ্টির আগম অবশ্যম্ভাবী। শিশির বা হিমের প্রাধান্য এসময় ক্রমেই মন্দ। অধিক না হইলেও মাঘের শেষে বৃষ্টির আগম প্রকৃতির নিয়ম।

আঁধার ও শীতের প্রভাব ক্রমেই মন্দের দিকে অগ্রসর। উহাদের মন্দ প্রভাবের অনুপাতে পার্থিব ও দৈহিক তাপ, অগ্নি, তেজ ও পিত্ত ক্রমে মন্দভাব ধারণ করিলেও মন্দরস মাটিতে উহাদের প্রায় পূর্ণ প্রভাবই উপলব্ধি হয়। আঁধার ও শীতের প্রাধান্য থাকিতে সামান্য বৃষ্টি বা শিশির বিন্দু উহাদের প্রভাব নষ্ট করিতে অসমর্থ। উহাদের প্রভাবে বায়ু ও কফের সঞ্চয় অনিবার্য্য (শরৎ)।

অগ্নি ও জলগুণের প্রাধান্য উপস্থিত হইলে অম্লরসের উৎপত্তি স্বাভাবিক (অম্লরস)। মাঘের শেষে শিশির বিন্দু ও বৃষ্টি মাটিতে রসের প্রাধান্য উপস্থিত করিয়াছে। অন্ধকার

ও শীতে প্রভাবশীল অগ্নি এবং জলগুণের প্রাধান্য উপস্থিত হওয়ায় মাটি এই সময় অম্লরসান্বিতা। মাটির আশ্রিত রসগ্রাহী-জগৎ পান-ভোজনের সহিত সে রস ধারণ করিতে বাধ্য হইয়াছে।

শীতের সঙ্গী অনুসন্ধিৎসু উহার প্রথমাংশের প্রকৃতি সাধনায় সর্ব্বত্র রসের সঞ্চার অগ্নি, তেজ ও পিত্তের আলস্য বা কর্ম্মে অপটুতায় পরমাত্মা, আত্মা ও কফের শান্তি এবং লবণরসের প্রাধান্য উপলব্ধি করে। আবার শীতের শেষ-অংশে অগ্নি, তেজ ও পিত্তের প্রভাব, প্রকোপ বা কর্ম্মপটুতায় পরমাত্মা, আত্মা ও কফের সঞ্চার এবং সর্ব্বত্র অম্লরসের প্রাধান্য উপলব্ধি করিয়াছে।

বসন্ত।

তমসা বা অন্ধকার ভিন্ন আর কিছুতেই অন্তরে তাপ উৎ-পাদন করিতে সমর্থ হয় না। অন্ধকার ও শীত যেরূপ পার্থিব ও দৈহিক তাপ,অগ্নি, তেজ, পিত্ত ও শীত কারক, বাহ্য-তাপ সেইরূপ মাটি ও জগতে সর্ব্বত্র তাপ, অগ্নি, তেজ, পিত্ত ও শীত নাশক। মাটির পাণি গ্রহণের আশায় ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু সূর্য্যের প্রভাব তমসাকে রূপসী করিয়া দিনের আয়তন বৃদ্ধি করায় রাত্রির আয়তন ও অন্ধকার ক্রমেই ক্ষীণ হইয়া চলিল। অন্ধকার ক্ষয়ের অনুপাতে পার্থিব ও দৈহিক তাপ, অগ্নি, তেজ ও পিত্তের ক্ষয় অনিবার্য্য হওয়ায় ৯ই ফাল্গুন শীত প্রস্থান

করিয়াছে। ১০ই ফাল্গুন হইতে অম্বুসন্ধিৎসু বসন্তের অনুগামী হইতে বাধ্য হইল।

শীতকালে চন্দ্রের ক্ষয় পূরণ করিতে যাইয়া মাটি ও দেহ হীন-রস হইয়াছে। শীতের রসহীনা মাটিতে শুষ্কদেহ তরু-লতা যেন আজ কেশহীনা রমণীর ন্যায় পত্রহীনা। শান্তিকামী পরমাত্মা ও আত্মা সর্ব্বত্র রসের অভাব উপলব্ধি করিয়া উগ্র-ভাব ধারণ করায় মাটি ও দেহ সকলেই রসের সন্ধানে ব্যস্ত। উহাদের রসাকাঙ্ক্ষায় বা সূর্য্যের প্রখরতায় চন্দ্র আজ ত্যাগ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে। নভোমণ্ডলে জলভরা মেঘমালা আবির্ভূত হইয়া মধ্যে মধ্যে সুশীতল বারিদানে উহাদের রসাকাঙ্ক্ষা নিবারণ করিতে ত্রুটি করিল না। বৃষ্টির প্রভাব অধিক না হইলেও মেঘগুলি মাটিকে রসময়ী করিতে সমর্থ হইয়াছে।

রসময়ী মাটির আশ্রিত রসগ্রাহী জগতে পান-ভোজনের সহিত সর্ব্বত্র রসের সঞ্চার অবশ্যম্ভাবী। পার্থিব ও দৈহিক অগ্নি, তেজ ও পিত্ত রসের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া শান্তভাব ধারণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। উহারা শান্তভাব ধারণ করিলে সর্ব্বত্র রসের প্রাধান্য অনিবার্য্য। অতি ক্ষুধায় ক্ষুধাতুর সামান্য আহার্য্য গ্রহণ করিয়া যেরূপ অলস বা অবসন্ন হইয়া পড়ে, বসন্তের প্রথমাংশে সামান্য রসের স্বাদ গ্রহণ করিয়াই পৃথিবী, দেহ, কফ, পরমাত্মা ও আত্মা বা বায়ু সেইরূপ অলস, অবসন্ন বা কুপিত হইল।

মাটি ও জলগুণের প্রাধান্যে সর্ব্বত্র মধুর রসের প্রাধান্য উপস্থিত। বন-উপবনে মধুর রসান্বিতা তরু-লতা জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নব বস্ত্র পরিধানের ন্যায় সকলেই নব পত্রে সুশোভিতা। ফল-পুষ্পভারে অবনতা কেহ কেহ বা চেতন জগতে কত নূতন আশা, কত প্রেম, ভালবাসা এবং অফুরন্ত আনন্দ উপস্থিত করিয়াছে। মধুর সাজে সজ্জিতা মাটি মধুমাসের সূচনা করিয়া আজ যেন মধুর ভাবে বিভোর।

৯ই চৈত্র চন্দ্র ও সূর্য্যের প্রভাব সমভাব ধারণ করিয়াছে। উহাদের সমপ্রভাবে দিন ও রাত্রির আয়তন আজ সমান। ১০ই চৈত্র হইতে সূর্য্য পৃথিবী ও চন্দ্রের উপর অধিক সময় প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হওয়ায় দিনের আয়তন বৃদ্ধির অনুপাতে রাত্রির আয়তন ক্রমেই ক্ষীণতর হইয়া চলিয়াছে। বাহ্য তাপ যত অধিক সময় মাটির উপর প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ, পার্থিব ও দৈহিক তাপ, অগ্নি, তেজ ও পিত্তের প্রভাব ততই মন্দের পথে অগ্রসর হইয়া চলিল।

সূর্য্যের প্রবলতর প্রভাবে চন্দ্রের ত্যাগশক্তিও প্রবলতর হইয়াছে। বসন্তের প্রথমাংশে সামান্য রসের আগম মাটি, দেহ, পরমাত্মা ও আত্মা বা বায়ুকে পরিতৃপ্ত করিতে সমর্থ হয় নাই। বাহ্য তাপের প্রবলতর প্রভাবে উগ্রপ্রকৃতি উহাদের শান্তি ও রসাকাঙ্ক্ষা যতই বৰ্দ্ধিত, মহাত্যাগী চন্দ্রের ত্যাগ-শক্তি ততই প্রবলতর ভাব ধারণ করিল। নভোমণ্ডলে মেঘের সঞ্চার হইলেও মেঘগুলি সুশীতল বারিদানে উহাদিগকে

পরিতৃপ্ত করিতে অসমর্থ হইয়াছে। বাহ্য তাপের প্রখরতায় মাটি, দেহ, পরমাত্মা ও আত্মা বা বায়ু এতই উগ্র যে, মেঘের সঞ্চার হইবামাত্র প্রবল ঝটিকার সৃষ্টি হয়। উহাদের অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষা ঝড় বা প্রবল বাত্যা সৃষ্টি করিয়া মেঘের বারি বর্ষণে বিঘ্ন উৎপাদন করিল। দরিদ্রের দুঃখে দুঃখিত দাতা দরিদ্রদিগকে আহ্বান করিয়া ভিক্ষা বিতরণের সময় উহাদিগের অত্যন্ত আগ্রহ যেরূপ দাতাকে চঞ্চল করে এবং ইচ্ছা সত্ত্বেও দাতা বাধ্য হইয়া মধ্যে মধ্যে দান কার্য্যে বিরত হইতে বাধ্য হয়, উগ্রস্বভাব বায়ুর অত্যন্ত আগ্রহ বা প্রবাহে মেঘগুলিও এ সময় সেইরূপ সামান্য বর্ষণ করিয়াই সুশীতল বারিদানে বিরত হইয়া মুহূর্ত্তে অদৃশ্য হয়।

সামান্য হইলেও বৃষ্টির জল মাটিকে মধ্যে মধ্যে রসময়ী করিতে ত্রুটি করিল না। পরিমিত জলের সঙ্গ লাভ করিয়া মাটির আশ্রিত সার পিত্ত ত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়াছে। আকাশ, বাতাস, মাটি ও জলে সর্ব্বত্র পিত্তের সঞ্চার অনিবার্য্য হওয়ায় শ্বাস-প্রশ্বাস ও পান-ভোজনের সহিত চেতন জগতে পিত্তের সঞ্চার যেরূপ সম্ভব হইল, জলের সঙ্গ লাভ করিয়া স্ফুটিত সারগুলি সেইরূপ জড় জগতে তেজের সঞ্চার করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

মধ্যে মধ্যে মেঘের ছায়া বা অন্ধকার সামান্য হইলেও মাটিতে তাপ বা অগ্নি সঞ্চার করিতে ত্রুটি করিল না। অগ্নি, তেজ ও পিত্তের সঞ্চার পরমাত্মা, আত্মা বা বায়ু ও কফের

প্রকোপ, পটু বা কর্ম্মদক্ষ করিলেও মন্দাগ্নির প্রভাবে উহারা শীতের ন্যায় সুদক্ষ হইতে সমর্থ হয় নাই। বাহ্য তাপের প্রখরতায় উগ্রপ্রকৃতি কর্ম্মপটু বায়ু শূন্যমার্গকে প্রশস্ত করিয়া তুলিয়াছে। আকাশ ও বায়ুগুণের প্রাধান্য উপস্থিত হওয়ায় সর্ব্বত্র তিক্তরসের প্রাধান্য উপলব্ধি হইল। পান-ভোজনের সহিত রসগ্রাহী জগতে তিক্তরসের প্রাধান্য এ সময় অনিবার্য্য।

বধ করা অর্থ বোধক 'বস্' ধাতু অন্ত প্রত্যয়ান্ত করিলে 'বসন্ত' শব্দের উৎপত্তি হয়। বাহ্য তাপের প্রখরতায় পার্থিব ও দৈহিক তাপ, অগ্নি, তেজ ও পিত্ত এই সময় হীনপ্রভ হইয়া অন্তে বা গ্রীষ্মের প্রভাবে বধ্য হওয়ায় ইহার 'বসন্ত' নাম সার্থক। প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড তাপ বা গ্রীষ্মের আগমন আসন্ন উপলব্ধি করিয়া ৯ই বৈশাখ সে আত্মগোপন করিতে বাধ্য হইল।

বসন্তের প্রকৃতি সাধনায় সিদ্ধ সাধক উহার প্রথমাংশে অগ্নি, তেজ, পিত্ত, তাপ ও শীতের শান্তিতে কফ, দেহ, পরমাত্মা ও আত্মা বা বায়ুর আলস্য এবং সর্ব্বত্র মধুর রসের প্রাধান্য উপলব্ধি করিয়াছে। উহার শেষাংশে অগ্নি, তেজ ও পিত্তের সঞ্চারে পরমাত্মা, আত্মা, দেহ ও কফের প্রভাব, প্রকোপ বা কর্ম্মপটুতা এবং সর্ব্বত্র তিক্তরসের প্রাধান্য উপলব্ধি করিয়া সে উহার সঙ্গ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল।

গ্রীষ্ম।

বসন্তের মলয়পবন অনল বর্ষণ করিতে উদ্যত হইয়াছে। ১০ই বৈশাখ গ্রীষ্ম সমাগত। অসহ্য হইলেও অক্লান্ত সাধক উহার সঙ্গ ত্যাগ করিল না। মহতী অনুসন্ধিৎসা লইয়া সে আজ গ্রীষ্মের প্রকৃতি সাধনায় মনোনিবেশ করিল।

অশান্তির আগুন সুর্য্যের প্রভাবে দিনের আয়তন রাত্রির আয়তনকে অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে। মাটি, দেহ, পরমাত্মা ও আত্মা বা বায়ু বাহ্যতাপে শুষ্ককণ্ঠপ্রায়। নভোমণ্ডল সুদূর-প্রসারী। মেঘের সঞ্চার নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যদি কখনও মেঘের সঞ্চার হয়, শান্তিকামা বায়ুর অত্যন্ত আগ্রহ বা প্রবল বাত্যার প্রভাবে তাহা কোন সময় সামান্য বর্ষণ, কোন সময় বা বর্ষণে অসমর্থ হইয়া মুহূর্ত্তমধ্যে সুদূরে পলায়ন করে। সূর্য্য যখন দক্ষিণায়ন পথের পথিক হয়, উত্তরায়ন পথে চন্দ্রের দান জলরাশি তখন শীতের প্রাধান্যে তুষারে পরিণত। উত্তরাভিমুখে গম্যমান সূর্য্য ১০ই পৌষ হইতে উত্তরায়ণপথে প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হওয়ায় তত্রস্থ তুষাররাশি বিগলিত হইয়া বন্যার সূচনা করিয়াছে। বৃষ্টির অভাব সত্ত্বেও সুর্য্যের প্রভাব বৃদ্ধির অনুপাতে নিম্নগামী সে বন্যার জল মাটির অন্তরে ক্রমেই রসের প্রাধান্য উপস্থিত করিতে উদ্যত হয়। বাহ্যতাপে শুষ্ককণ্ঠ হইয়াও শুষ্ককণ্ঠ রসময়ী মাটির আশ্রিত জগৎ এ সময় রসময় হওয়ায় সকলেই শান্ত-ভাবাপন্ন।

পার্থিব ও দৈহিক অগ্নি, তেজ ও পিত্ত রসের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অলস, কুপিত বা কর্ম্মে অপটু হইল। উহারা অলস হইলে রসের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কফ পরমাত্মা ও আত্মা বা বায়ু সর্ব্বত্র শান্তভাব ধারণ করে।

আজও জলের অত্যধিক প্রাধান্য উপস্থিত হয় নাই। অগ্নি, তেজ ও পিত্ত অলস ভাব ধারণ করিয়াছে। বাহ্য তাপের প্রভাবে বায়ু এবং মৃদ্‌গুণের প্রাধান্য উপস্থিত হওয়ায় এ সময় সর্ব্বত্র কষায় রসের প্রাধান্য উপস্থিত। রসগ্রাহী জগতে পান-ভোজনের সহিত সর্ব্বত্র কষায় রসের প্রাধান্য এ সময় অবশ্যম্ভাবী।

সূর্য্যের প্রভাব চরমে উপনীত হইবার সময় প্রায় আগত। ১০ই জ্যৈষ্ঠ হইতে উহা ক্রমেই প্রবলতম ভাব ধারণ করিয়া চলিল। গ্রীষ্মের প্রথমাংশে বায়ু অনেকটা শান্তভাব ধারণ করায় এসময় আর প্রবল বাত্যা বা ঝড়ের প্রাধান্য নাই। মহাত্যাগী চন্দ্রের দান মেঘগুলি শূন্যপটে ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রায়ই বর্ষার সূচনা করিতে উদ্যত হইয়াছে। অগ্নি, তেজ ও পিত্ত এ সময় মন্দশক্তিসম্পন্ন হইয়াও মেঘের ছায়া বা অন্ধকারে কতকটা প্রভাবশীল হইল। উহাদের প্রভাব অনুপাতে বায়ু ও কফের সঞ্চয় এ সময় অনিবার্য্য।

পার্থিব ও দৈহিক অগ্নি, তেজ ও পিত্ত মন্দ ভাব ধারণ করায় বৃষ্টি ও বন্যার প্রভাবে সর্ব্বত্র রসের প্রাধান্য উপস্থিত। বায়ু ও জলগুণের প্রাধান্য যে কটুরসের সূচনা করে এই সময়

প্রভূত ঝালের আবাদ তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। পান-ভোজনের সহিত রসগ্রাহী জগতে কটুরস বা ঝালের প্রাধান্য এই কালে অপরিহার্য্য।

গ্রীষ্মের প্রকৃতি সাধনায় সাধক ১০ই বৈশাখ হইতে ৯ই জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত পৃথিবী ও দেহে সর্ব্বত্র রসের সঞ্চারে অগ্নি, তেজ ও পিত্তের অলসতা বা কুপিত অবস্থা; পৃথিবী, দেহ, কফ, পরমাত্মা ও আত্মা বা বায়ুর শান্তভাব এবং সর্ব্বত্র কষায় রসের প্রাধান্য উপলব্ধি করিয়াছে। আবার ১০ই জ্যৈষ্ঠ হইতে ৯ই আষাঢ় পর্য্যন্ত গ্রীষ্মের শেষ অংশে অগ্নি, তেজ ও পিত্তের প্রকোপ, প্রভাব বা কর্ম্মপটুতা, কফ ও রসের সঞ্চার এবং সর্ব্বত্র কটুরসের প্রাধান্য উপলব্ধি করিল।

দিনে ঋতু প্রভাব।

দিন ও রাত্রির সমষ্টিকে দিনমান বলা হয়। বৎসর কালের ন্যায় শীতল ও উষ্ণগুণের তারতম্য এই দিনমানকে ৬ ভাগে বিভক্ত করিয়া দিনে ঋতুপ্রভাব উপলব্ধি করাইয়া থাকে। অপরাহ্ন, প্রথমরাত্রি, মধ্যরাত্রি, শেষরাত্রি, পূর্ব্বাহ্ণ ও মধ্যাহ্ন প্রভৃতি দিনমানের ছয়টি অংশ ক্রমান্বয়ে বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত ও গ্রীষ্ম প্রভৃতি ষড়্‌ঋতুর প্রভাব ধারণ ও বহন করিয়া জড় ও চেতন জগতে কেবল শীতল ও উষ্ণগুণের তারতম্য প্রচার করে।

দিনমান বা ২৪ ঘণ্টা কালের প্রত্যেক ৪ ঘণ্টায় এক একটি ঋতুর প্রভাব বিদ্যমান। দিনমানের প্রত্যেক অংশ বা প্রতি ৪ ঘণ্টা কাল দুই অংশে বিভক্ত করিলে উহার প্রথম অংশ ২ ঘণ্টায় প্রত্যেক ঋতুর প্রথমাংশের এবং দ্বিতীয় ২ ঘণ্টায় সেই ঋতুর শেষাংশের প্রভাব উপলব্ধি হয়।

অপরাহ্ণে বর্ষা, প্রথম রাত্রিতে শরৎ, মধ্যরাত্রিতে হেমন্ত, শেষরাত্রিতে শীত, পূর্ব্বাহ্ণে বসন্ত ও মধ্যাহ্নকালে গ্রীষ্মের প্রভাব উপভোগ করিয়া প্রকৃতিসাধক ঋতু ও দিনের প্রকৃতি সাধনায় সিদ্ধ হইয়াছে।

রোগে কাল প্রভাব।

বায়ু, পিত্ত ও কফ প্রভৃতি তিনটি দোষ কালের অধীন। শীতল ও উষ্ণধর্ম্মাবলম্বী কালে শীতল ও উষ্ণ গুণ দুইটির তারতম্যের অনুপাতে দোষ তিনটি শান্ত, সঞ্চিত, কুপিত ও প্রভাবশীল হইতে বাধ্য হয়। উহাদের শান্ত ও কুপিত অবস্থাই চেতন জগতে প্রধান্ প্রাকৃতিক অশান্তির কারণ। অশান্তিই রোগ। দেহ ও আত্মা বা মন যেরূপ সেই রোগ ভোগ করিতে বাধ্য হয়, সেইরূপ কালের অধীন ঐ দোষ তিনটির সঞ্চয় এবং কর্ম্মপটুতার সময় দেহ ও মনের শান্তি অনিবার্য্য।

সমস্ত রোগই ত্রিদোষজ। বিনা সূতায় গাঁথা ফুলের মালার মত বায়ু, পিত্ত ও কফ প্রভৃতি দোষ তিনটি প্রত্যেকে

প্রত্যেকের সহিত এমনই ঘনিষ্ট সম্বন্ধযুক্ত যে উহাদের একটির বৈষম্য উপস্থিত হইলে অন্যান্যগুলিও বিষম অবস্থা প্রাপ্ত হইতে বাধ্য। এক বা দ্বিদোষজ রোগ কখনও উৎপন্ন হয় না। পিত্ত কুপিত হইলে বায়ু ও কফের শান্তি যেরূপ সম্ভব, পিত্ত শান্তভাব অবলম্বন করিলে বায়ু ও কফ সেইরূপ কুপিত হয়। কুপিত দোষ বা বায়ু, পিত্ত ও কফ সর্ব্বত্র প্রবল এবং শান্ত দোষ অনুবল হইয়া দেহ ও মনের অশান্তি উপস্থিত করে।

প্রাকৃতিক রোগে—

প্রবল ও অনুবল দোষের কাল নির্ণয়।

১। ১০ই আষাঢ় হইতে ৯ই শ্রাবণ পর্য্যন্ত কুপিত বায়ু ও কফ প্রবল এবং শান্ত ভাবাপন্ন পিত্ত অনুবল।

২। ১০ই ভাদ্র হইতে ৯ই আশ্বিন পর্য্যন্ত কুপিত পিত্ত প্রবল এবং শান্ত ভাবাপন্ন বায়ু ও কফ অনুবল।

৩। ১০ই কার্ত্তিক হইতে ৯ই অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত কুপিত বায়ু ও কফ প্রবল এবং শান্ত পিত্ত অনুবল।

৪। ১০ই পৌষ হইতে ৯ই মাঘ পর্য্যন্ত কুপিত পিত্ত প্রবল এবং শান্ত বায়ু ও কফ অনুবল।

৫। ১০ই ফাল্গুন হইতে ৯ই চৈত্র পর্য্যন্ত কুপিত বায়ু ও কফ প্রবল এবং শান্ত পিত্ত অনুবল।

৬। ১০ই বৈশাখ হইতে ৯ই জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত কুপিত পিত্ত প্রবল এবং শান্ত বায়ু ও কফ অনুবল।

স্বাস্থ্যকাল।

১০ই শ্রাবণ হইতে ৯ই ভাদ্র, ১০ই আশ্বিন হইতে ৯ই কার্ত্তিক, ১০ই অগ্রহায়ণ হইতে ৯ই পৌষ, ১০ই মাঘ হইতে ৯ই ফাল্গুন; ১০ই চৈত্র হইতে ৯ই বৈশাখ, এবং ১০ই জ্যৈষ্ঠ হইতে ৯ই আষাঢ় পর্য্যন্ত দোষসমূহের সঞ্চয় ও প্রভাবকাল। দোষের সঞ্চয় ও প্রভাবকালে কোন প্রকার অশান্তি বা রোগ জীবদেহে উপস্থিত হওয়া প্রাকৃতিক নিয়ম নহে। অপ্রাকৃতিক রোগ যেরূপ কষ্টসাধ্য, প্রাকৃতিক রোগ সেইরূপ সুখসাধ্য হইয়া থাকে। অপ্রাকৃতিক রোগসমূহ আগন্তুক বা সংক্রামক নামে অভিহিত হয়। অন্যায় আহার বিহার ভিন্ন অপ্রাকৃতিক বা আগন্তুক রোগ উপস্থিত হইতে পারে না।

পথ্য বিচার।

জগতে কালপ্রভাব প্রদর্শিত হইয়াছে। জড় ও চেতন দেহের সমষ্টিই জগৎ। জীব শব্দ প্রাণ বা আত্মার নামান্তর। আবার যাহাতে জীবন আছে সেই সজীব দেহকেও জীব বলা হইয়া থাকে। জীব বা আত্মার একমাত্র অবস্থান স্থান দেহ। আত্মা যেরূপ কখনও দেহকে ত্যাগ করে না, দেহও সেইরূপ আত্মাকে ত্যাগ করিতে পারে না। দেহই আত্মার সাক্ষাৎ ব্রহ্ম (ব্রহ্মযজ্ঞ)। জগৎ ব্রহ্ম ও জীব বা আত্মাময়। জড়ই হউক বা চেতনই হউক জীবই জীবের জীবন। জীবযজ্ঞে শ্বাস-প্রশ্বাস

ও পান-ভোজনে জীবই জীবের একমাত্র গ্রাহ্য। জীবযজ্ঞ বা ব্রহ্মযজ্ঞে হিংসা বা পাপের স্থান নাই। অজ্ঞ যাহারা কোন বিচার না করিয়া সর্ব্বদা পান-ভোজন বা উদর-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে তাহারাই পাপী, আত্মঘাতী ও জিঘাংসু। সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই,—আছে ভোগ। এইরূপ পাপীর পথ্য বা আহার্য্য শান্তি ও পুষ্টির উপাদান না হইয়া অশান্তি বা রোগের কারণ হইয়া থাকে। আত্মা ও ব্রহ্মময় জগতে দেহব্রহ্ম ও আত্মা বা মনই উহার ভোগী। যে কালে যে দ্রব্য উৎপন্ন হয়, তাহা সেই কালধর্ম্ম ধারণ করিতে বাধ্য হওয়ায় নিতান্ত অপরিহার্য্য না হইলে সেইকালে উহা কখনও ব্রহ্মযজ্ঞে বা পান-ভোজনে ব্যবহার করা উচিত নহে। ব্রহ্মজ্ঞেরা বিপরীত কালোৎপন্ন দ্রব্য সমূহই ব্রহ্মযজ্ঞে বা পান-ভোজনে ব্যবহার করিয়া ব্রহ্মযজ্ঞ সম্পাদন করে। ব্রহ্মযজ্ঞ সুসম্পন্ন হইলে দেহ ও মনের পুষ্টি ও শান্তি অনিবার্য্য। অশান্তি বা রোগের করাল কবল হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইলে ব্রহ্মজ্ঞান অর্জ্জন ও কাল বিচার করিয়া পথ্য বা আহার্য্য গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

দক্ষযজ্ঞ।

পুরাণের হেঁয়ালী দক্ষ-যজ্ঞে অনিমন্ত্রিত, অবমানিত ক্রুদ্ধ শিবের নিঃশ্বাসে জ্বর বা রোগের উৎপত্তি বিষয়ে গবেষণা করিয়া অনুসন্ধিৎসু সত্যের সন্ধান পাইয়াছে। এ যুগে দক্ষরাজ

ও শিবের অভাব নাই। মহাযাজ্ঞিক দক্ষরাজ পিত্ত জীবদেহে অনুক্ষণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছে। পিত্তই যে একমাত্র দক্ষ তাহার প্রমাণ (পিত্ত) দেওয়া হইয়াছে। শিব শব্দ জল বা রসের নামান্তর মাত্র। দক্ষরাজ পিত্ত বা অগ্নির আহ্বানে দেহে শিববাচক জল বা রসের আগম হইয়া থাকে। বিনা আহ্বানে শিববাচক মহাত্যাগী রসের মহাপ্রভাব উপস্থিত হইলে দক্ষরাজ পিত্ত বা অগ্নির মন্দ প্রভাব অনিবার্য্য। মন্দপ্রভাব দক্ষরাজ পিত্ত শিববাচক রসের যথোচিত সম্মান বা পরিপাক করিতে অসমর্থ হওয়ায় ক্রুদ্ধ রস বা জল যেরূপ অগ্নিকে নির্ব্বাণ করিতে উদ্যত হয় এবং উহাকে নির্ব্বাণ করিয়া ক্রোধীর নিঃশ্বাসের ন্যায় উত্তপ্ত বাস্পাকারে ঊর্দ্ধে গমন করে, অবমানিত শিববাচক অপক্ক রসও সেইরূপ দক্ষরাজ পিত্ত বা পাচকাগ্নিকে নির্ব্বাপিত করিয়া ক্রোধীর নিঃশ্বাসের ন্যায় উহার তাপের সহিত উৎক্ষিপ্ত ও সর্ব্বদেহে ব্যাপ্ত হয়। এই উৎক্ষিপ্ত সপিত্ত ক্রুদ্ধ রসই অশান্তি, জ্বর, আময়, ক্ষয়, সন্তাপ, ব্যাধি বা রোগ। দেহের কারণ বা প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন এই রোগ দেহেই অবস্থান করিয়া থাকে। দেহে অবস্থান করায় দেহ ও দেহাধিপতি আত্মা বা মন উহার প্রভাব ধারণ ও ভোগ করিতে বাধ্য।

আয়ু ও মৃত্যু।

জীবের ব্রহ্মসেবা প্রায়ই ঘটে না। পিত্তের তাড়নায় ব্রহ্মজ্ঞানহারা খেচর, ভূচর ও জলচর সকলের বিচরণই বৃথা।

হইয়া চলিয়াছে। দেহব্রহ্মকে সেবা করিতে হইলে সংযমের প্রয়োজন। চেতনা ও অচেতনার আশ্রয় অগ্নি ও সোম সমান অধিকার প্রার্থনা করে। পরিমিত রসের আগমে পিত্তের সঞ্চার এবং পিত্তের সঞ্চার ও প্রভাবে রসের সঞ্চার ও প্রভাব অবশ্যম্ভাবী। ব্রহ্মজ্ঞানহারা দেহী পিত্তের তাড়নায় অত্যন্ত লোভী ও অসংযমী হইয়া উঠিয়াছে। সে চায় শান্তি। শান্তির অফুরন্ত আশায় সংযমহারা আত্মা রসের জন্য দেহকে চালিত করিতে বাধ্য। তাহার শান্তির আকাঙ্ক্ষার অনুপাতে দেহে রসের সঞ্চার অবশ্যম্ভাবী। আত্মার অফুরন্ত আশায় দেহে অপরিমিত রসের সঞ্চার হইলে আত্মা বা বায়ু রসশয্যা গ্রহণ করিতে বাধ্য। বায়ুর রসশয্যা গ্রহণে অগ্নি বা মায়ু হীনশক্তি হয়। তেজ, পিত্ত বা মায়ুর মন্দশক্তি দেহ ও আত্মার ক্লেশদায়ক ও রুগ্ন কারক। আবার পিত্ত বা মায়ুর শক্তিনাশ অথবা রসশয্যা গ্রহণই মহাপ্রলয় বা মৃত্যু সূচনা করে। মৃত্যু শব্দ বিলয় অর্থ বোধক,—নাশ নহে। আত্মার রসে বিলয় অবস্থা বা রসের সহিত মিলিত অবস্থাকে মৃত্যু বলা হয়।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

মানব তত্ত্ব।

ক্রমোন্নত জগতে আজ পর্য্যন্ত মানবদেহই উন্নতির চরম উৎকর্ষ। আরও উন্নতি যে সম্ভব হইবে না তাহা বলা যায় না। সুগঠন, সুদর্শন ও সৌম্য প্রকৃতি মানব যেরূপ জ্ঞান-বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ সেরূপ অভিজ্ঞ জীব জীবজগতে আর নাই। বিভিন্ন কর্ম্মের অনুষ্ঠানে উহাদের জ্ঞান ক্রমেই মার্জ্জিত হইয়া চলিয়াছে।

কেবল তত্ত্বজিজ্ঞাসু মানবই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া দেবত্ব পদে উন্নীত হইতে সমর্থ। যে দেবত্ব লাভ করিয়াছে সেই অমর। জ্ঞানী ও অজ্ঞান সকলের আত্মাই একস্থানে লয় হয়,—প্রভেদ কেবল জ্ঞানী মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করে না এবং জীবিতাবস্থায় দুঃখে অভিভূত না হইয়া স্বর্গসুখে বা শান্তিতে অবস্থান করে। শান্তি ব্রহ্মজ্ঞানীর অনুগমন করিতে বাধ্য। নিরবচ্ছিন্ন সুখ জীবের ভাগ্যে নাই। কালের অধীন সে সুখ ও দুঃখ উভয়ই ভোগ করিতে বাধ্য। ব্রহ্মজ্ঞানহীন সুখ-দুঃখকে সমানভাবে ভোগ করিতে সমর্থ হয় না। সংযমহারা উহারা দুঃখভোগী ও অল্পায়ু। অকালে পুনঃ পুনঃ দেহ পরিবর্ত্তন

উহাদের অসংযমের ফল। ব্রহ্মজ্ঞানী সংযমী ও দীর্ঘায়ু। উহারা নিরবচ্ছিন্ন সুখভোগে বঞ্চিত হইলেও সুখ ও দুঃখ সমভাবে ভোগ করে। সুখ ও দুঃখের সমভাবই স্বর্গসুখ,। স্বর্গসুখী দেহ পরিবর্ত্তন করিলেও পরিবর্ত্তনের সংখ্যা অল্প। উহারা জীবন্মুক্ত। যতদিন চেতনা ও অচেতনা যুদ্ধে বিরত না হইবে। বা সৃষ্টির প্রসার চলিতে থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত সাধারণ জীবের কথা দূরে থাকুক দেবতার পক্ষেও সুখ-দুঃখ ভোগ অনিবার্য্য। সৃষ্টি ও লয় বা মৃত্যুর হস্তে কাহারও অব্যাহতি নাই। অতএব জীবের একান্ত মুক্তি কামনা আকাশ-কুসুম চিন্তা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

যন্ত্রণা স্মৃতিভ্রম কারক। যন্ত্রণার কারণ রোগ। মৃত্যুযন্ত্রণা মৃত্যুকালে জীবের সম্মুখে নানাপ্রকার বিভীষিকা উপস্থিত করিয়া স্মৃতি বিনষ্ট করে। অসংযমী ব্রহ্মজ্ঞানহীন যাহারা মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করে, তাহারা পূর্ব্বস্মৃতি ভুলিয়া বিভীষিকার অনুরূপ দেহ ধারণ করিতে বাধ্য হয়। সংযমী ব্রহ্মজ্ঞানী মানব রোগ বা মৃতুযন্ত্রণা ভোগ না করায় তাহাদের পূর্ব্বস্মৃতি বিনষ্ট হইতে পারে না এবং মৃত্যুকালে তাহাদের সম্মুখে বিভিন্ন প্রকার বিভীষিকা উপস্থিত হয় না। ব্রহ্মজ্ঞানীর আত্মা যেরূপ চিন্তা করিতে করিতে দেহে বিলীন হয়, দেহ রসে পরিণত হইলে তাহাদের আত্মা রসের সহিত সেইরূপ যোনি প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্ব স্মৃতির সহিত পুনরায় দেহ ধারণ করে।

স্বর্গ ও দেবতা।

স্থান বিশেষ স্বর্গ এবং স্বর্গীয় দেবতা কেবল জনশ্রুতি মাত্র। স্বর্গনামে দ্বিতীয় স্থান নাই। অর্জ্জিতযশা সরলপ্রাণ মহৎ-ব্যক্তিই দেবতা। সে ইচ্ছামাত্রই ঈপ্সিত বস্তু প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গসুখ উপভোগ করে। যে স্থানে সুখ ও দুঃখ অভিন্নভাবে বা সমভাবে অবস্থান করে তাহাই স্বর্গ। সে সুখের স্থান একমাত্র পৃথিবী। এই পৃথিবীতে যাহারা সুখ ও দুঃখকে পৃথক মনে করে না তাহারাই মুক্ত এবং তাহারাই জীবনকালে স্বর্গসুখ ভোগ বা স্বর্গে অবস্থান করে। স্থূল দেহ ত্যাগ করিয়াও তাহারা অমর। আমরা যে সমস্ত দেবতার নাম শুনিয়া থাকি, তাহারা এই পৃথিবীতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। লব্ধকীর্ত্তি তাহারা তাই আজও অমর নামে পরিচিত। দেবতা এখনও পৃথিবীতে আছে এবং চিরকালই থাকিবে।

প্রকৃতি-বিচার।

প্রকৃতি শব্দ গুণের নামান্তর মাত্র। গুণ বা প্রকৃতি এক হইয়াও বহু হইবার যোগ্য (শক্তিমাহাত্ম্য)। উহার বহুত্বের একমাত্র কারণ কালবৈষম্য। আলো ও আঁধার কালের দুইটি অংশ। উহাদের তারতম্যের অনুপাতে গুণের ভাব পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য হওয়ায় বহুভাব সম্পন্ন একগুণ বহুদ্রব্যের সূচনা বা বিভিন্ন আকার বহুপ্রকার দ্রব্যে পরিবর্ত্তিত হয়। গুণের পরিণতি বা গুণ হইতে উৎপন্ন দ্রব্যই গুণের আধার। গুণ ও

দ্রব্যের বহুত্ব স্বীকার করিলে প্রকৃতির বহুত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য। প্রত্যক্ষ জগতে দুইটি দ্রব্য সমান না হইবার একমাত্র কারণ কালের অসম প্রভাব। অসমকালপ্রভাবে গুণের অসমভাবই সৃষ্টিরহস্যে দ্রব্য ও দ্রব্যপ্রকৃতিকে অসমান করিয়াছে।

বিভিন্ন দ্রব্যের প্রকৃতি অসম হওয়ায় প্রত্যেক দ্রব্যের প্রকৃতি পৃথক। প্রকৃতি সাধক কেবল মানব প্রকৃতির গবেষণা করিবে। কেবল মানবপ্রকৃতির গবেষণায় সিদ্ধ হইলে অনুসন্ধিৎসু জাগতিক সমস্ত প্রকৃতি আয়ত্বাধীন করিতে সমর্থ হইয়া থাকে।

চন্দ্র ও সূর্য্যের ন্যায় শীতল ও উষ্ণ স্বভাব কফ ও পিত্ত দুইটি আঁধার ও আলোর সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি। উহারা গুণবান। বিরুদ্ধস্বভাব উহাদের মিশ্রকর্ম্মফল বায়ু মিশ্রশক্তিসম্পন্ন হওয়ায় পৃথক বা তৃতীয় রুক্ষগুণ ধারণ করে। তৃতীয় পক্ষ যেরূপ বিরুদ্ধবাদী উভয় পক্ষের গুণ গ্রহণ করিয়া বিবাদ মীমাংসা করিতে সমর্থ বায়ুর প্রকৃতি ঠিক সেইরূপ।

গুণবান বায়ু, পিত্ত ও কফ কালের অধীন। কাল প্রভাবে উহাদের গুণবৈষম্য অনিবার্য্য। গুণের বৈষম্য উপস্থিত হইলে উহারা বহু ভাবের ভাবুক হইয়া বিবিধ দ্রব্যের সূচনা বা বহু রূপ ধারণ করায় উহাদের মিশ্র শক্তিসম্পন্ন দ্রব্য বহু। উহাদের শক্তির অসমভাবই প্রত্যেক দ্রব্যকে পৃথক প্রকৃতি সম্পন্ন করিয়া থাকে। রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র প্রভৃতি দৈহিক সমস্ত দ্রব্যই উহাদের বিকার।

গুণবিকার সমস্ত প্রকৃতিবিশিষ্ট হওয়ায় শুক্র ও শোণিত প্রকৃতিসম্পন্ন। বিভিন্ন প্রকৃতি যেরূপ প্রত্যেক শুক্রকে অসম করে, কাল প্রভাবের তারতম্যে অসম প্রত্যেক শোণিত সেইরূপ বিভিন্ন প্রকৃতি ধারণ করিতে বাধ্য হয়। বিভিন্ন প্রকৃতি সম্পন্ন শুক্র-শোণিত হইতে উৎপন্ন হওয়ায় গর্ভজ প্রত্যেক সন্তান পৃথক প্রকৃতি সম্পন্ন।

বাতজ, পিত্তজ, কফজ, বাত-পিত্তজ, বাত-কফজ, পিত্ত-কফজ এবং উহাদের সমষ্টি হইতে উৎপন্ন গুণজ প্রকৃতি সাত প্রকার। আবার দ্রব্যের পার্থক্যে দৈহিক দ্রব্যসমূহের প্রকৃতি পৃথক। ত্বক্, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র প্রভৃতি দৈহিক দ্রব্যসমূহ একস্থান হইতে উৎপন্ন হইয়াও প্রত্যেকে পৃথক পৃথক প্রকৃতি ধারণ করায় সারপ্রকৃতি পুনরায় আট প্রকার হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন বংশ প্রকৃতি পৃথক। পিতা মাতা হইতে আগত বংশপ্রকৃতি সর্ব্বত্র দেদীপ্যমান। উহা পিতা মাতার বংশ প্রকৃতির অনুরূপ হইয়া থাকে।

প্রকৃতিসমূহ সংস্কার দ্বারা সম্পূর্ণ নষ্ট হয় না। প্রকৃতির প্রভাব প্রকৃতিসম্ভূত দ্রব্যপ্রকৃতির উপর। বাহ্য প্রকৃতির বৈষম্য উপস্থিত হইলে দ্রব্যপ্রকৃতির বৈষম্য অনিবার্য্য।

দেহের স্তম্ভবিশেষ বায়ু, পিত্ত ও কফ দেহে মূল প্রকৃতির আশ্রয়। বাহ্য প্রকৃতির প্রভাবে উহারা দূষিত হইয়া দেহে অশান্তি উৎপাদন করায় উহাদিগকে দোষ বলা হইয়া থাকে।

দোষ ও দুষ্য বিষয়ে জ্ঞান থাকিলে দেহ ও দেহী অশান্তির করাল কবল হইতে অনেকটা মুক্ত হইতে সমর্থ হয়। অশান্তি বা রোগের একান্ত শান্তি হয় না। কালের অধীন শান্তি ও অশান্তি পরিবর্ত্তনশীল কালচক্রে সতত ঘূর্ণিতা। উপায় বিশেষ দ্বারা অশান্তির শান্তি হইলেও পুনরায় উহার অবশ্যম্ভাবীত্ব বা সম্ভাবনা দূর হয় না।

প্রকৃতিসম্ভূত অমর কীর্ত্তি দেবতাদেরও অশান্তির করাল কবল হইতে একান্ত মুক্তি নাই। প্রকৃতিসম্ভূত ও প্রকৃতি-সম্পন্ন উহারা শান্তি ও অশান্তি দুইই ভোগ করিতে বাধ্য (গীতা ১৮ অঃ ৪০ শ্লোক)। একান্ত শান্তি যে কোথাও নাই, দেবতাই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। উহারাও যে বহুপ্রকার অশান্তি ভোগ করিয়াছে, শাস্ত্রবাক্যে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। বিভিন্ন প্রকৃতি বা বিভিন্ন শক্তি-সম্পন্ন হওয়ায় দেবতাগণই দেবতাতে প্রকৃতির প্রমাণ দিয়া থাকে। প্রকৃতি বিশিষ্ট সমস্তই প্রকৃতি-বিকার বা প্রকৃতি-সম্ভূত হইতে বাধ্য।

মানব প্রকৃতি।

১। বায়ুর প্রকৃতি রুক্ষ, লঘু, শীতল, চলনশীল, কর্কশ ও শীঘ্রগতি হওয়ায় বাতপ্রকৃতি মানব রুক্ষদেহ, রুক্ষকেশ, রুক্ষভাষী, কৃশ ও জাগরণশীল উহার আহার, বিহার ও চেষ্টা লঘু। সে শীতদ্বেষী এবং সামান্য শীতেই কম্পমান হয়।

উহার দেহে সংযোগস্থান, অক্ষি, ভ্রূ, চোয়াল, ওষ্ঠ, জিহ্বা, মস্তক, স্কন্ধ ও হস্তপদ চঞ্চল স্বভাব। সে বহুভাষী, শীতলপ্রিয় ও শিরাজালব্যাপ্তদেহ হইয়া থাকে। উহার দন্ত ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কর্কশ এবং চলিবার সময় সন্ধিসমূহে শব্দ হয়। উহার সামান্য কারণে মনোবিকার, দুঃখ, রাগ, বিরাগ, স্মৃতিভ্রম ও অল্প আয়াসে শিক্ষালাভ হইয়া থাকে। সে অল্পায়ু, হীনবল, অল্পসন্তান, ভাগ্যহীন, চোর, পরিশ্রমকাতর, অভদ্র, কৃতঘ্ন, বন্ধুহীন ও লোকের অপ্রিয় হয়।

২। পিত্তের প্রকৃতি তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, কটু, অম্ল, পূতিগন্ধ এবং তরল। পিত্তপ্রকৃতি মানব তীক্ষ্ণাগ্নিবিশিষ্ট, অতিপান-ভোজনক্ষম, ক্লেশসহিষ্ণু, পরাক্রমশালী, তাপ সহ্য করিতে অসমর্থ, শ্বেত ও পীতবর্ণ কোমলদেহ, সুন্দর, মনোজ্ঞ, নির্ম্মল, প্রিয়দর্শন, শিথিলচর্ম্ম, অল্পকেশ বা কেশহীন মস্তক, অকালে কেশের পাক, মেচেতা ও কণ্ডু প্রভৃতি চর্ম্মরোগগ্রস্ত, কামুক, অল্পব্যবায়ী, অল্পসন্তান এবং উহাদের বক্ষ, কক্ষ, মুখ ও মস্তক দুর্গন্ধবিশিষ্ট। উহারা মধ্যায়ু, মধ্যবল, মধ্যবিত্ত, মেধাবী, নিপুণ, উচিতবক্তা ও তেজস্বী। উহারা সহজে ভীত বা নত হয় না। অনত বা উগ্রভাবের প্রতি উহারা যেরূপ কঠোর, অবনতের প্রতি সেইরূপ সান্ত্বনাপ্রদ ও সহৃদয় হইয়া থাকে। শিথিলমাংস ও মৃদুসন্ধি উহাদের দেহ হইতে ঘর্ম্ম, মল ও মূত্রের নির্গম অধিক হইয়া থাকে।

৩। কফের প্রকৃতি স্নিগ্ধ, গুরু, শীতল, মৃদু, স্থির, পিচ্ছিল,

উজ্জ্বল ও নিশ্চল। কফপ্রকৃতি মানবের দেহ স্নিগ্ধ, চাকচিক্যময়, সুন্দর, সুকুমার ও সুদর্শন। উহারা শুক্রবহুল, বহুসন্তান সংহত ও সুদৃঢ়দেহ, স্থূলকায়, অল্লাহারী, আলস্যপরায়ণ, শোক ও দুঃখে সহজে অভিভূত এবং স্থির গতিশীল হয়। ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও ঘর্ম্ম উহাদের অল্প। উহাদের সন্ধিসমূহ সারবদ্ধ এবং দৃষ্টি, স্বর ও বদনমণ্ডল সর্ব্বদা সুপ্রসন্ন থাকে। উহারা বলবান ঐশ্বর্য্যবান, বিদ্বান, তেজস্বী, দীর্ঘায়ু, স্থিরমিত্র, দাতা ও ধার্ম্মিক হয়।

বাতপিত্ত, বাতশ্লেষ্মা, পিত্তশ্লেষ্মা এবং সমষ্টিজ মিশ্রপ্রকৃতিসম্পন্ন মানব পূর্ব্বোক্ত মিশ্র প্রকৃতি ধারণ করিয়া থাকে।

ত্বক্‌সার প্রকৃতি।

যাহার চর্ম্ম স্নিগ্ধ, মৃদু, সূক্ষ্ম, নাতিস্থূল, প্রসন্ন, সুলোমা ও কান্তিযুক্ত সেই ত্বক্‌সার। ত্বক্‌সার মানব সুখী, সৌভাগ্যশালী, ঐশ্বর্য্যবান, ভোগী, বুদ্ধিমান, বিদ্বান, নিরোগ, প্রফুল্ল ও ও দীর্ঘায়ু।

রক্তসার প্রকৃতি।

যাহার কর্ণ, অক্ষি, নখ, জিহ্বা, নাসা, ওষ্ঠ, করতল, পদতল, ললাট ও মেহন স্নিগ্ধ এবং উজ্জ্বল, সেই রক্তসার। রক্তসার মানবের আশা, সুখ, উন্নতি, মেধা, সৌকুমার্য্য, বল ও ক্লেশসহিষ্ণুতা অল্প।

মাংসসার প্রকৃতি।

যাহার শঙ্খদেশ, ললাট, গ্রীবার পশ্চাদ্ভাগ, গ্রীবা, অক্ষি, গণ্ডস্থল, কক্ষ, বক্ষ, স্কন্ধ, হস্ত, পদ ও সংযোগ স্থানসমূহ মাংসল এবং দৃঢ়, সেই মাংসসার। মাংসসার মানবের ধৈর্য্য, ক্ষমা, অলোভ, ধন, বিদ্যা, সুখ, সরলতা, বল ও আয়ু অধিক হইয়া থাকে।

মেদসার প্রকৃতি।

যাহার বর্ণ, স্বর, চক্ষু, কেশ, লোম, নখ, দন্ত, মূত্র ও বিষ্ঠা স্নিগ্ধ সেই মেদসার। মেদসার মানব ধনবান, সুখী, দাতা ও সরল প্রকৃতি সম্পন্ন হয়।

অস্থিসার প্রকৃতি।

যাহার পায়ের গোড়ালি, জানু,কনুই, কণ্ঠাস্থি, চিবুক, মস্তক, অস্থি, দন্ত, নখ ও সংযোগস্থানসমূহ স্থূল সে অস্থিসার। অস্থিসার মানব মহা উদ্যোগী, ক্রিয়াশীল, ক্লেশসহিষ্ণু, দৃঢ়দেহ ও দীর্ঘায়ু।

মজ্জাসার প্রকৃতি।

যাহার বর্ণ ও স্বর স্নিগ্ধ এবং সংযোগস্থানসমূহ গোলাকার, স্থূল ও বৃহৎ সেই মজ্জাসার। মজ্জাসার মানব নাতিকৃশ, বলবান ও দীর্ঘায়ু হয়।

শুক্রসার প্রকৃতি।

শুক্রসার মানব শান্ত, সৌম্য, সম্মানী, সদানন্দ, শুভ্রচক্ষু, স্নিগ্ধস্বর, স্নিগ্ধবর্ণ, ধনবান, বলবান, অচলদন্ত, কান্তিমান, কোমল-স্বভাব ও সর্ব্বজনপ্রিয় হইয়া থাকে।

সর্ব্বসার প্রকৃতি।

যাহার দেহে পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বসারই বিদ্যমান, সে সর্ব্বগুণান্বিত হইয়া অতি বলবান, স্থিরগতি, ক্লেশসহিষ্ণু, সর্ব্বদা কল্যাণকর কার্য্যে ব্রতী, স্নিগ্ধ-গম্ভীর স্বরবান, ভাগ্যবান ও দীর্ঘায়ু। সর্ব্বসার মানব সহজে জরাগ্রস্ত হয় না।